



২৬০ বিলিয়ন ডলারের
বাজেটের পরিকল্পনা
নিউইয়র্কের পৃষ্ঠা ১৬

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 22 January 2026, 9th Year, Issue 462, 40 Pages

বৃহস্পতিবার, ২২ জানুয়ারি ২০২৬, ৮ মাঘ ১৪৩২, ৩ শাবান ১৪৪৭, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৬২, পৃষ্ঠা ৪০

প্রবাসের ব্যস্ততার মাঝেও
শিক্ষার জয়গান: হেবজু
মিয়ার অনন্য অর্জন
পৃষ্ঠা ২৪



স্পনসরদের ভূমিকা ও আইনি দায়িত্ব নিয়ন্ত্রণ বাড়ছে

ইমিগ্রেশনে ‘পাবলিক চার্জ’

ভিসার ক্ষেত্রে যিনি স্পনসর হিসেবে আর্থিক সহায়তার নিশ্চয়তা দেন, এ নিয়ে ট্রান্সপারেন্স প্রশাসনের সম্ভাব্য পদক্ষেপ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন

যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন ব্যবস্থায় “পাবলিক চার্জ” ইস্যু নতুন করে আলোচনায় এসেছে। স্পনসরদের ভূমিকা ও আইনি দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন বাড়ছে। বিশেষ করে পারিবারিক অভিবাসন ও কিছু কর্মভিত্তিক ভিসার ক্ষেত্রে যিনি স্পনসর হিসেবে আর্থিক সহায়তার নিশ্চয়তা দেন, তার দায় কতটুকু এবং সরকার এই বিষয়ে নতুন কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে কি না—তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

পাবলিক চার্জ যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসন আইনের একটি পুরোনো



- অভিবাসীরা কি আর্থিক বোঝা হয়ে উঠবে যুক্তরাষ্ট্রে।
- স্পনসর আইনগতভাবে অভিবাসীকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে কতটুকু সক্ষম।

ধারণা, যার মূল অর্থ হলো—কোনো ব্যক্তি ভবিষ্যতে সরকারের উপর আর্থিকভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়বেন কি না। এই ধারণাটি মূলত গ্রিন কার্ড (স্থায়ী বসবাস) আবেদন এবং কিছু

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

নিউইয়র্ক ও নিউজার্সিতে আর্কটিক শীতের তাণ্ডব শুরু

ডেক্স রিপোর্ট

কানাডা থেকে নেমে আসা বিপজ্জনক আর্কটিক হিমপ্রবাহ এখন যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। তীব্র শীতের তাণ্ডব সরাসরি প্রভাব ফেলছে নিউইয়র্ক ও নিউজার্সি অঞ্চলে। জনজীবন ইতিমধ্যেই বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। পর্যাপ্ত হিটিং ব্যবস্থা না থাকলে ঘরবাড়িতে থাকা লোকজনকে বারবার সতর্ক করা হচ্ছে। বাইরে যাওয়ার সময় অতিরিক্ত গরম কাপড় ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। হিমাংকের অনেক নিচে তাপমাত্রা অবস্থান করছে। তীব্র ঠাণ্ডায় জমে প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

জাতীয় আবহাওয়া বিভাগের সর্বশেষ পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই অঞ্চলে তাপমাত্রা স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক নিচে নেমে যাচ্ছে এবং আগামী কয়েক দিন পরিস্থিতি আরও কঠিন হতে পারে। দিনে সূর্যের আলো থাকলেও ঠান্ডার তীব্রতা কমবে না, রাতের দিকে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৩

ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন



বুধবার রাতে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে হজরত শাহজালাল (রহ.) মাজার জিয়ারত করেন। বৃহস্পতিবার সিলেটে জনসভার মাধ্যমে সংসদ নির্বাচনে দলটির আনুষ্ঠানিক প্রচারণা শুরু হয়েছে।

বিএনপির নির্বাচনী প্রচারণা শুরু

ঢাকা ডেক্স

সিলেটে হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে বিএনপির আনুষ্ঠানিক নির্বাচনী প্রচারণা শুরু হয়েছে। গতকাল বুধবার রাতে বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান দলীয় নেতাকর্মীদের নিয়ে হজরত শাহজালাল (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত করেন। মাজার জিয়ারত শেষে তিনি মাজার

কবরস্থানে মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি এমএজি ওসমানীর কবরও জিয়ারত করেন। পরে তিনি হজরত শাহপরান (রহ.)-এর মাজার জিয়ারত করেন। বৃহস্পতিবার সিলেট আলীয়া মাদ্রাসা মাঠে জনসভার মাধ্যমে এ নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান।

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করবে জামায়াত

ঢাকা ডেক্স

নির্বাচনে জিতে সরকার গঠনের সুযোগ পেলে দুঃশাসন-দুর্নীতি, সন্ত্রাস-

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

**ওজন পার্ক এখন প্রস্তুত
আপনার রাজকীয়
আয়োজনের জন্য**

লাবন্য ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি হল

বুকিং করতে যোগাযোগ করুন

718-235-7876

labonnofinedine@gmail.com

www.labonnofinedine.com

1193 & 1195 Liberty Avenue,
Brooklyn, NY 11208

LABONNO
FINE DINE & PARTY HALL

CHISHTI CPA PC
TRUSTED ACCOUNTING AND TAX SERVICES
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience

ইনকাম ট্যাক্স

- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেঞ্চ-এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স

- INDIVIDUAL TAX RETURN
- CORPORATE TAX RETURN
- SMALL BUSINESSES TAX RETURN
- SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAB DRIVER)

একাউন্টিং ও বুককিপিং

- PAYROLL
- W2S, 1099S
- FINANCIAL STATEMENT
- SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS

LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET, WORLDWIDE MONEY TRANSFER

OUR OTHER SERVICES:

- PHOTOCOPY
- E-MAIL PRINT
- BANNER
- MONEY TRANSFER
- BUSINESS CARDS
- CUSTOM T-SHIRT
- FLYER
- A-SIGN
- CARGO
- FEDEX/UPS
- CELL PHONE
- MUG PRINTING

Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T: 917-832-7785 C: 347-5153858 E: chishti@chishtiaccounting.com

73-19 Broadway, Jackson Heights NY 11372

72-30 Roosevelt Ave, Jackson Heights, New York 11372
Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

AHMED LAW FIRM

Usman Ahmed, Esq.

এক্সিডেন্ট কেইসেস (Accident Cases)

আপনি কি আহত হয়েছেন? (Injured?)

আমরা যেসব ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ (We Specialize in)

- গাড়ি দুর্ঘটনা (Car Accidents)
- কর্মস্থল-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা (Work Related Accidents)
- পিছলে পড়া/হোঁচট খেয়ে পড়ে যাওয়া (Slip/Trip & Falls)
- নির্মাণকাজ-সংক্রান্ত দুর্ঘটনা (Construction Accidents)

আপনি কি উবার বা লিফট গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়েছেন অথবা এমন দুর্ঘটনায় যাত্রী ছিলেন?
Have You Been In An Uber-Lyft Car Accident Or Was A Passenger In One?

গাড়ি দুর্ঘটনা কর্মস্থলে দুর্ঘটনা পিছলে পড়া নির্মাণকাজে দুর্ঘটনা

কেউ যদি আপনার ক্ষতির জন্য দায়ী হয়, তাহলে ন্যায্য ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার আপনার আছে।
আমরা অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সঙ্গে আপনার পাশে আছি

Abu Ahmed, Esq.

(718) 848-9595

104-09 113th Street, South Richmond Hill, NY 11419

আজই যোগাযোগ করুন **Call Now**

(718) 848-9595

www.ahmedattorneys.com



Queens Social Adult
Day Care Center Inc

কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক



কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইনক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরনের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রাহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- ▶ নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ▶ ফিন্ডট্রিপস (পিকআপ এন্ড ড্রপস)
- ▶ ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- ▶ নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- ▶ চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ▶ ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- ▶ টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ▶ ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- ▶ সংগীত চর্চা ও শোনার ব্যবস্থা
- ▶ শিক্ষা কার্যক্রম
- ▶ কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ▶ গ্রন্থাগার
- ▶ শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- ▶ ইয়োগা, তাইচি, ব্যায়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ▶ ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ

- ▶ রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- ▶ পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- ▶ মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম

- ▶ পিকনিক
- ▶ যাদুঘর ভ্রমণ
- ▶ সমুদ্র সৈকতে পার্টি
- ▶ নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম

- ▶ শান্ত সময়
- ▶ ধ্যান

অবসর কার্যক্রম

- ▶ কেরাম বোর্ড
- ▶ লুডু
- ▶ দাবা
- ▶ ধাঁধা
- ▶ অধ্যয়ন



For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com



Gehil Associates

ATTORNEYS AT LAW

www.gehilaw.com



Grand Opening

আমরা এখন Jackson Height

ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372

104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417

173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432

TEL: 718-263-5999

TEL: 718-577-0711

TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটর *ডিভোর্স *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাস্টডি

*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ারনসি ভিসা প্রসেসিং

➤ Do you want apply for a green card?

➤ Are you being deported?

➤ Are you having credit card problems?

➤ Are you unable to pay your debts?

➤ Has your bank account been sealed?

➤ Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN

7 DAYS

a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সক্ষ্মতা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমরা বাংলায় কথা বলি



সুরাইয়া রহমান

‘না’ ভোট দেবে জাপা

বললেন জি এম কাদের

ঢাকা ডেস্ক

জাতীয় পার্টি (জাপা) সংবিধান সংস্কারের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে বলে জানিয়েছেন দলটির চেয়ারম্যান জি এম কাদের। তিনি বলেছেন, আমরা ‘না’ ভোট দেব। আইনের শাসনের স্বার্থে জনগণকে ‘না’ ভোট দিতে অনুরোধ করব। ‘হ্যাঁ’ ভোটে সংবিধান বিরুদ্ধ, দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ধ্বংস হয়ে যাবে।

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাজধানীর একটি হোটেলে জাপার

প্রার্থীদের নাম ঘোষণার সময় এসব কথা বলেন শেখ হাসিনার সময়কার বিরোধীদলীয় নেতা জি এম কাদের।

আওয়ামী লীগে সময়ে বিতর্কিত নির্বাচনে তিনবার বিরোধী দল হওয়া জাপা জুলাই অভ্যুত্থানের পর ফ্যাসিবাদের দোসর তকমা পেয়েছে। শেখ হাসিনার সময়ে দলটি গৃহপালিত বিরোধীদল হিসেবে পরিচিত ছিল। সংবাদ সম্মেলনে জাপার মহাসচিব শামীম হায়দার পাটোয়ারী জানান, ৩০০ আসনের ১৯৬টিতে লাঙলের প্রার্থী থাকবে।

জুলাই সনদে সংবিধান সংস্কার হলে দেশ অচল হয়ে পড়বে বলে দাবি করে

জি এম কাদের বলেন, স্বৈরাচার রোধের নামে যে সংস্কারের প্রস্তাব দিয়েছেন, তাতে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা দেওয়া হয়নি, তাঁর হাত-পা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। দেশ চালানোর ব্যক্তিক্ষমতা দিতে হবে, ক্ষমতা না দিলে কোনো দিন দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না।

গণভোটে ‘না’ ভোটের পক্ষে অবস্থান নেওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়ে কাদের বলেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন হলে দেশ ধ্বংস হয়ে যাবে। স্থিতিশীলতা থাকবে না। গণভোট নয়, শুধু নির্বাচিত সংসদ সংবিধান পরিবর্তন করতে পারে।



হজ্জ নিবন্ধন শুরু হয়েছে

আবেদন করতে পারবেন

আমেরিকার  **পাসপোর্টধারী**

বাংলাদেশের  **পাসপোর্টধারী**

www.zamzamtravelus.com
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372

+1 (718) 395-9697
zamzamtravelus@gmail.com

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস

অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবী দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.




We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases
Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে

Free Consultation

কেবলমাত্র কেইসেস সাফল্য লাভের পরই
আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:

- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বাস, ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এপিলিপসির একসিডেন্ট
- স্কুল লায়ালিটি
- খেলাপার মাঠে দুর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দুর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পর্যাভেজিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্নী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাঙ্গিক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

**32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103**

www.surdezperetzlaw.com

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com



CENTERLIGHT Healthcare PACE

WELCOME
خوش آمدید

**CENTERLIGHT PACE-এ,
বয়স কেবল একটি সংখ্যা
হতে পারে।**

**আপনার হৃদয়কে তরুণ রাখতে
আমাদের সাহায্য করতে দিন।**



**আপনার PACE®-এর
সাথে তাল মিলিয়ে চলা**
1-877-286-PACE
CenterLightHealthcare.org



KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY



**We Care
Your Family
Like Ours**

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)

PCA (Personal Care Assistant)

CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- ◆ Queens
- ◆ Nassau
- ◆ Suffolk
- ◆ Bronx
- ◆ Westchester
- ◆ Dutchess
- ◆ Orange
- ◆ Rockland
- ◆ Sullivan
- ◆ Ulster

NYS Department of Health LHCSAs



Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Main Office

**37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372**

Jamaica Office

**167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432**



Fax: 347-338-6799



347-621-6640

সম্পাদকীয়

অভিবাসীদের ভয়: একটি অস্বস্তিকর বাস্তবতা

বর্তমান আমেরিকায় অনেক অভিবাসীর ভেতরে এক ধরনের নীরব ভয় কাজ করছে। এটা এখন আর গোপন কোনো অনুভূতি নয়; বরং ক্রমেই একটি প্রকাশ্য বাস্তবতায় রূপ নিচ্ছে। এই ভয় শুধু কাগজপত্র বা আইনি অবস্থান ঘিরে সীমাবদ্ধ নয়। এটি ছড়িয়ে পড়েছে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি স্তরে—কথাবার্তা, মত প্রকাশ, এমনকি সামাজিক উপস্থিতিতেও।

আজ অনেক অভিবাসী কথা বলতে দ্বিধা করছে। সামাজিক মাধ্যমে লেখালেখি কমে যাচ্ছে। প্রকাশ্য সমাবেশ এড়িয়ে চলা হচ্ছে। সাংবাদিকতা, সাহিত্য কিংবা শিল্প—সবখানেই এক ধরনের আত্মসংযম, এক ধরনের অদৃশ্য সেন্সর কাজ করছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো, শুধু নতুন বা অনিশ্চিত অবস্থানে থাকা অভিবাসীরাই নয়। বহু বছর ধরে এই দেশে বসবাস করা মানুষ, এমনকি নিজ নিজ ক্ষেত্রে “লিজেন্ড” হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিরও আজ অনেক বেশি সতর্ক, অনেক বেশি চুপ।

এই ভয় কোথা থেকে আসছে—এ নিয়ে নানা ব্যাখ্যা থাকতে পারে। কেউ বলবেন রাজনৈতিক ভায়া আরও কঠোর হয়েছে। কেউ বলবেন অভিবাসন আইন ও তার প্রয়োগ নিয়ে অনিশ্চয়তা বেড়েছে। কেউ আবার সমাজে বাড়তে থাকা বিভাজনের কথা তুলবেন। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না কোন কারণটি সবচেয়ে প্রভাবশালী। তবে এটুকু স্পষ্ট—এই ভয় বাস্তব।এটি ধীরে ধীরে সামাজিক আচরণে রূপ নিচ্ছে।

প্রশ্ন হলো, এমন ভয় কি একটি সমাজের জন্য স্বাস্থ্যকর?

আমার উপলব্ধি অনুযায়ী—না। কোনো সমাজ তখনই শক্তিশালী হয়, যখন তার মানুষ কথা বলতে পারে। প্রশ্ন তুলতে পারে, ভিন্নমত প্রকাশ করতে পারে। ভয় যদি মানুষকে নীরব করে দেয়, তাহলে সেই নীরবতা শুধু অভিবাসীদের ক্ষতিই করে না; তা পুরো সমাজের গণতান্ত্রিক স্বাস্থ্যকেই দুর্বল করে দেয়।

আমেরিকার ইতিহাস বারবার আমাদের মনে করিয়ে দেয়—এই দেশ গড়ে উঠেছে অভিবাসীদের কষ্টে। তাদের শ্রমে, তাদের স্বপ্নে। যদি আজ সেই কঠোরগুলো ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে যায়, তাহলে আমেরিকা হারাবে নিজের আত্মার একটি অংশ।

ইতিহাসে এমন নীরবতার উদাহরণ নতুন নয়।

আমরা জানি ১৯৫০-এর দশকে যুক্তরাষ্ট্র এক ভয়ংকর সময় পার করেছে। যা ইতিহাসে ম্যাকাৰ্থিবাদ (McCarthyism) নামে পরিচিত। সেই সময় সিনেটর জোসেফ ম্যাকাৰ্থির নেতৃত্বে এমন এক রাজনৈতিক পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, যেখানে কমিউনিজমের অভিযোগই ছিল ভয় সৃষ্টির প্রধান অস্ত্র। সন্দেহই হয়ে উঠেছিল অপরাধের সমান।

এই সময়ের সবচেয়ে ভয়াবহ দিক ছিল—ভয়ের সংস্কৃতি।

লেখক, সাংবাদিক, শিক্ষক, হলিউডের অভিনেতা, সরকারি কর্মচারী—অনেকে শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে চাকরি হারিয়েছেন। সামাজিকভাবে একঘরে হয়েছেন, এমনকি আদালতে প্রমাণ ছাড়াই অভিযুক্ত হয়েছেন। বহু মানুষ কমিউনিস্ট ছিলেন না, তবুও “চুপ থাকাই নিরাপদ” ভেবে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। মতপ্রকাশ তখন আর অধিকার ছিল না—তা হয়ে উঠেছিল বুকিপূর্ণ কাজ।

এই ভয় শুধু অভিযুক্তদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। যারা নির্দোষ ছিলেন, তারাও কথা বলেননি—কারণ তারা জানতেন, আজ অন্যের পালা, কাল হয়তো নিজের।

এর ফলাফল ছিল গভীর ও ক্ষতিকর।

আমেরিকার মতো একটি গণতান্ত্রিক সমাজে সাময়িকভাবে স্বাধীন মতপ্রকাশ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সৃজনশীলতা, সাংবাদিকতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিতর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পরবর্তীতে মার্কিন সমাজ ও আদালত স্বীকার করেছে—এই সময়টি ছিল স্বাধীনতার জন্য একটি অস্বাস্থ্যকর অধ্যায়।

আজকের অভিবাসী সমাজের নীরবতার সঙ্গে ম্যাকাৰ্থিবাদের সময়কার সেই চুপ করে থাকার মানসিকতার পুরোপুরি মিল নেই—তবু সতর্কবার্তা হিসেবে এই তুলনাই যথেষ্ট।

হয়তো এখনই সময় আবার কথা বলার। নিখুঁত ভাষায় না হোক, সাহসী কণ্ঠে। কারণ ভয় যদি কথা বলার অধিকার কেড়ে নেয়। তাহলে স্বাধীনতা শেষ পর্যন্ত শুধু একটি শব্দে পরিণত হয়—বাস্তবে নয়।

পোস্টাল ব্যালটের অযাচিত সংকট

আ ক ম সাইফুল ইসলাম চৌধুরী

এবারই প্রথম প্রবাসীরা পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন। প্রবাস থেকে ৭ লাখ ৭২ হাজার ৫৪২ জন ভোটার নাম নিবন্ধন করেছেন। দেশের ভেতরে নির্বাচনী কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে নিজ কেন্দ্রে উপস্থিত থেকে ভোট দিতে না পারায় পোস্টাল ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছেন ৭ লাখ ৬১ হাজার ১৪০ জন। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকার পর প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ করা হচ্ছে আজ। এর পর আসন অনুযায়ী ব্যালট পেপার ছাপানো শুরু হবে।

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণের তারিখ ১২ ফেব্রুয়ারি। অর্থাৎ ব্যালট ছাপানো থেকে ভোট গ্রহণ পর্যন্ত মোট ২১ দিন। এই সময়ের মধ্যে প্রবাসী ভোটারের কাছে আসনভিত্তিক ব্যালট পাঠিয়ে ভোট নিয়ে সেই ব্যালট ফেরত আনা সম্ভব নয়। সে জন্যই ইসি সকল প্রতীক-সংবলিত সাধারণ ব্যালট পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে।

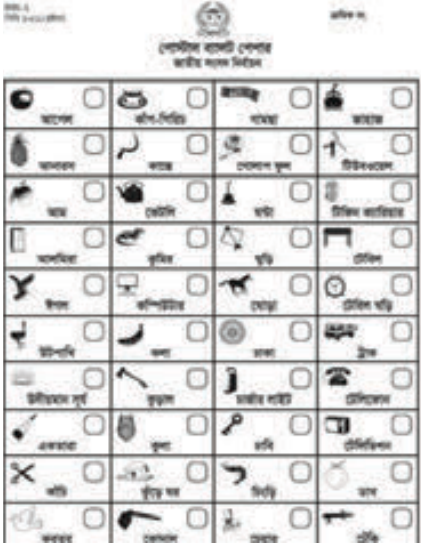
জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঘোষিত প্রতীক ১১৯টি; কার্যক্রম স্থগিত আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক বাদ দিলে সক্রিয় প্রতীক ১১৮টি। এর মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য বরাদ্দ ৬০টি; বাকিগুলো স্বতন্ত্র প্রার্থীদের জন্য। যদি কোনো আসনে একজন প্রার্থী হন তবে তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে ‘না’ প্রতীকের বিপরীতে। তাই পোস্টাল ব্যালটে ১১৯ নম্বর প্রতীক ‘না’।

সংকটের উদ্ভব ব্যালট পেপারের দুই পাতার একদম ওপরের ডান কোনায় যথাক্রমে দাঁড়িপাল্লা ও হাতপাখা প্রতীকের অবস্থান নিয়ে। কোনো কোনো পক্ষ বলছে, এটি ইচ্ছাকৃত; বিশেষ দল বা জোটকে সুবিধা দিতে। নির্বাচন কমিশন বলছে, এটি কাকতালীয়। গেজেটে যেভাবে প্রতীকের নাম লিপিবদ্ধ আছে, সেভাবেই ব্যালট পেপার তৈরি হয়েছে। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত প্রতীক ২০২৫ সালের

৩০ অক্টোবর প্রজ্ঞাপন আকারে প্রকাশিত হয়। দৃশ্যত বাংলা বর্ণমালার ধারাক্রম অনুসরণ করা হলেও সঠিকভাবে অনুসৃত হয়নি। যেমন, এক নম্বর ক্রমিকে দেওয়া আছে ‘আপেল’, দুই নম্বর ক্রমিকে ‘আনারস’। বাংলা একাডেমি অভিধানমতে প্রথমে আনারস তারপর আপেল।

কমিশন ৯ নম্বর ক্রমিকে ‘কাঁচি’ প্রতীক দিয়ে ১৪ নম্বরে দিয়েছে ‘কাঁঠাল’। ‘কবুতর’, ‘কলম’, ‘কলস’ ও ‘কলার ছড়ি’ কোন যুক্তিতে কাঁচির নিচে আর কাঁঠালের ওপরে স্থান পেল— বোধগম্য নয়। অভিধানমতে ‘কলম’-এর আগেই ‘কম্পিউটার’ চঠি পাওয়া উচিত বললেও মানছে কে? কমিশনের তালিকায় কম্পিউটার ১৯ নম্বরে আর কলম ১১ নম্বরে। সেই কবে পড়েছিলাম স্বরবর্ণ; কিন্তু ইসি এ-কার যুক্ত ‘কেটলি’কে ১৭ নম্বরে রেখে ১৮-২১ দিল ‘কুমির’, ‘কম্পিউটার’, ‘কুড়াল’ ও ‘কুলা’। ‘টেবিল ল্যাম্প’ (৪৫) কী করে ‘টেবিল ঘড়ি’র (৪৬) ওপরে যায়? ‘বাঘ’ (৭৬) যত লক্ষ্যবস্পই করুক, তার অবস্থান হওয়া উচিত ছিল ‘বটগাছ’ (৭৭) ও ‘বাইসাইকেল’-এর (৭৮) নিচে।

বোধহয় একই কায়দায় ‘রেল ইঞ্জিন’ (৯৮) ‘রিকশা’র (৯৯) আগে জুড়ে গেছে। আবার ‘লিচু’র স্থান ‘লাঙ্গল’-এর আগে ১০০তে হয় কেমনে? ‘সিঁড়ি’ (১০৬), ‘সিংহ’ (১০৭) ও ‘সূর্যমুখী’ (১০৮) কোন যুক্তিতে ‘সোনালি আঁশ’ (১০৩), ‘সেলাই মেশিন’ (১০৪) ও ‘সোফা’র (১০৫) আড়ালে গেল, তার নিশ্চয় ভালো ব্যাখ্যা আছে। ‘সেলাই মেশিন’ কেন দুই ‘সো’র চিপায় আটকে গেল? বাংলা অভিধান অনুযায়ী ‘হাঁস’-এর স্থান ওপরে হলেও নেমে এসেছে ‘হাত’ (১১০), ‘হাতঘড়ি’ (১১১) ও ‘হাতপাখা’র



১৫তম জাতীয় সংসদের নির্বাচনী প্রতীকসমূহ

▶ আসনভিত্তিক ব্যালট পেপার প্রণয়নের একটি বিধি আছে—প্রার্থীদের নামের বর্ণানুক্রমে ব্যালট তৈরি। প্রথমবারের মতো প্রবাসীদের ভোট দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হলেও প্রবাসী পোস্টাল ব্যালট প্রণয়ন, বিতরণ, সংগ্রহ ও গণনা নিয়ে কোনো বিধিবিধান তৈরি হয়নি।

(১১২) নিচে। ‘হাঁস’ যথাস্থানে গেলেই পোস্টাল ব্যালট যে লজিকে তৈরি হয়েছে তাতে একটু গড়বড় হয়ে যেত। কেউ কি যুক্তি খুঁজে পাবেন ‘মোটর’-

সংবলিত আর কোনো প্রতীক না থাকলেও ‘মোটর গাড়ি (কার)’ ৮৬ নম্বর ক্রমিকে থাকলে ‘মোটরসাইকেল’ ৯৪তে কেন?

এসব প্রশ্ন আগে না উঠলেও এখন প্রাসঙ্গিক হয়ে গেছে পোস্টাল ব্যালটের কারণে। ৬৫ নম্বর ক্রমিকের নৌকা স্থগিত হওয়ায় ৬৬ থেকে ১১৯ ক্রমিকের প্রতীকগুলোর ক্রমোন্নতি ঘটে ৬৫ থেকে ১১৮ ক্রমিকধারী হয়ে গেছে। এই ক্রম পদোন্নতিতে পোস্টাল ব্যালটে অবস্থান অন্য রকম হয়েছে। পোস্টাল ব্যালট এক পাতায় না করে দুই পাতায় করা হয়েছে। এক পাতায় করলে অনেক বড় হতো তাই দুই পাতায় করা— এ ছাড়া অন্য কোনো যুক্তি নেই। আমি অবশ্য জানি না দুটি আলাদা পাতায়, নাকি একই কাগজের দুই পিঠে! একই কাগজের দুই পিঠে হলে ওজন কমে। তাতে ডাক মাশুল কম লাগবে। ১৫ লাখ ব্যালটের ডাক মাশুল নেহায়েত কম না। আমরা ছোটবেলা থেকে বর্ণমালা লিখি বাম থেকে ডানে আর শতকিয়া ওপর থেকে নিচে। পোস্টাল ব্যালটে বর্ণমালার ধারা অনুসরণ না করে শতকিয়ার ধারা অনুসরণ করা হয়েছে। শতকিয়ার ধারা অনুসরণ না করে বর্ণমালার ধারা অনুসরণ করে বাম থেকে ডানে গেলে পরিস্থিতি অন্য হতো। কলাম ও সারির সংখ্যা একটু এদিক ওদিক হলেও প্রতীকগুলোর অবস্থান বদলে যেত।



১৫তম জাতীয় সংসদের নির্বাচনী প্রতীকসমূহ

প্রতীকের সর্বশেষ গেজেটে উভয় পাতায় ৫টি করে কলাম রয়েছে। প্রথম পাতার প্রথম কলাম ৯ ক্রমিকে শেষ হলে ১০ চলে গেছে দ্বিতীয় পাতায় এবং প্রথম পাতার ২য় কলাম ২৫ দিয়ে শুরু হয়েছে। অনুরূপ প্রথম পাতার ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কলাম যথাক্রমে ৩৩, ৫৭ ও ৮১তে শেষ হলেও পরবর্তী কলাম শুরু হয়েছে ৪৯, ৭৩ ও ৯৭ দিয়ে। পোস্টাল ব্যালট পেপারে সে রীতি অনুসরণ করলে বলা যেত প্রকাশিত গেজেটের ধারাই অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু তা হয়নি। মোট প্রতীক ১১৯টি হলেও পোস্টাল ব্যালটের প্রথম পাতায় ৭০টি ও ২য় পাতায় ৪৯টি প্রতীক ছাপানো হয়েছে। যুক্তি হিসাবে বলা যেতেই পারে যে, ভোটারের তথ্য, ইসি অফিসারের স্বাক্ষর, প্রভৃতি সমিবেশের জন্য নিচে জায়গা রাখতেই দুই পাতায় সারি সংখ্যা কমবেশি হয়েছে। অথচ এই তথ্যগুলো দ্বিতীয় পাতার শেষে না দিয়ে প্রথম পাতার শুরুতে সমিবেশ করলে ব্যালটের চেহারা অন্য রকম হতো। কলাম ও সারি কমবেশি করলেও পরিস্থিতি অন্যরকম হতো। মোদ্দাকথা, দুটো শক্তিশালী দলের প্রতীক শীর্ষ সারির কোনায় চঠি পাওয়া যদি দৈব ইচ্ছায় ঘটে থাকে তাহলে বলার কিছু নেই। অন্যথায় যা বলতে হয়, নির্বাচন কমিশন ‘রুলস অব গেম’ তৈরি না করেই খেলায় নেমে গেছে।

আসনভিত্তিক ব্যালট পেপার প্রণয়নের একটি বিধি আছে—প্রার্থীদের নামের বর্ণানুক্রমে ব্যালট তৈরি। প্রথমবারের মতো প্রবাসীদের ভোট দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হলেও প্রবাসী পোস্টাল ব্যালট প্রণয়ন, বিতরণ, সংগ্রহ ও গণনা নিয়ে কোনো বিধিবিধান তৈরি হয়নি। বিধিবিধান থাকলে তা প্রণয়নকালেই অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত এবং এ রকম প্রশ্নবোধক পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না। বিধি থাকলে তাতেই নিষ্পত্তি হতো—ব্যালট কয় পাতায় হবে; কতটি কলাম হবে; বাম থেকে ডানে, নাকি ওপর থেকে নিচে প্রতীকের বিন্যাস হবে। বিধিতে উল্লেখ থাকতে পারত ব্যালট পেপার সাজানো হবে প্রতীকের, নাকি দলের আদ্যাক্ষর অনুযায়ী। বিধি থাকলে তা প্রণয়নের সময়ই রাজনৈতিক দলগুলোসহ নির্বাচন-সংশ্লিষ্টদের নজরে পড়ত। বর্তমান বিব্রতকর পরিস্থিতির উদ্ভব হতো না।

কলাম লেখক; অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব

ভেনিজুয়েলার তেল নিয়ে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন

আনাস আলহাজ্জি

ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনিজুয়েলার তেলসম্পদের

ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন মূলত যুক্তরাষ্ট্রের রিফাইনারিগুলোর মুনাফা বাড়ানোর জন্য, অথবা বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের সরবরাহ বাড়িয়ে আমেরিকান ভোক্তাদের জন্য জ্বালানির দাম কমাতে- এমনটাই মনে করেন বিশ্লেষকরা। তবে এই সম্পদ দখলের পেছনে আসল প্রেরণা সম্ভবত লোভ, সেই সঙ্গে চীনের জ্বালানি প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ করার কৌশল।

যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ বাহিনী ভেনিজুয়েলায় অভিযান চালিয়ে নিকোলাস মাদুরোকে গ্রেপ্তার ও অপসারণ করার প্রায় দুই সপ্তাহ পর, অনেকেই মনে করছেন যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই পদক্ষেপ নিয়েছেন দেশটির বিপুল তেলসম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। কিন্তু কেন? ট্রাম্প কি ভেনিজুয়েলার ভারী অপরিশোধিত তেল প্রক্রিয়াজাত করতে সক্ষম যুক্তরাষ্ট্রের উপসাগরীয় উপকূলের রিফাইনারিগুলোর মুনাফা বাড়াতে চান? নাকি লক্ষ্য হলো বিশ্ববাজারে তেল চেলে দিয়ে দাম কমানো, আমেরিকান ভোক্তাদের স্বস্তি দেওয়া এবং বাড়তি লাভ হিসেবে ওপেককে দুর্বল করা?

ভেনিজুয়েলার তেল দখলের উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, তা বাস্তবায়ন নির্ভর করে দেশটি আদৌ উল্লেখযোগ্য মাত্রায় উৎপাদন বাড়াতে পারবে কি না, সে প্রশ্নের ওপর।

ভেনিজুয়েলার কাছে বিশ্বের সর্ববৃহৎ প্রমাণিত তেল মজুত রয়েছে, প্রায় ৩০০ বিলিয়ন ব্যারেল। দৈর্ঘদিন ধরেই দেশটি বৈশ্বিক জ্বালানি ভূরাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। বিশেষ করে ওরিনোকো বেণ্টের ভারী অপরিশোধিত তেল ঐতিহাসিকভাবে এমন রিফাইনারিগুলোর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল, যেগুলো এই ধরনের তেল প্রক্রিয়াজাত করার উপযোগী, এর মধ্যে

যুক্তরাষ্ট্রের উপসাগরীয় উপকূলের রিফাইনারিগুলোও রয়েছে। এ কারণেই বহু মার্কিন প্রশাসন ভেনিজুয়েলাকে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করেছে।

কিন্তু ২০০৭ সালে মাদুরোর পূর্বসূরী হুগো শ্যাভেজ ভেনিজুয়েলার শত শত বেসরকারি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশি মালিকানাধীন সম্পদ দখল করে জাতীয়করণের দ্বিতীয় ধাপ শুরু করার পর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল মিত্র কানাডার অপরিশোধিত তেলের ওপর আরও বেশি নির্ভর করতে শুরু করে। রাজনৈতিকভাবে স্থিতিশীল মিত্র কানাডার দীর্ঘস্থায়ী, কম অবক্ষয়যুক্ত তেল পাইপলাইনের জটিল নেটওয়ার্কের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে আসে এবং তুলনামূলক কম দামে বিক্রি হয়। গত বছর যুক্তরাষ্ট্র প্রতিদিন গড়ে ৬ দশমিক ২ মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তেল আমদানি করেছে (এর বেশির ভাগই মাঝারি ও ভারী সালফারযুক্ত), যার মধ্যে ৬০ শতাংশের বেশি এসেছে কানাডা থেকে।

এর বিপরীতে, ২০২৫ সালের প্রথম কয়েক মাসে যুক্তরাষ্ট্রের রিফাইনারিগুলো ভেনিজুয়েলা থেকে এক ব্যারেল তেলও আমদানি করেনি। ট্রাম্প প্রশাসন কড়া শর্তসাপেক্ষে শেভরনকে ভেনিজুয়েলায় পুনরায় তেল উৎপাদন ও রপ্তানির অনুমতি দেওয়ার পরই কেবল অল্প পরিমাণ তেল কেনা শুরু হয়। মাদুরো গ্রেপ্তারের আগে যুক্তরাষ্ট্রের রিফাইনারিগুলো ভেনিজুয়েলা থেকে দৈনিক মাত্র প্রায় ১ লাখ ৫০ হাজার ব্যারেল তেল আমদানি করত।

এ ছাড়া ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন, নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা ভেনিজুয়েলার ৩ থেকে ৫ কোটি ব্যারেল তেল যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ‘হস্তান্তর’ করা হবে এবং তা ভেনিজুয়েলার পক্ষ থেকেই বিক্রি করা হবে, তবে সেই বিক্রয়রুদ্ধ অর্থ কীভাবে ব্যয় হবে, তা নিয়ন্ত্রণ করবে ট্রাম্প প্রশাসন। এরই মধ্যে দুটি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান চীনা ও ভারতীয় রিফাইনারিগুলোর কাছে এই তেল বিক্রির বিষয়ে আলোচনা শুরু



করেছে। এসব বাস্তবতা একত্রে স্পষ্ট করে যে, ট্রাম্প আসলে উপসাগরীয় উপকূলের রিফাইনারিগুলোর চাহিদা মেটাতে আগ্রহী নন।

কেউ কেউ ধারণা করছেন, ট্রাম্প ভেনিজুয়েলার তেল যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত পেট্রোলিয়াম মজুত (এসপিআর) পূরণে ব্যবহার করতে পারেন। কিন্তু ১৯৯০ এর দশক থেকে একটি অলিখিত নিয়ম চালু আছে, এই মজুত কেবল দেশীয় তেল দিয়েই পূরণ করা হবে। ট্রাম্প এই নীতি থেকে সরে আসবেন, এমন সম্ভাবনা কম; বিশেষ করে কারণ ভেনিজুয়েলার তেল অত্যন্ত সালফারযুক্ত, যা এসপিআরের মানদণ্ড পূরণ করে না।

বরং ট্রাম্পের বক্তব্য ও কর্মকাণ্ড থেকে বোঝা যায়, তার মূল লক্ষ্য অর্থ। ভেনিজুয়েলা যুক্তরাষ্ট্রের তেল কোম্পানিগুলোর জাতীয়কৃত সম্পদের ক্ষতিপূরণ দিতে সম্মত হলেও বাস্তবে কোনো অর্থ পরিশোধ করেনি, এমনকি সালিশে

মামলায় হেরে যাওয়ার পরও নয়। ট্রাম্প সেই অর্থ আদায় করতে চান। কিন্তু ভেনিজুয়েলা দেউলিয়া, আর তার সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ হলো তেল।

এই বাস্তবতা প্রমাণ করে যে, ট্রাম্প তেলের দাম কমানো বা ওপেককে টাগেটি করার জন্য এই পদক্ষেপ নিচ্ছেন এমন দাবি অবাস্তব। কেনেই বা জ্বালানি কোম্পানিগুলো ভেনিজুয়েলার ধ্বংসপ্রাপ্ত তেলশিপি পুনরুজ্জীবিত করতে ১০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে যা ট্রাম্প তাদের করতে বলছেন, যদি শেষ পর্যন্ত তারা নিজেরাই বাজারে তেল চেলে দাম কমিয়ে নিজেদের মুনাফা নষ্ট করে?

যাই হোক, ভেনিজুয়েলা নিকট ভবিষ্যতে উল্লেখযোগ্যভাবে উৎপাদন বাড়াতে পারবে না। দৈনিক এক মিলিয়ন ব্যারেল উৎপাদন বাড়াতে প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ লাগবে এবং এতে প্রায় তিন বছর সময় লাগবে। ততদিনে

অনেক পূর্বাভাস অনুযায়ী বৈশ্বিক তেলের চাহিদা দৈনিক ২০ থেকে ৩০ লাখ ব্যারেল বাড়বে, আর প্রাকৃতিক অবক্ষয়ের কারণে উৎপাদন কমে যাবে দৈনিক ১ কোটি ২০ থেকে ১ কোটি ৫০ লাখ ব্যারেল। অর্থাৎ বিশ্ববাজারে প্রায় ১ কোটি ৫০ লাখ ব্যারেল নতুন তেলের প্রয়োজন হবে। এই প্রেক্ষাপটে ভেনিজুয়েলার উৎপাদন বৃদ্ধি বাজার প্লাবিত করবে না, দামও কমাবে না বরং এটি বৈশ্বিক সরবরাহের জন্য স্বাগত সংযোজন হবে।

এই ২০ বিলিয়ন ডলার আসবে কোথা থেকে? ইতিহাস বলছে, এর বেশির ভাগই আসবে অন্যান্য দেশে পরিকল্পিত ভবিষ্যৎ প্রকল্প থেকে অর্থ সরিয়ে এনে, অতিরিক্ত বিনিয়োগ হিসেবে নয়। ফলে ভেনিজুয়েলায় উৎপাদন বাড়ানোর প্রভাব সীমিতই থাকবে, কারণ তা অন্যত্র উৎপাদন বৃদ্ধির বিনিময়ে হবে। এমন পরিবর্তনে ওপেকের ভেতরে সংকট তৈরি হবে, এই ধারণা সম্পূর্ণ হাস্যকর।

তেল এবং সেই তেল থেকে আসা অর্থই স্পষ্টত ভেনিজুয়েলার প্রতি ট্রাম্পের আগ্রহের প্রধান কারণ। তবে এর পাশাপাশি বৃহত্তর রাজনৈতিক বিষয়ও জড়িত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভেনিজুয়েলা চীনের সঙ্গে গভীর অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলেছে এবং নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা তেলের বেশির ভাগই চীন কিনেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা যত তীব্র হচ্ছে, বিশেষ করে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাও আধিপত্যের দৌড়ে ততই নির্ভরযোগ্য ও পর্যাণ্ড জ্বালানির প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং প্রতিদ্বন্দ্বীদের জ্বালানি প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে উঠছে অপরিহার্য।

লেখক: জ্বালানি অর্থনীতিবিদ ও এনজিপি এনার্জি ক্যাপিটাল ম্যানেজমেন্টের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ।

(প্রজেক্ট সিন্ডিকেট)

গ্রীনল্যান্ডে ট্রাম্পের নজর

অলোক আচার্য

পুরো বিশ্বকে হতবাক করে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে নাটকীয়ভাবে আটকের পর থেকেই পরোক্ষভাবে আরও কয়েকটি দেশের প্রতি ট্রাম্পের হুমকি উঠে এসেছে। এর মধ্যে অন্যতম কলম্বিয়া। কিউবারও একই হুমকি রয়েছে। ইরান ইস্যুতেও ট্রাম্পের সুর চড়া। ইরানে আন্দোলনের মধ্যেই যুদ্ধের হুমকিও রয়েছে। কিউবাকে দ্রুত একটি চুক্তিতে পৌছানোর আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ভেনেজুয়েলা মাদুরোর ঘনিষ্ঠ मित्र। গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, দেশটি প্রতিদিন প্রায় ৩৫ হাজার ব্যারেল তেল কিউবায় পাঠাত বলে ধারণা করা হয়। ট্রাম্প স্পষ্ট করে জানান, ভেনেজুয়েলা থেকে কিউবার দিকে যে তেল ও অর্থের প্রবাহ ছিল, তা এখন পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হবে। কিউবার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই অবস্থানের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। মাদুরোও এক সময় পাতা দেননি ট্রাম্পের ঈশিয়ারী। ফলাফল তো চোখের সামনেই রয়েছে। এই বিষয়টি স্পষ্ট করে যে অঞ্চলটি নিজের আয়ত্ত্বাধীন করার সাথে সাথে পূর্ণ আধিপত্যও চায় দেশটি। কিন্তু পুরো ইউরোপ কিভাবে এটা সামাল দেয় প্রশ্নটা সেখানেই। একদিকে দীর্ঘদিনের বিপদে-আপদের মিত্র যুক্তরাষ্ট্র এবং বিপরীতে ট্রাম্পের আগ্রাসী নীতি। ইউরোপের অনেক দেশ এখন মুখ খুলতে শুরু করেছে। এই একচেটিয়া মনোভাব অনেক মিত্রদের মনেও বিরক্তির জন্ম দিচ্ছে। তাঁরা বিকল্প ভাবেই আরম্ভ করেছে। অনেক প্রশ্ন সামনে আসছে। ন্যাটো সত্যিই টিকবে তো? যদি ন্যাটো দুর্বল হয়ে পড়ে, সেটি রাশিয়ার জন্য কৌশলগত সুবিধাই হবে। বিশ্বের সবচেয়ে বড় সামরিক জোট যা এতদিন ইউরোপের নিরাপত্তা কবচ হয়ে ছিল, সম্প্রতি গ্রীনল্যান্ড ইস্যুতে তা হুমকিতে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ নীতি নিয়ে এখন সমালোচনা চলছে। গত কয়েক দশকে এই আগ্রাসী নীতি এভাবে প্রকাশ্যে আসেনি। এমনকি ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদেও না। আমেরিকা ফার্স্ট নীতিতে এই মেয়াদে ব্যাপক পরিবর্তন দেখছে বিশ্ব। এই আগ্রাসী বিদেশ নীতি আদৌ যুক্তরাষ্ট্রকে সত্যিকারের পরাশক্তির ভূমিকায় কিভাবে রাখতে পারে সেটা রয়েছে আলোচনায়। কৌশলগত সম্পর্ক উপেক্ষা করে একচেটিয়া সিদ্ধান্ত ক্ষতিকরও হতে



পারে। আর রাশিয়া ও চীনের জন্য হিতে বিপরীতও হতে পারে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে পশ্চিমা বিরোধী জোটগুলো শক্তিশালী হবে।

বিগত দুই দশক ধরে লাতিন আমেরিকায় ধীরে ধীরে নিজের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে চীন। অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ের পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের দোরগোড়ায় কৌশলগত অবস্থান তৈরি করাও ছিল চীনের বড় লক্ষ্য। এটাই যুক্তরাষ্ট্রের মাথাব্যথার কারণ। এদিকে চীনকে চোখেচোখে রাখতে গ্রীনল্যান্ডের মতো একটি এলাকা দরকার। ভেনেজুয়েলায় বিনিয়োগ, আর্জেন্টিনায় স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং স্টেশন, পেরুতে বন্দর সব মিলিয়ে অঞ্চলটিতে চীনের উপস্থিতি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ক্রমেই অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। গ্রীনল্যান্ড কৌশলগতভাবে এই অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং পরাশক্তির দৌড়ে এগিয়ে থাকার জন্য এটা দরকার রয়েছে। ভৌগোলিকভাবে গ্রীনল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের মাঝামাঝি অবস্থিত এবং জিআইইউকে গ্যাপের ওপর অবস্থানের কারণে এটি সামরিক ও নৌ-নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সামুদ্রিক করিডোর দিয়েই রাশিয়ার সাবমেরিন ও নৌযান আটলান্টিকে প্রবেশ করতে পারে, যা দীর্ঘদিন ধরেই যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা কৌশলের অংশ। ট্রাম্পের

ভাষায় জাতীয় নিরাপত্তার জন্য দরকার এবং গুরুত্বপূর্ণ খনিজ রয়েছে যার কথা তিনি না বললেও এটা তো সত্যি।

মাদুরোকে আটকে লাতিন আমেরিকা অঞ্চলে নিজের আধিপত্য স্পষ্টভাবে জানান দিয়েছেন তিনি। এ তো আছেই, এর সাথে গ্রীনল্যান্ডের দখল নিয়ে এখন আন্তর্জাতিক অঙ্গন এখন বেশ সরগরম। আমেরিকা কী আদৌ গ্রীনল্যান্ড দখল করবে? না এটা কোনো কৌশল। ট্রাম্পের যে কিছুই অসম্ভব নয় এটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। আমেরিকার স্বার্থে বা ভবিষ্যত আরও সংহত করতে তিনি অনেক কিছুই করতে পারেন। আলজাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে তাঁর দেশ থেকে অপহরণ করার পর ট্রাম্প গ্রীনল্যান্ড অধিগ্রহণে তাঁর আকাঙ্ক্ষার কথা জোরের সঙ্গে বলে যাচ্ছেন। হোয়াইট হাউসে বিভিন্ন তেল ও গ্যাস কোম্পানির নির্বাহীদের সঙ্গে বৈঠকে ট্রাম্প বলেন, ‘গ্রীনল্যান্ড আমরা না নিলে রাশিয়া ও চীন সেটি দখলে নিতে পারে। যদিও সেটি একটি আশংকা মাত্র। একটি ভূমি যা একটি দেশের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে সেটি কেন অন্য আরেকটি দেশের কাছে যাবে? সেই আশংকা থেকেই সম্ভবত ট্রাম্প বলেন, আমরা রাশিয়া ও চীনকে আমাদের প্রতিবেশী হিসেবে

দেখতে চাই না। আমি একটি চুক্তি করতে চাই। আপনারা জানেন, সেটাই সহজ পথ। সহজ উপায়ে না হলে আমরা শক্ত হাতে সেটা করতে চাই।’ মূলত এই কথার পর থেকেই আলোচনা-সমালোচনা এবং শব্দা জেগে উঠেছে। কিভাবে এই কাজ তিনি করতে পারেন? যেহেতু শক্ত হাতের কথা বলেছেন সেটি যে শক্তি প্রয়োগকে নির্দেশ করে বলাই বাহুল্য। এখন ট্রাম্প যদি শক্তি প্রয়োগ করেন সেটি হোক পূর্ণমাত্রার বা আংশিক তাহলে এখন গ্রীনল্যান্ড যার অধিকৃত সেই দেশ অর্থাৎ ডেনমার্ক কী করবে? বা এখনও কি বাকি পরাশক্তিগুলো এই কার্যক্রমের দর্শক হবে মাত্র। এ বিষয়ে ডেনমার্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সতর্ক করে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র যদি গ্রীনল্যান্ড আক্রমণ করে, তবে ডেনিশ সেনারা ‘আগে গুলি চালাবে এবং পরে প্রশ্ন করবে’। এটি ১৯৫২ সালের সেনাবাহিনীর একটি নিয়মের প্রতিফলন। ওই নিয়মে বলা হয়েছে, কোনো অনুপ্রবেশকারীকে প্রতিহত করতে সেনাদের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আদেশের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। তবে দেশটি যদি হয় যুক্তরাষ্ট্র তাহলেও কি সেই সুযোগ রয়েছে?

গ্রীনল্যান্ড আর্কটিক অঞ্চলে অবস্থিত বিশ্বের বড় দ্বীপ। বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, বিশ্বের বৃহত্তম দ্বীপ গ্রীনল্যান্ড আয়তনে প্রায় ২১ লাখ

৬০ হাজার বর্গকিলোমিটার, যার ৮০ শতাংশের বেশি বরফে আচ্ছাদিত। জনসংখ্যা মাত্র ৫৬ হাজারের মতো, যাদের বেশিরভাগই ইনুইট জনগোষ্ঠীর। এক সময় ডেনমার্কের উপনিবেশ হলেও ১৯৭৯ সালে স্বশাসন এবং ২০০৯ সালে আত্মশাসনের অধিকার পায় গ্রীনল্যান্ড। তবে প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি ও মুদ্রানীতি এখনো ডেনমার্কের নিয়ন্ত্রণে। অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে সেখানে মানুষ বসবাস করে। তীব্র ঠান্ডায় এখানকার অধিবাসীরা দিবি মানিয়ে নিয়েছে। বিভিন্ন গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে, গ্রীনল্যান্ডে রয়েছে বিপুল পরিমাণ বিরল খনিজ, তেল ও গ্যাস যেগুলো আধুনিক প্রযুক্তি, বৈদ্যুতিক গাড়ি, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সামরিক সরঞ্জাম তৈরিতে অপরিহার্য। বর্তমানে এসব খনিজের বাজারে চীনের আধিপত্য যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বড় কৌশলগত চ্যালেঞ্জ। এই বিরল খনিজের জন্য ইউক্রেনের সাথে চুক্তিতে গেছে যুক্তরাষ্ট্র। তাছাড়া প্রযুক্তির বিশ্বে ঠিক এগুলোই হতে পারে কোনো দেশের শক্তিমত্তার ভবিষ্যত। তাই ভবিষ্যতের বাণিজ্য ধরে রাখতেও এটি যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। প্রশ্ন হলো এই বাসিন্দাদের মতামতটাও গুরুত্বপূর্ণ। দ্বীপটি এখন ডেনমার্কের অধীনে রয়েছে। দ্বীপটি কেনার ব্যাপারেও যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ রয়েছে এবং এটা নিয়ে ডেনমার্কের সাথে আলোচনার প্রক্রিয়াও চলছে। যদি আলোচনায় সমাধান না হয় অর্থাৎ দ্বীপটি বিক্রি করতে বা যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছামতো চুক্তি না হয় সেক্ষেত্রে কি ঘটতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র ও ডেনমার্ক উভয়ই ন্যাটো সদস্যভুক্ত দেশ। আইন অনুযায়ী এক দেশ অন্য দেশে হামলা চালাবে না বরং সদস্যের বাইরে কেউ হামলা করলে ন্যাটো জবাব দিবে। যদি দুই ন্যাটো সদস্য দেশ যুদ্ধে জড়ায় সেক্ষেত্রে কি ঘটবে? ডেনমার্ক বলছে, এরকম হলে ন্যাটো জোটের সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। এই হুমকির কারণে ন্যাটো জোটই এখন নড়বড়ে অবস্থায়। সামরিক আগ্রাসন ছাড়াও গ্রীনল্যান্ড সমস্যার সমাধান হতে পারে। সেটি হলো চুক্তি। তবে চুক্তিতে পৌছানোও সহজ হবে না। শর্তগুলো ডেনমার্ক বা সেখানকার অধিবাসীরা কিভাবে নেয় তার উপর নির্ভর করছে চুক্তির কার্যকারিতা। আর তা না হলে? আপাতত গ্রীনল্যান্ড ইস্যু থেকে যুক্তরাষ্ট্র পিছু হটবে বলে মনে হয় না।

জটিল আইটি সমস্যার সমাধান আমাদের কাছেই আমাদের সেবা সমূহ

- বিজনেস ইমেইল এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট
- আপনার তথ্য হ্যাকার এর কাছ থেকে সুরক্ষিত রাখা
- ক্লাউডের মাধ্যমে আপনার ফাইল ব্যাকআপ রাখা
- ওয়্যারলেস/নেটওয়ার্ক এবং সার্ভার সেটআপ
- আপনার টেক কনসালটেন্ট
- সিকিউরিটি ক্যামেরা সেটআপ
- ক্যাবলিং এবং ওয়্যারিং (লো ভোল্টেজ)
- বিজনেস ফোন সেটআপ
- অডিও/ভিডিও সরঞ্জাম সেটআপ
- লাইভ স্ট্রিমিং সেটআপ

আমরা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি সেজন্য আজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!
যোগাযোগ মাধ্যমঃ
516-853-0476 hello@interlinked360.com www.interlinked360.com

তাওবা ও ইস্তিগফারের গুরুত্ব ও ফযীলত

ইমতিয়াজ মাহমুদ আনাস

তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিন জীবনের এমন এক মৌলিক সত্য, যা ছাড়া ঈমানদারির পরিপূর্ণতা কল্পনাও করা যায় না। একজন মানুষকে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত করার জন্য, তাঁর আদেশ মেনে চলার জন্য এবং নিষেধ থেকে বেঁচে থাকার জন্য। কিন্তু মানুষ যেহেতু দুর্বল, প্রবৃত্তির টানে এবং শয়তানের কুমন্ত্রণায় সে বারবার ভুল করে বসে, আল্লাহর বিধান অমান্য করে ফেলে। মানুষের এই স্বাভাবিক দুর্বলতাকে সামনে রেখেই আল্লাহ তাআলা তাঁর অসীম দয়ার প্রকাশ হিসেবে তাওবা ও ইস্তিগফারের দরজা খুলে রেখেছেন।

তাওবা ও ইস্তিগফার এমন এক নেয়ামত, যা একজন গুনাহগার মানুষকে আবার নতুনভাবে জীবন শুরু করার সুযোগ দেয়। এটি মানুষকে পাপের অন্ধকার থেকে বের করে আনে পবিত্রতার আলোতে। গুনাহে পতিত বান্দাকে আল্লাহর রহমতের ছায়াতলে ফিরিয়ে আনে। যে ব্যক্তি আন্তরিকভাবে তাওবা করে, সে যেন নতুন করে জন্ম নেয় পরিস্কার হৃদয়, দৃঢ় ঈমান আর সংশোধিত আমল নিয়ে।

এই কারণেই তাওবা ও ইস্তিগফার মুমিনের জীবনে কেবল একটি আনুষ্ঠানিক ইবাদত নয়; বরং এটি তাকওয়া অর্জনের অন্যতম পথ। এটি মানুষের অন্তরকে কোমল করে, আল্লাহভীতিকে জাগ্রত করে এবং তাকে আত্মসমালোচনায় অভ্যস্ত করে তোলে। একজন প্রকৃত মুমিন নিজের ভুল বুঝতে পারে, ভুল স্বীকার করতে পারে এবং সেই ভুল থেকে ফিরে আসার সাহস রাখে।

আল্লাহ তাআলা মুত্তাকী বান্দাদের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে স্পষ্টভাবে জানান যে, তারা যখন কোনো ভুল করে ফেলে বা নিজেদের ওপর জুলুম করে বসে, তখন তারা আল্লাহকে স্মরণ করে, ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং জেনে-বুঝে পাপের ওপর অটল থাকে না। এই বৈশিষ্ট্যই তাদের আল্লাহর কাছে প্রিয় বান্দায় পরিণত করে।

তাওবা ও ইস্তিগফার নবীগণের স্মরণ

অনেকে মনে করেন, তাওবা ও ইস্তিগফার কেবল গুনাহগারদের জন্য। এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বরং তাওবা ও ইস্তিগফার নবী-



রাসূলগণের জীবনেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তাঁরা নিজেরা নিয়মিত তাওবা ও ইস্তিগফার করেছেন এবং উম্মতকেও এর প্রতি উৎসাহিত করেছেন।

তবে নবী-রাসূলগণের তাওবা আর সাধারণ মানুষের তাওবার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। নবীগণ আল্লাহর পক্ষ থেকে সংরক্ষিত; তাঁরা ইচ্ছাকৃত গুনাহে লিপ্ত হন না। তাঁদের তাওবা ছিল মূলত আল্লাহর নৈকট্য আরও বৃদ্ধি করার জন্য, মর্যাদার উচ্চতর স্তরে পৌঁছানোর জন্য এবং উম্মতের জন্য আদর্শ স্থাপন করার উদ্দেশ্যে।

আদম আলাইহিস সালাম থেকে শুরু করে নূহ, মুসা ও অন্যান্য নবীগণের জীবনে আমরা তাওবা ও ইস্তিগফারের দৃষ্টান্ত দেখতে পাই।

এসব ঘটনা প্রমাণ করে যে, আল্লাহর দরবারে ফিরে আসা কোনো দুর্বলতা নয়; বরং এটি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার অন্যতম পথ।

উম্মতকে তাওবার শিক্ষা

নবীগণ কেবল নিজেরাই তাওবা করেননি; বরং তাঁরা তাদের জাতিকে তাওবা ও ইস্তিগফারের দিকে আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁরা মানুষকে শিখিয়েছেন আল্লাহ ছাড়া গুনাহ ক্ষমা করার ক্ষমতা কারও নেই। অতএব মানুষ যত বড় ভুলই করুক না কেন, আল্লাহর দরজা কখনো বন্ধ নয়।

নবীগণ মানুষকে বোঝাতে চেয়েছেন যে, আল্লাহর কাছে ফিরে আসাই মুক্তির একমাত্র

পথ। অহংকার করে পাপ আঁকড়ে ধরে রাখলে ধ্বংস অনিবার্য, আর অনুতাপ হৃদয়ে ফিরে এলে আল্লাহর রহমত নিশ্চিত।

তাওবা ও ইস্তিগফার আল্লাহর রহমত লাভের মাধ্যম

আল্লাহ তাআলা নিজেই মানুষকে ক্ষমা চাইতে উৎসাহ দিয়েছেন। তিনি ঘোষণা করেছেন তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। বান্দা যখন আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ তার দিকে রহমতের দৃষ্টি দেন।

তাওবা কেবল অতীতের পাপ মোচন করে না; বরং ভবিষ্যতের জন্য সঠিক পথও দেখায়। এটি বান্দাকে আল্লাহর ভালোবাসার

অধিকারী করে তোলে।

তাওবা ও ইস্তিগফার শান্তি থেকে রক্ষা করে

আল্লাহ তাআলার নিয়ম হলো যে জাতি তাওবা করে, আল্লাহ তাদের ওপর শান্তি অবতীর্ণ করেন না। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বহু জাতি তাওবার মাধ্যমে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে এসেছে। ইউনুস আলাইহিস সালামের সপ্তদায়ে়র ঘটনা এ ক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তারা যখন বুঝতে পারল যে শান্তি আসন্ন, তখন সম্মিলিতভাবে অনুতাপ হয়ে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। ফলে আল্লাহ তাদের ওপর থেকে শান্তি তুলে নেন।

দুনিয়ার কল্যাণেও তাওবার ভূমিকা

অনেকে মনে করেন, তাওবা কেবল আখিরাতের বিষয়। বাস্তবে তাওবা ও ইস্তিগফার মানুষের পার্থিব জীবনকেও সুন্দর করে তোলে। এটি রিযিক বৃদ্ধি করে, জীবনে বরকত আনে, সংকট দূর করে এবং শক্তি ও সামর্থ্য বাড়ায়।

যে সমাজ আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনায় অভ্যস্ত হয়, সে সমাজে শান্তি নেমে আসে, কল্যাণ বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর সাহায্য অবতীর্ণ হয়।

রাসূলের সুসংবাদ

রাসূলুল্লাহ সালাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানিয়েছেন যে ব্যক্তি নিয়মিত ইস্তিগফার করে, আল্লাহ তার সব সংকট থেকে মুক্তির পথ তৈরি করে দেন, সব দৃষ্টিভঙ্গি দূর করে দেন এবং এমন উৎস থেকে রিযিক দান করেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। এটি তাওবা ও ইস্তিগফারের এক অতুলনীয় ফযীলত।

সব মিলিয়ে বলা যায়, তাওবা ও ইস্তিগফার একজন মুমিনের জীবনের প্রাণ। এর মাধ্যমে তার দুনিয়া সুন্দর হয়, আখিরাত আলোকিত হয় এবং আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয়। যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, আল্লাহ তাকে কখনো ফিরিয়ে দেন না।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে অন্তর থেকে তাওবা করার তাওফীক দান করুন, আমাদের সব ছোট-বড় গুনাহ ক্ষমা করুন এবং আমাদের জীবনকে তাঁর সম্ভৃতির পথে পরিচালিত করুন—আমিন।

খতীব, নূরে মদীনা জামে মসজিদ, সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রাম



আল-কুরআনের আলোকে সৌভাগ্যবান ও দুর্ভাগার পরিচয়

তানভীর ফুয়াদ

মানুষ জন্মগতভাবেই সুখের সন্ধানী। প্রত্যেকেই চায় শান্তিতে থাকতে, নিরাপদ ও স্বস্তির জীবন যাপন করতে, নিজেকে সৌভাগ্যবান ভাবতে। কেউ সম্পদের মধ্যে সুখ খোঁজে, কেউ সম্মান ও ক্ষমতার মধ্যে, কেউ আবার আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসকে সৌভাগ্যের মাপকাঠি মনে করে। এ লক্ষ্যেই মানুষ তার জ্ঞান, বুদ্ধি ও সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করে, পরিশ্রম করে, পরিকল্পনা সাজায়।

কিন্তু বাস্তবতা হলো সুখ ও সৌভাগ্যের সংজ্ঞা সবার কাছে এক নয়। ফলে মানুষ যেভাবে সৌভাগ্যকে বুঝে, সেভাবেই তা অর্জনের চেষ্টা করে। অথচ এই ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞার ভিড়ে একটি মৌলিক প্রশ্ন প্রায়শই আড়ালেই থেকে যায় প্রকৃত অর্থে সৌভাগ্য কাকে বলে?

সাধারণভাবে সমাজে যাকে সৌভাগ্যবান বলা হয়, সে হলো এমন ব্যক্তি যার দুনিয়াবী চাহিদাগুলো পূরণ হয়েছে যার আছে পর্যাপ্ত সম্পদ, সম্মানজনক অবস্থান, নিরাপদ বাসস্থান, সামাজিক মর্যাদা ও প্রভাব-প্রতিপত্তি। আবার যার এসব নেই, তাকেই সহজেই দুর্ভাগা মনে করা হয়।

কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায় এই দুনিয়াতে এমন কেউ নেই, যার সব চাহিদা শতভাগ পূরণ হয়েছে। কারও আছে সম্পদ, নেই শান্তি; কারও আছে ক্ষমতা, নেই স্বস্তি; কারও আছে সম্মান, নেই নিরাপত্তা। তাই এই মানদণ্ডে সৌভাগ্য বিচার করা কখনোই পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না।

দুনিয়ার সৌভাগ্য ক্ষণস্থায়ী এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দুনিয়ার জীবন ক্ষণস্থায়ী। এখানকার সুখ-দুঃখ, উন্নতি-পতন, সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য সবই অস্থায়ী। আজ যে শীর্ষে, কাল সে নিচে। আজ যে হাসছে, কাল সে কাঁদছে। সুতরাং প্রকৃত সৌভাগ্য তা-ই, যা কেবল দুনিয়ার সীমায় আবদ্ধ নয়; বরং দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জীবনে কল্যাণ বয়ে আনে। অথবা অন্তত এমন সৌভাগ্য, যা চিরস্থায়ী জীবনে অর্থাৎ আখেরাতে সাফল্যের নিশ্চয়তা দেয়।

বিচার দিবসে প্রকৃত বিভাজন কুরআন মাজীদ মানুষের সামনে সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরেছে। বিচার দিবসের প্রেক্ষাপটে। সেদিন মানুষ দুই শ্রেণিতে বিভক্ত হবে একদল হবে সৌভাগ্যবান, আরেক দল হবে দুর্ভাগা। সৌভাগ্যবানরা হবে তারা, যারা চিরস্থায়ী জাম্মাতের অধিকারী হবে। সেখানে থাকবে স্থায়ী সুখ, নিরাপত্তা, সম্মান ও প্রশান্তি। কোনো

দৃষ্টিভঙ্গি, কোনো ভয়, কোনো হতাশা সেখানে স্পর্শ করতে পারবে না।

আর দুর্ভাগারা হবে তারা, যারা জাম্মাত থেকে বঞ্চিত হয়ে কঠিন শাস্তির আবাসে নিক্ষিপ্ত হবে। সেখানে থাকবে যন্ত্রণা, আতঁনাদ, আফসোস ও অনন্ত অনুশোচনা। এটি হবে প্রকৃত দুর্ভাগ্যের পরিণতি।

দুনিয়াতেই যার পরিচয় স্পষ্ট যদিও সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের চূড়ান্ত ফয়সালা হবে আখেরাতে, তবুও দুনিয়াতেই তাদের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে যায়। কুরআন মাজীদ জানিয়ে দিয়েছে কারা সৌভাগ্যের পথে, আর কারা দুর্ভাগ্যের দিকে এগিয়ে চলছে।

মানুষকে দুনিয়াতে পাঠানোর সময় আল্লাহ তাআলা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যাদের কাছে তাঁর পক্ষ থেকে সঠিক পথনির্দেশ পৌঁছাবে, যারা সেই পথ অনুসরণ করবে,

প্রকৃত সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য নির্ধারিত হয় আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্যতা দ্বারা। সুতরাং আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো—দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন করা, দুনিয়াকে একমাত্র মানদণ্ড না বানানো এবং আখেরাতের সফলতাকে জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা।

তারা পথভ্রষ্টও হবে না, দুর্ভাগাও হবে না। অর্থাৎ সৌভাগ্যের মূল চাবিকাঠি হলো আল্লাহ প্রদত্ত হেদায়েত অনুসরণ করা।

হেদায়েত মানে কেবল কিছু তথ্য জানা নয়; বরং জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী চলা। লক্ষ্য একটাই আল্লাহর সম্ভৃতি, আর চূড়ান্ত গন্তব্য জাম্মাত।

নসীহত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার পরিণতি অপরদিকে যারা আল্লাহর স্মরণ ও নির্দেশনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাদের ব্যাপারে কুরআন অত্যন্ত কঠোর সতর্কবার্তা দিয়েছে। তাদের জন্য ঘোষণা করা হয়েছে তাদের জীবন হবে সংকীর্ণ, অস্থিতকর ও দৃষ্টিভঙ্গি ভরা। বাহ্যিকভাবে তাদের কাছে ধন-সম্পদ ও আরামের উপকরণ থাকলেও অন্তরে থাকবে অশান্তি, অতৃপ্তি ও ভয়।

এই সংকীর্ণতা কেবল দারিদ্র্যের কারণে

নয়; বরং আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে থাকার কারণেই এই শূন্যতা তৈরি হয়। এমন মানুষ সব সময় হারানোর আশঙ্কায় ভোগে, ভবিষ্যৎ নিয়ে আতঙ্কিত থাকে, আর মৃত্যুর চিন্তা তাকে আরও অস্থির করে তোলে। এ কারণেই দেখা যায় সম্পদের পাছাড়ের মাঝেও অনেকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়ে, ঘুম হারায়, এমনকি আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়।

বাস্তব জীবন এবং কুরআনের শিক্ষা একসাথে সাক্ষ্য দেয় আল্লাহর স্মরণ ছাড়া প্রকৃত শান্তি কখনোই অর্জিত হয় না।

দুর্ভাগার চূড়ান্ত পরিচয় কুরআন মাজীদ আরও স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় প্রকৃত দুর্ভাগা সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর ভয় ও নসীহত গ্রহণ করে না, দ্বীনের কথা শুনতে চায় না, ঈমান ও আখেরাতকে অবহেলা করে। শেষ পর্যন্ত তার গন্তব্য হয় কঠিন শাস্তির আবাস, যেখানে না আছে প্রকৃত মৃত্যু, না আছে স্বস্তির জীবন।

অন্যদিকে প্রকৃত সৌভাগ্যবান হলো মুত্তাকী ব্যক্তি যে আল্লাহকে ভয় করে, নিজের সম্পদ ও সামর্থ্য আল্লাহর পথে ব্যয় করে, আত্মশুদ্ধির চেষ্টা করে। এমন মানুষই আল্লাহর পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও সফলতার প্রতিশ্রুতি পায়।

দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধনের প্রয়োজন এখন থেকে একটি সত্য পরিস্কার দুনিয়ার বিচারে যে ব্যক্তি গরিব, অসচ্ছল বা নিঃশ্ব, সে-ই যে দুর্ভাগা তা নয়। আবার দুনিয়ার বিচারে যে ব্যক্তি ধনী, ক্ষমতাবান ও সম্মানিত, সে-ই যে সৌভাগ্যবান তাও নয়। প্রকৃত সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্য নির্ধারিত হয় আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্যতা দ্বারা। সুতরাং আমাদের সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো—দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন করা, দুনিয়াকে একমাত্র মানদণ্ড না বানানো এবং আখেরাতের সফলতাকে জীবনের মূল লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা।

শেষ কথা আল্লাহ তাআলা আমাদের সামনে সত্য স্পষ্ট করে দিয়েছেন। সতর্ককারী পাঠিয়েছেন, সময় ও সুযোগ দিয়েছেন। এখন সিদ্ধান্ত আমাদের আমরা সৌভাগ্যের পথে হাটব, না দুর্ভাগ্যের দিকে এগোব।

আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সবাইকে দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যবান বানান, অন্তরকে হেদায়েতের আলোতে আলোকিত করেন এবং সব ধরনের দুর্ভাগ্য থেকে হেফাযত করেন আমিন।

শিক্ষার্থী, আন্তর্জাতিক ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম

WWW.MOINLAW.COM



LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256

(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস
বিনামূল্যে পরামর্শ

প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেড পয়জনিং

ক্লায়েন্টদের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

• **IMMIGRATION**
(Consultation fee applies)

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্ত পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372

Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590

Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com

New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরিকান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি



Member

H1B

L1A VISA

EB5

E2 VISA

POLITICAL ASYLUM

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা



৪০তম ফোবানা কনভেনশন উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি

ডেস্ক রিপোর্ট

ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) অনুষ্ঠিত হয়েছে ৪০তম ফোবানা কনভেনশন ২০২৬ উপলক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ ‘মিট দ্য প্রেস’ অনুষ্ঠান। বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি ২০২৬) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর সেগুনবাগিচায় অবস্থিত ডিআরইউর শফিকুল কবির মিলনায়তনে এ সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ সমিতি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা। সমন্বয়কারী সংগঠন হিসেবে ছিল বাংলাদেশ সোসাইটি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা, ওয়ার্ল্ড ফেয়ার অ্যান্ড ফেস্ট ইউএসএ ইনক, এবং সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা স্পোর্টস ক্লাব ইনক।

সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের অরল্যান্ডো শহরে অনুষ্ঠিতব্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা (ফোবানা)-এর ৪০তম কনভেনশন ২০২৬-এর সার্বিক প্রস্তুতি, কর্মসূচি এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়। একই সঙ্গে কনভেনশন সফল করতে প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটি ও গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়।

আয়োজকরা জানান, ফোবানা কনভেনশন উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের মধ্যে ঐক্য, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও জাতীয় পরিচয় তুলে ধরার একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মিলনমেলা। এই কনভেনশন প্রবাসী বাংলাদেশিদের পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় করার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মের

মধ্যে বাংলা সংস্কৃতি ছড়িয়ে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

আয়োজকরা আশা করছেন, এই কনভেনশনটি প্রবাসী বাংলাদেশি কমিউনিটির জন্য একটি শক্তিশালী প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করছে। যেখানে দেশের সংস্কৃতি, নেতৃত্ব, যুব উন্নয়ন, ব্যবসায়িক সংযোগ এবং বৈশ্বিক সহযোগিতা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, এবারের কনভেনশনটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে ফোবানার চার দশকের গৌরবময় যাত্রা উদযাপন করা হবে। দীর্ঘদিন ধরে উত্তর আমেরিকায় বসবাসরত বাংলাদেশিদের ঐক্যবদ্ধ করা, সাংস্কৃতিক পরিচয় সংরক্ষণ, নেতৃত্ব বিকাশ এবং আন্তর্জাতিক সম্পৃক্ততায় ফোবানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। আয়োজকরা জানান, ৪০তম ফোবানা কনভেনশনে উত্তর আমেরিকা ছাড়াও বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কমিউনিটি লিভার, পেশাজীবী, উদ্যোক্তা, সাংস্কৃতিক কর্মী ও তরুণ নেতৃত্ব অংশগ্রহণ করবেন।

এবারের কনভেনশনের প্রধান আকর্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে- ফোবানার ৪০ বছর পূর্তি উপলক্ষে বর্ণাঢ্য উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি তুলে ধরতে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা, মূলধারায় কমিউনিটি নেতৃত্ব ও মতবিনিময় সভা, যুব ও নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব উন্নয়ন কার্যক্রম, ব্যবসা, বিনিয়োগ ও নেটওয়ার্কিং সেশন, নারী অংশগ্রহণ ও ক্ষমতায়নসহ বিষয় ভিত্তক সেমিনার।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয় আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশের সুযোগ পাবেন। পেশাজীবী ও

ব্যবসায়ীরা বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব গড়ে তুলতে পারবেন। শিল্পী ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো বাংলাদেশের ঐতিহ্য বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে পারবেন। তরুণ সমাজ নেতৃত্ব বিকাশ ও আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কিংয়ের সুযোগ পাবে। এই কনভেনশনের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ, ঐক্যবদ্ধ ও সম্ভাবনাময় বৈশ্বিক অংশীদার রাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপন করা হবে।

গণমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানিয়ে আয়োজকরা বলেন, এই আন্তর্জাতিক আয়োজনের বার্তা দেশ-বিদেশে পৌঁছে দিতে গণমাধ্যমের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণমাধ্যমের সহযোগিতায় বাংলাদেশের ব্যবসায়ী, সাংস্কৃতিক সংগঠন, তরুণ সমাজ ও কমিউনিটির নেতারা এই কনভেনশনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারবেন।

হোস্ট কমিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অতিথি উপস্থিত ছিলেন, কেন্দ্রীয় কমিটির চেয়ারম্যান জাহিদ হোসেন,ভাইস চেয়ারম্যান জিয়াউল হক জিয়া, সাবেক চেয়ারম্যান বেদারুল ইসলাম বাবলা, ট্রেজারার শাহিদা হাই, নির্বাহী সদস্য ইকবাল কবীর, শামসেদ রানা, নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি ইয়ুথ ফোরামের ডিরেক্টর মুন হাই। হোস্ট কমিটি ভাইস প্রেসিডেন্ট শামস আহমেদ শোভন,ভাইস প্রেসিডেন্ট জেসন চৌধুরী, কনভেনার (ইভেন্ট, সিকিউরিটি) খোরশেদ হোসেন হিটু, কনভেনার (ফাইন্যান্স) মোঃ ইশাক আলী,কনভেনার (ম্যাগাজিন) হেলাল আহমেদ,কো-কনভেনার (কালচাল) রেজাউল হক রেজা এবং

‘মিট দ্য প্রেস’ অনুষ্ঠানে প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও অনলাইন মিডিয়ার সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন।



কথাসাহিত্যিক আয়েশা আহমেদের নতুন উপন্যাসের মোড়ক উন্মোচন

সিলেট প্রতিনিধি

এ সময়ের জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক আয়েশা আহমেদের নতুন উপন্যাস ভাঙা ঘরে চাঁদের আলো এর মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (১৭ জানুয়ারি) রাত আটটায় আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতি অঙ্গনের বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

স্বনামধন্য প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান শব্দকথা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত ২৪০ পৃষ্ঠার উপন্যাসটি ইতোমধ্যে দেশের বিভিন্ন খ্যাতনামা লাইব্রেরিতে পাওয়া যাচ্ছে বলে প্রকাশনা সংস্থা সূত্রে

জানা গেছে।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হবিগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ অধ্যাপক জাহান আরা খাতুন, কবি ও প্রাবন্ধিক জাহানারা আফছর, শিশুসাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক তাহমিনা বেগম গিনি, বিশিষ্ট শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. জমির আলী, বৃন্দাবন সরকারি কলেজের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. সুভাষ চন্দ্র দেব, কথাসাহিত্যিক আখতার উজ্জামান সুমন, হবিগঞ্জ সাহিত্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক কবি এম. এ. ওয়াহিদ এবং প্রকাশক মনসুর আহমেদ।

জিয়াউর রহমানকে কটুক্তির মামলায় মেনন-মানিক গ্রেপ্তার

ঢাকা অফিস

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্যের অভিযোগে করা মানহানির মামলায় সাবেক মন্ত্রী রাশেদ খান মেনন এবং সুপ্রিম কোর্টের সাবেক বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিককে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সারাফ ফারজানা হক তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর নির্দেশ দেন।

দুজনকে কারাগার থেকে আদালতে হাজির করা হয়। মামলার বাদী অ্যাডভোকেট জিয়াউল হক তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত তাঁদের গ্রেপ্তার দেখান। পরে আবার কারাগারে ফেরত পাঠানো হয়।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

২০২৪ সালের ২২ আগস্ট জিয়াউল হক নামের একজন আইনজীবী বাদী হয়ে আদালতে তিনজনের বিরুদ্ধে মানহানির মামলাটি করেছিলেন। অপর আসামি সাবেক মন্ত্রী হাসানুল হক ইনু।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক ২০২২ সালের ৩ অক্টোবর একটি বেসরকারি টেলিভিশনের টক শোতে অংশ নিয়ে জিয়াউর রহমানকে ‘রাজাকার আর যুদ্ধাপরাধী’ বলেন। এর আগে ২০২১ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি একটি সেমিনারে বিচারপতি মানিক বলেছিলেন, জিয়াউর রহমান মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন না। তিনি ছিলেন মুক্তিযুদ্ধে অনুপ্রবেশকারী।

এর আগে ২০১৩ সালের ১৯ জুলাই হাসানুল হক ইনু ও রাশেদ খান মেনন এক অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে জিয়াউর রহমান সম্পর্কে বিভিন্ন আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন। তারা জিয়া পরিবারকে নিয়েও বিভিন্ন সময় কটুক্তি করেন।

রাষ্ট্রপক্ষের বক্তব্য শুনে হাসলেন দুজন মেনন ও মানিক শুনানির সময় কাঠগড়ায় ছিলেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন গ্রেপ্তার দেখানোর পক্ষে শুনানি করেন। রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী বলেন, মেনন ও মানিক জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়াকে নিয়ে কটুক্তি করতেন। আল্লাহ পাক এখন তারেক রহমান ও জিয়াউর রহমানকে সম্মানিত করেছেন।

আইনজীবী শামসুদ্দোহা সুমন বলেন, এ মামলার অন্য আসামি হাসানুল হক ইনুও ক্ষমতায় থাকাকালে একইভাবে কটুক্তি করতেন। শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক একজন দাস্তিক ব্যক্তি। তিনি বাংলাদেশের বিচারব্যবস্থাকে কলঙ্কিত করেছেন। শামসুদ্দিন মানিককে আল্লাহ পাক লাঞ্ছনার সঙ্গে এ আদালতে উপস্থিত করেছেন। এ সময় মেনন বিচারপতি মানিকের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসেন। বিচারপতি শামসুদ্দিনও হাসেন।

টক অব দ্য উইকে ডা. সাবরিনা হক পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিন্ড্রোম নিয়ে আলোচনা

ফরিদা ইয়াসমীন

“প্রথম ঋতুস্রাব থেকে পরবর্তী মাসের ঋতুস্রাবের মধ্যবর্তী বিরতি ২১ থেকে ৩৫ দিন হওয়া স্বাভাবিক। তবে এই নিয়মের ব্যত্যয় ঘটলে তাকে আমরা পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিন্ড্রোম (পিসিওএস) বলে থাকি। এই রোগের লক্ষণ হিসেবে অনেক মেয়ের মুখে ব্রণ হওয়া, মাথার চুল পড়ে যাওয়া কিংবা শরীরের বিভিন্ন অংশে ছেলেদের মতো অস্বাভাবিক লোম দেখা দিতে পারে। রোগটি শনাক্ত করতে আলডোস্টোনগ্রাম করা প্রয়োজন। সাধারণত স্তন গঠনের দুই বছরের মধ্যেই ঋতুস্রাব শুরু হওয়ার কথা। যদি দীর্ঘ সময় পরও তা শুরু না হয়, তবে বিলম্ব না করে দ্রুত একজন জ্বরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডা. সাবরিনা হক।

বৃহস্পতিবার (১৫ জানুয়ারি) প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার আয়োজিত সাপ্তাহিক সম্প্রচার ‘টক অব দ্য উইক’ অনুষ্ঠানে এবারের আলোচক ছিলেন ডা. সাবরিনা হক। তিনি পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিন্ড্রোম বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের উপস্থাপনায় ছিলেন ফরিদা ইয়াসমীন এবং পরিচালনায় ছিলেন এইচ বি রিতা।

পিসিওএস হওয়ার সুনির্দিষ্ট কারণ সম্পর্কে ডা. সাবরিনা হক বলেন, এই রোগের কোনো নির্দিষ্ট একক কারণ এখনো বিজ্ঞানীদের জানা নেই। তবে তিনি প্রধানত দুটি বিষয়ের ওপর গুরুত্ব দেন। তা হলো- বংশগতি ও পরিবেশ এবং খাদ্যাভ্যাস ও হরমোনজনিত পরিবর্তন। তার ভাষায়, “অনেক ক্ষেত্রে এটি পারিবারিক বা জেনেটিক কারণে হয়ে থাকে। আবার অনেক সময় পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও জীবনযাত্রার ধরনও দায়ী হয়। আমাদের প্রতিদিনের খাবার শরীরের হরমোনের ভারসাম্যে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে।”

তিনি জানান, পিসিওএসে আক্রান্ত মেয়েদের শরীরে অস্বাভাবিক মাত্রায় পুরুষালি হরমোন বা এন্ড্রোজেন তৈরি হয়, যা স্বাভাবিক শারীরিক প্রক্রিয়া ও জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে।

স্বাভাবিক ঋতুচক্র সম্পর্কে তিনি বলেন, “ঋতুস্রাব হওয়া একটি মেয়ের যৌবনপ্রাপ্তির অন্যতম প্রধান লক্ষণ। সাধারণত প্রথম ঋতুস্রাবের পর একটি নির্দিষ্ট চক্র অনুযায়ী কারও ক্ষেত্রে ২১ দিন, কারও ৩০ দিন বা কারও ৩৫ দিন পরপর এটি হয়ে থাকে। মেয়েদের শরীরে এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া সাধারণত ৪০ থেকে ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত চলে। প্রি-মেনোপজ পর্যায়ে ঋতুস্রাব স্বাভাবিকের তুলনায় কিছুটা ঘন ঘন হতে পারে। এরপর ধীরে ধীরে তা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়।”

পিসিওএস দ্রুত শনাক্ত করা জরুরি বলে মনে করেন ডা. সাবরিনা হক। তিনি বলেন, “আমরা যে খাবার গ্রহণ করি তা শরীরে শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করে। কিন্তু পিসিওএস আক্রান্তদের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত পুরুষালি হরমোনের কারণে বিপাকীয় প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে উচ্চ রক্তচাপ, ফ্যাটি লিভার, ডায়াবেটিস, কোলেস্টেরলের আধিক্য এবং হৃদরোগের মতো জটিল সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমনকি এটি বন্ধ্যাত্ব ও ঘুমের মধ্যে স্বাসকষ্ট বা স্লিপ অ্যাপনিয়ার কারণও হতে পারে।”

তিনি আরও বলেন, ১৮–১৯ বছর বয়সী কিশোরী থেকে শুরু করে যেকোনো বয়সে নারীদের ঋতুস্রাব অনিয়মিত হলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

পিসিওএস আক্রান্ত নারীদের ওজন নিয়ে প্রচলিত একটি ধারণার কথা তুলে ধরে ডা. সাবরিনা বলেন, এই রোগে আক্রান্ত সব নারীই যে স্থূলকায় হবেন, তা ঠিক নয়। প্রায় ৭৫ শতাংশ নারীর ওজন বেশি হলেও বাকি ২৫ শতাংশ নারীর ওজন স্বাভাবিক থাকে। বাইরে থেকে সুস্থ মনে হলেও ভেতরে ভেতরে তারা এই সিন্ড্রোমে আক্রান্ত থাকতে পারেন। এ কারণেই কেবল শারীরিক গঠন দেখে নয়, বরং সঠিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা জরুরি।

গর্ভধারণ ও সন্তান প্রসব প্রসঙ্গে তিনি বলেন, “সন্তান নেওয়ার পরিকল্পনার আগেই প্রতিটি নারীর একজন জ্বরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত। একজন সুস্থ নারী সাধারণত চেষ্টার ছয় মাসের মধ্যেই গর্ভধারণে সক্ষম হন। কিন্তু শরীরে পিসিওএস থাকলে তা অনেক সময়



ডা. সাবরিনা হক নারীদের নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, যেকোনো শারীরিক সমস্যার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের কাছে বিস্তারিতভাবে উপসর্গ জানানো অত্যন্ত জরুরি।

গর্ভধারণে বাধা সৃষ্টি করে এবং বারবার গর্ভপাতের ঝুঁকি বাড়ায়।”

তিনি জানান, মেয়েদের সন্তান ধারণের আদর্শ বয়স ২৫ থেকে ৩০ বছর। পিসিওএস আক্রান্ত নারীদের ক্ষেত্রে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুরুষালি হরমোনের মাত্রা বেড়ে যায়, যা জরায়র ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে এবং ডিম্বাণুর গুণগত মান কমিয়ে দেয়। ফলে একপর্যায়ে সন্তান ধারণের সম্ভাবনা স্বাীভাবেও কমে যেতে পারে। সন্তান জন্মের পর পর্যাপ্ত মাতৃদুগ্ধ উৎপাদন না হওয়াসহ নানা জটিলতাও দেখা দিতে পারে।

পিসিওএস নিয়ন্ত্রণে চিকিৎসা ও খাদ্যাভ্যাসের গুরুত্ব তুলে ধরে ডা. সাবরিনা হক বলেন, এই রোগ কেবল ওষুধের মাধ্যমে নয়, বরং জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের মাধ্যমেই নিয়ন্ত্রণে রাখা সম্ভব। রোগীর শারীরিক অবস্থা বিবেচনা করে চিকিৎসকেরা সাধারণত জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি, মেটফর্মিন ও স্পাইরোলোনাল্যাকটোনের মতো ওষুধ দিয়ে থাকেন।

খাদ্যাভ্যাসের ক্ষেত্রে তিনি প্রাকৃতিক বা অর্গানিক খাবারের ওপর গুরুত্ব দেন। তার মতে, খামারের গরু বা মুরগির মাংস, ডিম, দুধ এবং কৃত্রিম খাবারে বড় হওয়া চাষের মাছ পরিহার করাই ভালো। পাশাপাশি নুডলস, বেগেল, ডোনাত ও মাফিনের মতো প্রক্রিয়াজাত কার্বেহাইড্রেট এড়িয়ে চলার পরামর্শ দেন তিনি।

তিনি জানান, তিন বেলা সুস্থ খাবার খাওয়া জরুরি। কার্বেহাইড্রেটের উৎস হিসেবে ভাত, আলু বা ওটমিল গ্রহণ করা যেতে পারে। দীর্ঘ সময় পেট ভরা রাখতে খাদ্যতালিকায় স্বাস্থ্যকর প্রোটিন যেমন ডিম, মাছ, মাংস ও টফু রাখা প্রয়োজন।

অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে দর্শকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ডা. সাবরিনা হক। নিয়মিত ঋতুস্রাব থাকলেও পিসিওএস হতে পারে কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, নিয়মিত পরিয়ত সাধারণত সুস্থতার লক্ষণ হলেও এটিই একমাত্র মাপকাঠি নয়। নিয়মিত ঋতুস্রাবের পাশাপাশি যদি অতিরিক্ত চুল পড়া, মুখে ব্রণ কিংবা ঠোঁটের ওপরে ছেলেদের মতো লোম দেখা যায়, তবে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত।

ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ও ভবিষ্যতে বন্ধ্যাত্ব নিয়ে দর্শকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি আশ্বস্ত করে বলেন, চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত ফলোআপে থাকলে বন্ধ্যাত্বের আশঙ্কা থাকে না। বরং সময়মতো চিকিৎসা না নিলে ঝুঁকি বেড়ে যায়।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে ডা. সাবরিনা হক নারীদের নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি সচেতন হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, যেকোনো শারীরিক সমস্যার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের কাছে বিস্তারিতভাবে উপসর্গ জানানো অত্যন্ত জরুরি। পাশাপাশি নির্ভরযোগ্য অনলাইন স্বাস্থ্যতথ্য থেকেও সচেতনতা বাড়ানো যেতে পারে।

ডা. সাবরিনা হক অবিসিটি মেডিসিনে বোর্ড সার্টিফিকেড চিকিৎসক। তিনি ডায়াবেটিস, থাইরয়েড, স্থূলতা, পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিন্ড্রোম ও মেনোপজ সংক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা দিয়ে আসছেন। তার বর্তমান চেম্বার নিউইয়র্কের উডসাইড এলাকায় অবস্থিত।

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফু, হজ্জ ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500

Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:

30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:

170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com



Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

• Tax Preparation

Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.

• Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority

• Accounting

Payroll, Sales Tax, etc.

• Immigration

(No Legal Advice)

• New Business Setup & more...



Wasi Choudhury, EA

Admitted to Practice before the IRS

সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রান্সিট
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Member: naea NYSSEA

Tel: 718-440-6712

718-205-3460

Fax: 718-205-3475

Email: wasichoudhury@yahoo.com



ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে
ও পেমেন্ট করতে পারেন

ধরাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ /
নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয়
অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।



37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী



এটিএম, ফোন কার্ড এবং
মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



- প্রতিদিন সর্বোচ্চ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্সুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন
প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রুকস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

আরও ৩৬ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠাল যুক্তরাষ্ট্র

ঢাকা ডেস্ক

অবৈধ অভিবাসনবিরাধী অভিযানের অংশ হিসেবে আরও ৩৬ বাংলাদেশিকে ফেরত পাঠিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার দুপুরে যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশেষ সামরিক ফ্লাইটে তারা রাজধানীর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান।

ব্র্যাকের মাইগ্রেশন ও ইয়ুথ প্ল্যাটফর্মের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে জানানো হয়, প্রবাসে উন্নত জীবনের স্বপ্ন নিয়ে দেশ পরিবার-পরিজনের জমি, গয়না বিক্রি করে কিংবা ঋণ নিয়ে জনপ্রতি ৪০ থেকে ৪৫ লাখ টাকা, কেউ কেউ ৬০ থেকে ৮০ লাখ টাকা পর্যন্ত খরচ করে যুক্তরাষ্ট্র গিয়েছিলেন। কিন্তু তারা ফিরলেন শূন্য হাতে।

ব্র্যাকের সহযোগী পরিচালক (মাইগ্রেশন ও ইয়ুথ প্ল্যাটফর্ম) শরিফুল হাসান জানান, দুপুর বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর প্রবাসী কল্যাণ ডেস্ক ও এভিয়েশন সিকিউরিটির (এভসেক) সহায়তায় ব্র্যাকের পক্ষ থেকে ফেরত আসা কর্মীদের পরিবহনসহ জরুরি সহায়তা দেওয়া হয়।

ফেরত আসা ৩৬ জনের মধ্যে নোয়াখালীর ২১ জন, লক্ষ্মীপুরে দুই জন এবং মুন্সীগঞ্জ, ঢাকা, লালমনিরহাট, শরীয়তপুর, বরগুনা, ফেনী, সিরাজগঞ্জ, গাজীপুর, কিশোরগঞ্জ, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম ও নেত্রকোনার একজন করে রয়েছেন। এ নিয়ে ২০২৫ সালের শুরু থেকে গতকাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র থেকে ফেরত পাঠানো বাংলাদেশি সংখ্যা দাঁড়ালো ২৯৩।

ব্র্যাকের মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম ফেরত আসা কর্মীদের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছে, গতকাল আসা ৩৬ জনের অধিকাংশই প্রথমে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) ছাড়পত্র নিয়ে বৈধভাবে ব্রাজিল গিয়েছিলেন। পরে সেখান থেকে মেক্সিকো হয়ে অবৈধ পথে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেন। সেখানে আশ্রয়ের জন্য আবেদন করলেও দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়া



যুক্তরাষ্ট্র ফেরত কয়েকজন। মঙ্গলবার ঢাকায় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে।

শেষে আবেদন প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় তাদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় মার্কিন প্রশাসন।

ফেরত আসা নোয়াখালীর জাহিদুল ইসলাম জানান, দক্ষিণ আফ্রিকা হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার আশায় তিনি দালালদের হাতে তুলে দেন প্রায় ৮০ লাখ টাকা। ফেরত আসা নারী গাজীপুরের সুলতানা আক্তার জানান, ব্রাজিল হয়ে মেক্সিকো সীমান্ত পার হতে দালালদের দেন ৩০ লাখ টাকা। কিন্তু সব অর্থ বৃথা গেল।

শরিফুল হাসান বলেন, গত কয়েক দফায় যারা ফেরত এসেছেন তাদের অনেকেই প্রথমে ব্রাজিল গিয়ে সেখান থেকে যুক্তরাষ্ট্র যান। সরকার যখন ব্রাজিলে বৈধভাবে কর্মী পাঠানোর অনুমোদন দেয়, তখন তারা সত্যিই ব্রাজিলে কাজ করতে যাচ্ছেন নাকি সেটিকে যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার ট্রানজিট হিসেবে ব্যবহার করছেন, সেটা খতিয়ে দেখা উচিত। এই যে একেকজন ৪০ থেকে ৫৫ লাখ টাকা খরচ করে শূন্য হাতে ফিরে আসছেন। এই দায় কার? যেসব এজেন্সি এই কর্মীদের পাঠিয়েছে এবং যারা এই অনুমোদন প্রক্রিয়ায় যুক্ত ছিল, তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা উচিত।

তিনি জানান, ২০২৫ সালে

জনশক্তি ব্যুরোর ছাড়পত্র নিয়ে মোট ১ হাজার ৩২০ বাংলাদেশি ব্রাজিলে গেছেন। যার মধ্যে নোয়াখালীরই ৯৫১ জন। ধারণা করা হচ্ছে, তাদের একটি বড় অংশ মেক্সিকো হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের চেষ্টা করেছেন। নতুন করে ব্রাজিলে কর্মী পাঠানোর অনুমতি দেওয়ার আগে সরকারকে আরও সতর্ক হওয়া উচিত।

ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় মেয়াদে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর অবৈধ অভিবাসীদের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশি সহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের একাধিক দফায় ফেরত পাঠানো হচ্ছে। মার্কিন আইন অনুযায়ী বৈধ কাগজপত্র ছাড়া অবস্থানকারী অভিবাসীদের আদালতের রায় বা প্রশাসনিক আদেশে নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো যায়। আশ্রয়ের আবেদন ব্যর্থ হলে মার্কিন অভিবাসন কর্তৃপক্ষ (আইসিই) প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করে।

সাপ্রতিক সময়ে এই প্রক্রিয়া দ্রুততর হওয়ায় চার্টার্ড ও সামরিক ফ্লাইটের ব্যবহার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এমনকি অনেকের হাতে পায়ে শেকল বেঁধে ফেরত পাঠানোর অভিযোগ এসেছে।

Tax & Immigration Services



MOHAMMED PIER

Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532



**Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary**

INCOME TAX

Income Tax Service & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES

Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms
available

REAL ESTATE

For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372

Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583

Email: piertax@gmail.com

জান্নাত ফার্মেসি

(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ণ বাংলাদেশী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES



আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত

Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD

Bill Pay & Flexiload

Sim Activation

বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372

Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,

Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই

Free Delivery!

10% SENIOR DISCOUNT

Halal Vitamin & Supplements

5¢ Copy & \$1 Fax

Phone Cards & Flexiload

Huge 99¢ Sections

Open: Monday – Saturday

10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে

Bismillah Pharmacy

6409 Broadway woodside

NY 11377

Phone 718-685-2017



আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD

Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার

Sudhesh Srivastava MD

Cardiologist

পায়ের ডাক্তার

Dr. M Nayeem

Podiatric Surgeon



Complete Physical & Follow up



DMV/TLC, School Physical



Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine



Blood, Urine Test, EKG



Immigration Physical



Podiatric Surgery



COVID Test & COVID Vaccine



All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT

718-431-0009

Hours:

Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218

আস-সালাম ফার্মেসি

(স্যাটিফিন ব্রুভাড, এফ ট্রেনের

সাবওয়ে এবং তাজমহল

রেস্টুরেন্টের নিকটে)

১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,

জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫

ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭



১,২০০ ডলারের মাসিক ভাতা, গৃহহীন তরুণদের জীবনে নতুন সম্ভাবনা

নিউইয়র্ক

দৈবচয়নে নির্বাচিত ৬০ জন তরুণ—যাদের বয়স ১৮ থেকে ২৪—প্রতি মাসে ১,২০০ করে নগদ সহায়তা পাচ্ছেন।

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্ক সিটিতে গৃহহীন তরুণদের জীবনে নগদ সহায়তা কতটা বাস্তব পরিবর্তন আনতে পারে। চালু হয়েছে নতুন একটি নগদ সহায়তা কর্মসূচি। ব্রঙ্কসে বসবাসরত ২২ বছর বয়সী এক তরুণী জানাচ্ছেন, আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়ার দেড় বছর পর এই প্রথম তিনি নিজের ভাড়াবাড়ির নিরাপত্তা জামানতের জন্য টাকা জমানোর সুযোগ পাচ্ছেন। হারলেমে থাকা ১৯ বছর বয়সী এক লেহম্যান কলেজ শিক্ষার্থীর ভাষায়, কসমেটোলজি লাইসেন্স নেওয়ার স্বপ্নটি এখন আর কেবল কল্পনা নয়—এটি বাস্তবের কাছাকাছি।

নিউইয়র্ক সিটিতে বর্তমানে ৬,৮০০-এর বেশি গৃহহীন তরুণ-তরুণী রয়েছেন, যারা বাবা-মা বা অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে নেই। তারা রাস্তায় বা অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে বসবাস করছেন। এই বাস্তবতায় গত ডিসেম্বর থেকে তাদের মধ্য থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচিত ৬০ জন তরুণ—যাদের বয়স ১৮ থেকে ২৪—প্রতি মাসে ১,২০০ করে নগদ সহায়তা পাচ্ছেন। কর্মসূচিটির নাম “ক্যাশ ফর কেয়ার (Cash for Care)”, যা পরিচালিত হচ্ছে কোভেন্যান্ট হাউস নিউইয়র্কের অংশীদারিত্বে।

নিউইয়র্ক সিটি কাউন্সিলের

অর্থায়নে পরিচালিত ১.৫ মিলিয়ন ডলারের এই উদ্যোগে মাসিক ভাতার পাশাপাশি এককালীন ৫,০০০ ডলারের একটি সহায়তা তহবিলও রাখা হয়েছে। যা অংশগ্রহণকারীরা কর্মসূচির যেকোনো সময় ব্যবহার করতে পারবেন। একই সঙ্গে আর্থিক পরিকল্পনা, বাসস্থান অনুসন্ধান এবং ক্যারিয়ার উন্নয়নসংক্রান্ত সহায়তাও দেওয়া হচ্ছে। কর্মসূচিটি চলবে চলতি বছরের জুন পর্যন্ত।

এই উদ্যোগটি নীতিগত গবেষণা প্রতিষ্ঠান চ্যাপিন হলের সহযোগিতায় চালু করা হয়েছে। লক্ষ্য একটাই—নগদ সহায়তা সরাসরি দিলে তা গৃহহীন তরুণদের স্থায়ী আবাসন ও জীবনের স্থিতিশীলতায় কতটা ভূমিকা রাখতে পারে, তা যাচাই করা। এটি চ্যাপিন হলের আগের “ট্রাস্ট ইয়ুথ ইনিশিয়েটিভ”—এর ধারাবাহিকতা, যা ২০২১ সালে মহামারির সময় চালু হয়েছিল। সে সময় অংশগ্রহণকারীদের ৯০ শতাংশের বেশি জানিয়েছিলেন, মাসিক ভাতা তাদের স্থায়ী বাসস্থান পেতে সহায়তা করেছে।

তবে বর্তমান বাস্তবতা আরও কঠিন। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে নিউইয়র্কে ভাড়া বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে, আর জরুরি ভাড়া সহায়তা কর্মসূচিও অনেকাংশে সীমিত হয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে নতুন এই কর্মসূচির ফলাফল আলাদাভাবে মূল্যায়ন করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন চ্যাপিন হলের গবেষকরা। অংশগ্রহণকারীদের আবাসন স্থিতিশীলতা ও খাদ্য নিরাপত্তা নিয়ে জরিপ চালানো হবে এবং ফলাফল তুলনা করা হবে এমন আরেকটি তরুণ গোষ্ঠীর সঙ্গে, যারা এই সহায়তা পাচ্ছেন না।

তীব্র শৈত্যপ্রবাহে বিপর্যস্ত ট্রাই-স্টেট এলাকা

ডেস্ক রিপোর্ট

১৯ জানুয়ারি সোমবার ট্রাই-স্টেট এলাকায় একটি ভয়াবহ আকটিক শৈত্যপ্রবাহ নেমে এসেছে। যা বিপজ্জনকভাবে তাপমাত্রা কমিয়ে দিয়েছে এবং একাধিক অঞ্চলে হাজারো বাসিন্দাকে বিদ্যুৎহীন অবস্থায় ফেলেছে। ভোর ৪টা পর্যন্ত কন এডিসনের রিপোর্ট অনুযায়ী পাঁচটি কাউন্টিতে ২,২০০-এর বেশি গ্রাহক বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছেন, যার মধ্যে ক্রকলিনে ১,১৭৭, কুইন্সে ৯৫৫, ব্রঙ্কসে ৩৭, ম্যানহাটনে ১৯ ও ওয়েস্টচেস্টারে ২টি বিদ্যুৎ বিভাট ঘটেছে।

ঠাণ্ডা আবহাওয়া অব্যাহত থাকতে চলছে এবং তাপমাত্রা আরও নিম্নমুখী হবে। রোদ থাকলেও বাতাসের কারণে শীত অনুভূত হবে আরও তীব্র। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা মাত্র ৩৬°F।

আগামী ১০ দিনের পূর্বাভাসে দেখা যাচ্ছে চরম শীত ও নানা অবস্থায় তাপমাত্রা নেমে যাবে। সোমবার রাতের তাপমাত্রা ১৮°F পর্যন্ত নেমে যেতে পারে, এবং মঙ্গলবার সর্বোচ্চ ২৫°F হয়ে থাকলেও রিয়েলফিল তাপমাত্রা এক অঙ্কে থাকতে পারে। বুধবার ৩৪°F পর্যন্ত বেড়ে শিথিলতার কিছু লক্ষণ দেখা যেতে পারে, তবে শনিবার ও রবিবার আবার খুব কম তাপমাত্রা ও তুষার সম্ভাব্য বলেও পূর্বাভাস রয়েছে। পরের সপ্তাহে তাপমাত্রা সাধারণভাবে ২০°F থেকে ৩০°F সীমায় ওঠানামা করবে এবং বাতাসের কারণে ঠাণ্ডা অনুভূতি আরও কঠোর হবে।

এ অবস্থায় কর্তৃপক্ষ এবং আবহাওয়া পরিষদ বাসিন্দাদের নিম্নোক্ত সতর্কতা জারি করেছেন:

দীর্ঘ সময় বাইরে থাকায় হাইপোথার্মিয়া ও ফ্রস্টবাইট হওয়ার ঝুঁকি বেশি। নল ও পাইপ ফেলা ঠাণ্ডায় জমে যেতে পারে, তাই গৃহস্থালি প্রস্তুতি নিতে হবে। পর্যাপ্ত গরম কাপড় ও নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা নিতে হবে।



অ্যাডভোকেট শেখ আখতার উল ইসলামের স্মরণে শোকসভা

ডেস্ক রিপোর্ট

নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসে জুইস সেন্টারে ১৮ জানুয়ারি রোববার সন্ধ্যায় কক্ষপথ-৭১ ও প্রোগ্রেসিভ ফোরাম ইউএসএর উদ্যোগে প্রয়াত অ্যাডভোকেট শেখ আখতার উল ইসলামের স্মরণে শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়।

শোকসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রোগ্রেসিভ ফোরামের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা খোরশেদ উল ইসলাম এবং সঞ্চালনা করেন কক্ষপথ-৭১-এর যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট মিয়া জাকির। সভার শুরুতে প্রয়াত শেখ আখতার উল ইসলামের স্মৃতির প্রতি সম্মান জানিয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়।

স্বাগত বক্তব্য দেন প্রোগ্রেসিভ ফোরাম ইউএসএর সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন বাচ্চু এবং কক্ষপথ-৭১-এর সদস্য সচিব অ্যাডভোকেট

জয়জিত আচার্য। শোকসভায় বীর মুক্তিযোদ্ধা, আইনজীবী, সাংবাদিক ও বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ইসমাইল আনসারী, বাংলাদেশ ল'সোসাইটি ইউএসএ ইনক-এর সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট এম. মতিউর রহমান, সিনিয়র সাংবাদিক ও কক্ষপথ-৭১-এর উপদেষ্টা হাকিকুল ইসলাম খোকন, বাংলাদেশ ল'সোসাইটি ইউএসএ ইনক-এর সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ আলী বারুল, সাবেক সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট সাইয়েদ মঈন উদ্দিন জুনেদ, উদ্দীপ্তার সাধারণ সম্পাদক কল্লোল দাস, মহিলা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক সুলেখা পাল, বাংলাদেশ ল'সোসাইটি ইউএসএ ইনক-এর সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ সাইদুর রহমান, প্রোগ্রেসিভ ফোরামের

যুগ্ম সম্পাদক আলিম উদ্দিন, ডাঃ আজিজুল হক, ডিষ্ট্রিট এলাহী লিয়াকত, ডাঃ ওবায়দে উল্লাহ মামুন, কালফুম খন্দগীর, এম.এ. করিম জাহাঙ্গীর, প্রয়াত শেখ আকতার উল ইসলামের ছোট ভাই শেখ আতিকুল ইসলাম, আল আমিন বাবু, সাংবাদিক উত্তম কুমার সাহা প্রমুখ।

শোকসভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ল'সোসাইটি ইউএসএ ইনক-এর কোষাধ্যক্ষ অ্যাডভোকেট মাহবুব আলম ও মুনমুন সাহা। বক্তারা প্রয়াত শেখ আকতার উল ইসলামের সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড ও স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, তিনি বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সিনিয়র আইনজীবী হিসেবে দেশ ও সমাজের কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

শোকসভায় প্রয়াত শেখ আখতার উল ইসলামের আত্মার শান্তি কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম কাইয়ুম।

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাস্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)

সাকসেস মাল্টিপারপাস এন্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফর্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER MITU PHYSICAL THERAPY P.C. MITU HOME CARE LLC.



RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

MITU DISABILITY CENTER

- স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
- ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
- এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
- ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.

আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। হাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হাটের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, বিনবিদন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।

Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট)

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)

Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

পরীক্ষা ছাড়াই
আমেরিকার
সিটিজেনশীপ

N-648 WAIVER

MITU HOME CARE LLC.

আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন

আপনার মা-বাবা, স্বতন্ত্র-শ্রমজী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকার রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।



Md. Kamroul Hasan
President & Ceo



YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WE'LL BUY IT

আমরা বাড়ি বেচা ফেনা, ট্যাক্সি নিজিৎ এবং টিএনএল ইনসিউরেন্স করে থাকি।

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনসিউরেন্স করা হয়

PHONE: 718-612-8825
EMAIL: hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462




বিদেশি নাগরিকত্ব ও সম্পদ গোপন করেছেন ৬ প্রার্থী

ঢাকা অফিস

বিদেশি নাগরিকত্ব এবং বিদেশে থাকা সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন অন্তত ছয়জন প্রার্থী। দুইজন প্রার্থী যুক্তরাজ্যের নাগরিক হয়েও নির্বাচন অংশ নিচ্ছেন। বাকি চারজন বিদেশে থাকা সম্পদের তথ্য গোপন করে প্রার্থী হয়েছেন আসন্ন ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) নিজস্ব অনুসন্ধানে এই তথ্য জানিয়েছে। তবে সংস্থাটি এই ছয়জনের নাম পরিচয় প্রকাশ করেনি।

‘নির্বাচনী হলফনামায় প্রার্থী পরিচিতি: ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচন ২০২৬’ শীর্ষক প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরেছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। আজ বৃহস্পতিবার রাজধানীর ধানমন্ডিতে টিআইবির কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিবেদনটির এ তথ্য তুলে ধরেন সংস্থাটির পরিচালক কর্মকর্তা মোহাম্মদ তৌহিদুল ইসলাম। উপস্থিত ছিলেন টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজজামান।

হলফনামায় দেওয়া প্রার্থীদের তথ্যের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে টিআইবি। সংস্থাটির পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, অন্তত চারজন প্রার্থী বিদেশে থাকা সম্পদের তথ্য গোপন করেছেন। কিন্তু তাদের মনোনয়ন বৈধ হয়েছে। পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে, একজন প্রার্থী বিদেশে তিনটি ফ্ল্যাটের মালিকানা থাকার ঘোষণা দিলেও, সংখ্যাটি কমপক্ষে তিনগুণ। ওই প্রার্থীর বিদেশে সম্ভাব্য বিনিয়োগের পরিমাণ প্রায় ৩৫ কোটি টাকা।

টিআইবি নাম না জানালেও, হলফনামায় আরব আমিরাতে তিনটি ফ্ল্যাট থাকার কথা জানিয়েছেন সম্প্রতি বিএনপিতে ফেরা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নপত্র এস কে এ একরামুজ্জামান। তিনি ডামি ভোট খ্যাত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে এমপি হয়েছিলেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া-১ আসন থেকে। নির্বাচন করায় বিএনপি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।



পলিসি সামিটে অংশ নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ভারত-পাকিস্তানসহ প্রায় ৩০ দেশের প্রতিনিধি।

জামায়াতের পলিসি সামিটে ভারতসহ ৩০ দেশের প্রতিনিধি

জাতীয় নির্বাচন ২০২৬

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে এই সামিট শুরু হয়।

ঢাকা ডেস্ক

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আয়োজিত পলিসি সামিট ২০২৬-এ অংশ নিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ভারত, পাকিস্তানসহ প্রায় ৩০ দেশের প্রতিনিধি। মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে এই সামিট শুরু হয়।

জামায়াতের বিদেশ বিভাগের এক দায়িত্বশীল জানান, সকাল থেকেই বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা সামিটে অংশ নিয়েছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চীন, জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য,

নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপরেখা প্রকাশ করে জামায়াত।

জার্মানি, ফ্রান্স, কোরিয়া, ভারত, পাকিস্তান, ইরান, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, মালদ্বীপ, ব্রুনাই, শ্রীলঙ্কাসহ প্রায় ৩০টি দেশের প্রতিনিধি সামিটে এসে পৌঁছেছেন।

সামিটের শুরুতে কি-নোট উপস্থাপন করেন জামায়াত আমির ডা. শফিকুর রহমান। তিনি বলেন, দেশের প্রধান চ্যালেঞ্জ এখন টিকে থাকা নয়, বরং স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা।

এ সময় নির্বাচনকে সামনে রেখে নতুন ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক রূপরেখা প্রকাশ করে

জামায়াত।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ইতিহাস একটি দীর্ঘ ও অসমাপ্ত সংগ্রামের ইতিহাস— রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক মুক্তি ও মানবিক মর্যাদার সংগ্রাম। ১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা এবং ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতার মূল লক্ষ্য ছিল সামাজিক ন্যায়বিচার ও অর্থনৈতিক মুক্তি। তবে পাঁচ দশকের বেশি সময় পার হলেও সেই প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।

শফিকুর রহমান বলেন, গত ১৭ বছরে শাসনব্যবস্থার ব্যর্থতা ও কর্তৃত্ববাদী চর্চার কারণে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান দুর্বল হয়েছে, জবাবদিহি কমেছে এবং নাগরিকদের কণ্ঠস্বর সংকুচিত হয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাইয়ে আবারও জনগণ, বিশেষ করে তরুণগণের নিজেদের অধিকার ও ভবিষ্যৎ পুনরুদ্ধারের দাবিতে

মিশিগানে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার নামে রাস্তার নামকরণ বাতিল

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের হ্যামট্রাম্যাক শহরে বিদেশি কোনো রাজনৈতিক নেতা বা নেত্রীর নামে রাস্তা কিংবা স্থাপনার নামকরণ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিটি কাউন্সিল। এই সিদ্ধান্তের ফলে বাংলাদেশের সাবেক দুই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার নামে রাস্তার নামকরণের পূর্ববর্তী অনুমোদন বাতিল হয়ে গেছে।

মঙ্গলবার (১৩ জানুয়ারি) রাতে মেয়র অ্যাডাম আলহারাবীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সিটি কাউন্সিলের বৈঠকে ৩-২ ভোটের ব্যবধানে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কেবল যারা হ্যামট্রাম্যাক শহরের উন্নয়ন বা কল্যাণমূলক কাজে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, তাদের নামেই রাস্তা বা স্থাপনার নামকরণ করা যাবে।

এর আগে গত ৬ জানুয়ারি কাউন্সিল সদস্য মোহাম্মদ হাসানের প্রস্তাবে কাপেন্টার স্ট্রিটের নাম বেগম খালেদা জিয়ার নামে রাখার সিদ্ধান্ত ৪-২ ভোটে অনুমোদিত হয়। পরে ১৩ জানুয়ারির বৈঠকে কাউন্সিল সদস্য আবু আহমেদ মুসার প্রস্তাবে ক্যানিফ স্ট্রিটের নাম শেখ হাসিনার নামে রাখার বিষয়টি ৩-২ ভোটে অনুমোদন পায়।

এসব প্রস্তাব ঘিরে সভায় উপস্থিত শহরের বাসিন্দা ও কমিউনিটির প্রতিনিধিদের মধ্যে পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা হয়। আলোচনায় বাংলাদেশের রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড নিয়েও মতামত উঠে আসে।

হ্যামট্রাম্যাক শহরের মেয়র অ্যাডাম আলহারাবী ওই দিন রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় বলেন, বাঙালি সম্প্রদায়সহ শহরের সব বাসিন্দার প্রতি সম্মান রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তার মতে, শহরের রাস্তাগুলোর নাম স্থানীয় মানুষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হওয়া উচিত এবং কাউন্সিলের অগ্রাধিকার হলো বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবনসংক্রান্ত বিষয়গুলোতে মনোযোগ দেওয়া।

মেয়র ও সিটি কাউন্সিলের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন হ্যামট্রাম্যাকের অনেক বাসিন্দা।

এদিকে গত ১৮ জানুয়ারি হ্যামট্রাম্যাক সিটি কাউন্সিল শহরের ওয়াইনডট স্ট্রিটের সম্মানসূচক নামকরণ করেছে ‘গ্রেগ কোয়ালকি স্ট্রিট’। গ্রেগ কোয়ালকি হ্যামট্রাম্যাক সিটির হিস্টোরিক্যাল মিউজিয়ামের প্রধান এবং শহরের ইতিহাস নিয়ে ১১টি বইয়ের লেখক।



LEGAL NETWORK INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির
সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

গ্রিনগ্রেশন/ এসাইল্যান্ট সেন্টার:
গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব

অর্ধ শতাব্দিক ATTORNEY এবং
CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫, ৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com

২৬০ বিলিয়ন ডলারের বাজেটের পরিকল্পনা নিউইয়র্কের

করপোরেট কর বহাল

আজমল হোসেন

রেকর্ড ২৬০ বিলিয়ন ডলারের রাজ্য বাজেট বাস্তবায়নে করপোরেট করের উচ্চ হার আরও অন্তত তিন বছর বহাল রাখার পরিকল্পনা করেছে নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্য। রাজ্য কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, সম্ভাব্য ফেডারেল তহবিল কাটছাঁটের প্রভাব মোকাবিলা করতেই এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে।

গভর্নর ক্যাথি হোকুল মঙ্গলবার প্রস্তাবিত ব্যয় পরিকল্পনা উপস্থাপন করার কথা রয়েছে। বাজেট সংশ্লিষ্ট নেতারা বলছেন, এটি নতুন করে কর বাড়ানো নয়; বরং বিদ্যমান করনীতির ধারাবাহিকতা।

জানা গেছে, প্রস্তাবিত ২৬০ বিলিয়ন ডলারের বাজেট গত বছরের ২৫৪ বিলিয়ন ডলারের তুলনায় প্রায় ২ দশমিক ৪ শতাংশ বেশি। এ বাজেটের আওতায় নিউইয়র্ক সিটিতে দুই বছর বয়সী শিশুদের পরিবারকে সহায়তার লক্ষ্যে বছরব্যয় মেয়াদি শিশু যত্ন উদ্যোগসহ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি সম্প্রসারণের প্রতিশ্রুতিও রয়েছে। যাদের মুনাফা ৫০ লাখ ডলারের বেশি এমন বড় করপোরেশনের উচ্চ করহার ২০২৯ অর্থবছর পর্যন্ত বাড়ানোর পক্ষে জোর দেবেন আগামী নভেম্বরে পুনর্নির্বাচনে অংশ নিতে যাওয়া গভর্নর হোকুল।

রাজ্যের বাজেট পরিচালক ব্লেক ওয়াশিংটন বলেন, শিক্ষা, শিশু যত্ন ও মেডিকেইডসহ গুরুত্বপূর্ণ খাতে বিনিয়োগ অব্যাহত রাখতে বর্তমান করআইন বহাল রাখা জরুরি। কোভিড-১৯ মহামারির সময় চালু হওয়া এই করহার চলতি বছরের এপ্রিলের শুরুতে মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল। এটি



বহাল থাকলে বছরে প্রায় ১ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার অতিরিক্ত রাজস্ব আসতে পারে বলে কর্মকর্তারা ধারণা করছেন। একই সঙ্গে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানিসহ প্রগতিশীল নেতাদের পক্ষ থেকে ধনীদের ওপর কর বাড়ানোর রাজনৈতিক চাপও রয়েছে।

ব্যয় পরিকল্পনায় শিক্ষা খাতে ৩৯ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার বরাদ্দের প্রস্তাব রয়েছে। যা গত বছরের তুলনায় প্রায় ৪ দশমিক ৩ শতাংশ বেশি। স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩৮ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলার। তবে বাজেট কর্মকর্তারা সতর্ক করেছেন, ১ এপ্রিল শুরু হতে যাওয়া নতুন অর্থবছরে নিউইয়র্ককে প্রায় ১০ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলারের ফেডারেল তহবিল কাটছাঁটের মুখে পড়তে হতে পারে, যা রাজ্য আয়ের সিদ্ধান্তকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

একই সঙ্গে অতিরিক্ত কর আরোপে সতর্ক অবস্থান নেওয়ার কথাও জানিয়েছেন রাজ্য নেতারা। তাদের আশঙ্কা, কর বেশি হলে কোম্পানি ও উচ্চ আয়ের ব্যক্তিরা কম করের রাজ্যে চলে যেতে পারেন। ব্লেক ওয়াশিংটন বলেন, ব্যবসায়িক স্থানান্তরের বিষয়টি

আর্থিক পরিকল্পনায় বিবেচনায় রাখা হচ্ছে এবং করনীতিতে রাজস্ব চাহিদা ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে।

করপোরেট করের পাশাপাশি নির্বাহী বাজেটে তামাকমুক্ত নিকোটিন পাউচ, যেমন: জেডওয়াইএন পণ্যের ওপর নতুন কর আরোপের প্রস্তাব আসতে পারে। প্রস্তাবিত ৭৫ শতাংশ কর থেকে প্রায় ৫৪ বিলিয়ন ডলার রাজস্ব আসতে পারে, যা মেডিকেইডসহ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় মেটাতে ব্যবহার করা হবে। কর্মকর্তাদের মতে, এসব পণ্য জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়ায়; কর বাড়ালে ব্যবহার নিরুৎসাহিত হওয়ার পাশাপাশি প্রতিরোধমূলক কর্মসূচিতে অর্থ জোগান দেওয়া সম্ভব হবে।

বর্তমানে নিউইয়র্ক আগামী বছরে প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলারের বাজেট ঘাটতির পূর্বাভাস দিচ্ছে, যা ২০৩০ অর্থবছরে গিয়ে প্রায় ১২ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছাতে পারে। তবুও বেকার ভাতা তহবিলের নেনা মেটাতে গত বছর প্রায় ৬ বিলিয়ন ডলার ব্যবহার করার পরও রাজ্য ১৪ দশমিক ৬ বিলিয়ন ডলার রিজার্ভ ধরে রাখার পরিকল্পনা করছে।

নিউইয়র্কে বিপার 'নৈ:শব্দ্য ও গোধূলির গান'

বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব পারফর্মিং আর্টস - বিপার আয়োজনে 'নৈ:শব্দ্য ও গোধূলির গান' নিউইয়র্কে দক্ষিণ এশীয় গ্রুপদী শিল্প-চর্চা ও মঞ্চায়নে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে বলে উচ্ছ্বসিত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকেরা। গত শুক্রবার (১৬ জানুয়ারি) নিউইয়র্কের জ্যামাইকায় হিলসাইড এভিনিউতে এক আর্টস সেন্টারে বৃটেন থেকে আগত অতিথি শিল্পী, সৌধ পরিচালক কবি টি এম আহমেদ কায়সার ও বৃটেনের শীর্ষ শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী, বিদূষী চন্দ্রা চক্রবর্তী সৌধের নতুন শিল্প-প্রকল্প 'নৈ:শব্দ্য ও গোধূলির গান' পরিবেশন করেন। বিপা'র নিয়মিত আয়োজন জলসা সিরিজের অংশ হিসাবে তা মঞ্চায়িত হয়।

টি এম আহমেদ কায়সারকে কর্তে জল ও হাওরের গান শেষে বিদূষী চন্দ্রা চক্রবর্তী প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে ভারতীয় শাস্ত্রীয় ও উপশাস্ত্রীয় সঙ্গীত, পঞ্চকবির গানের সম্মোহনী সব পরিবেশনা দিয়ে যোরগ্রস্ত করে রাখেন হলভর্তি শিল্পরসিক দর্শকদের। গণিত শিক্ষক ও সংস্কৃতিকর্মী স্বর্ধ্ব সরকার বলেন, চন্দ্রা চক্রবর্তীর গান আমি ইউটিউবে শুনেছি ইতোপূর্বে। আজ সরাসরি বসে তন্ময় হয়ে শুনছি তার কর্তের অবিস্মরণীয় যাদু - এটা খুব সৌভাগ্যের। এই মাপের গান বাজনা শোনার সুযোগ নিউইয়র্কে খুব কমই ঘটে।

প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা শোয়েব মজুমদার বলেন 'আমি আমার স্ত্রী ও কন্যা সহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছি। আমার কন্যা নিজে ও একজন কবি। আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পুরো অনুষ্ঠান উপভোগ করেছি। কায়সার ভাইয়ের গানের ফাঁকে গান নিয়ে ছোট ছোট ব্যাখ্যা আর চন্দ্রা চক্রবর্তীর স্বর্গীয় সব



ছবি: মিনহাজ আহমেদ

শাস্ত্রীয় উপশাস্ত্রীয় পরিবেশনা রীতিমত আমাদের অন্য ভুবনে নিয়ে গেছে। অনেক দিন মনে থাকবে এই অসামান্য আয়োজনের স্মৃতি।

সন্ধ্যা ঠিক সাড়ে সাতটায় টি এম আহমেদ কায়সার ও বিদূষী চন্দ্রা চক্রবর্তীকে ফুল দিয়ে বরণ করেন বিপা'র দুই অন্যতম স্তম্ভ সেলিমা আশরাফ ও নিলোফার জাহান। সোহানি ইসলামের সঞ্চালনায় শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য রাখেন নিলোফার জাহান। অনুষ্ঠানের প্রেক্ষিত ব্যখ্যা করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন প্রগতিশীল সংস্কৃতিকর্মী ও আলোকচিত্রী মিনহাজ আহমেদ। আহমেদ কায়সারের গানের ফাঁকে কবি জসীম উদ্দিন, সুফিয়া কামাল ও চন্দ্রীদাসের কবিতা পাঠ করেন তাহারিনা পারভীন প্রীতি। পুরো অনুষ্ঠানে তবলা সঙ্গত করেন পিনাক পাণি গোস্বামী ও কীবোর্ডে রিপন মিয়া। শব্দ প্রক্ষেপণ ও নিয়ন্ত্রণে ছিলেন সুমন সিংহ।

অনুষ্ঠানে দর্শক হিসাবে উপস্থিত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে

তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও বিশিষ্ট কবি অধ্যাপক শামীম রেজা বলেন, নিউইয়র্কে এসে এই প্রথম এমন যাদু ছড়ানো অনুষ্ঠান সচক্ষে দেখতে পেলাম। এজন্যে বিপা'কে প্রাণ ঢালা অভিনন্দন! এই অনুষ্ঠান একদিকে যেমন খুব সেরিব্রাল অন্যদিকে ছিলো আদ্যোপান্ত উপভোগ্য - এই সমন্বয় খুব বিরল।

অনুষ্ঠানের শেষের দিকে বিদূষী চন্দ্রা চক্রবর্তীকে কিছু ঠুমরি ও টপ্পা গানের অনুরোধ জানান গল্পকার কুলদা রায় এবং চন্দ্রা চক্রবর্তীর গাওয়া কিছু ঠুমরিকে পন্ডিত অজয় চক্রবর্তীর পরে সকল অর্থেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলে উল্লেখ করেন। সমাপনী বক্তব্যে বিপা'র অন্যতম সংগঠক ও সঙ্গীত শিক্ষক সেলিমা আশরাফ বলেন, এমন অপূর্ব গান বাজনা শেষে খুব বেশি কথা বলা যায় না। তবে এটুকু নিশ্চিত যে এই বিনিময় আগামিতে আরো অসংখ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে সুদূর হবে ও স্থায়িত্ব পাবে।

‘সোনালি যুগের’ পুনরুজ্জীবন ঘটাতে চীন যাচ্ছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার আগামী সপ্তাহের চীন সফর করবেন। এই সময়ে ব্রিটেন ও চীন ব্যবসায়িক সংলাপে এক ‘সোনালি যুগ’ পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্য নিয়েছে। এ উদ্যোগ সম্পর্কে অবগত তিনটি সূত্র বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এমনটাই জানিয়েছে। উভয় দেশের শীর্ষ নির্বাহীরা এতে অংশ নেবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

অ্যাস্ট্রাজেনেকা, ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম, এইচএসবিসি, ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলস গ্রুপ, জাঙ্গ্যার ল্যান্ড রোভার, রোলস রয়েস, শ্রোভার্স ও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড—এই ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো নতুন করে সাজানো ‘ইউকে—চীন সিইও কাউন্সিলে’ যোগ দিতে যাচ্ছে। এই কাউন্সিল গঠিত হয় ২০১৮ সালে, তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে এবং তৎকালীন



চীনা প্রধানমন্ত্রী লি কেজিয়াংয়ের উদ্যোগে। সে সময় উভয় পক্ষই দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কে ‘সোনালি যুগ’ বলে আখ্যা দিয়েছিল।

সূত্রগুলো জানিয়েছে, চীনের পক্ষ থেকে

ব্যাংক অব চায়না, চায়না কনস্ট্রাকশন ব্যাংক, চায়না মোবাইল, ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড কমার্শিয়াল ব্যাংক অব চায়না, চায়না রেল অ্যান্ড রোলিং স্টক করপোরেশন, চায়না ন্যাশনাল

ফার্মাসিউটিক্যাল গ্রুপ এবং বিওয়াইডিসহ আরও কয়েকটি কোম্পানি প্রতিনিধিত্ব করবে।

সূত্রগুলোর মতে, আলোচনা কিছুদিন ধরেই চলছিল। তবে স্টারমারের সফরটি মূলত লন্ডনে চীনের ইউরোপের সবচেয়ে বড় দূতাবাস নির্মাণের অনুমোদনের ওপর নির্ভর করায়—যার বিষয়ে মঙ্গলবার সিদ্ধান্ত হয়েছে—আলোচনা এখনই মূলত গতি পেয়েছে। একটি সূত্র জানিয়েছে, গ্রুপটির ইংরেজি ভাষার আনুষ্ঠানিক নামসহ কিছু বিষয় এখনো চূড়ান্ত হয়নি। ব্রিটিশ সরকার নামের মধ্যে ‘সিইও’ শব্দটি রাখতে অনিচ্ছুক, অন্যদিকে চীনা পক্ষ ২০১৮ সালে ব্যবহৃত একই চীনা অনুবাদ রাখার পরিকল্পনা করছে।

সবগুলো সূত্রই সতর্ক করে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড অধিগ্রহণের ঝুঁকি স্টারমারের সফর ভেঙে দিতে পারে। তারা আরও যোগ করেন, দূতাবাস

সংক্রান্ত সিদ্ধান্তটি একেবারেই সাম্প্রতিক হওয়ায় সফরের অন্যান্য দিক এখনো চূড়ান্ত করা হচ্ছে।

একটি সূত্র জানায়, ব্রিটিশ পক্ষ শুক্রবারের মধ্যেই সফর ও স্টারমারের কর্মসূচি ঘোষণা করতে পারে। কোন কোন সিইও এতে অংশ নেবেন, তা কেউই নিশ্চিত করতে পারেননি। এক করপোরেট সূত্র বলেন, তাদের প্রধান নির্বাহী অংশ নিতে রাজি হননি, কারণ সফরটি আদৌ হবে কি না—এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছিল না। রয়টার্স সম্ভাব্য অংশগ্রহণকারী সব কোম্পানি, পাশাপাশি ব্রিটিশ ও চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তাৎক্ষণিকভাবে কেউই মন্তব্য করেনি।

স্টারমার ২০১৮ সালের পর প্রথম কোনো ব্রিটিশ নেতা হিসেবে চীন সফরে যাচ্ছেন। লক্ষ্য হলো বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির সঙ্গে সম্পর্ক নতুন করে গড়া।


MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

মর্টগেজ নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
Low Income, No Problem

Direct Lender
 আমরা ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

★ ট্যাক্সী ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম
 ★ এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্ট
 ★ যারা হোম কেয়ারে কাজ করেন তাদের বিশেষ সুবিধা

646-920-4799

আপনার সেবাই আমাদের লক্ষ্য

● ব্যক্তিগত পরামর্শ ● ইন্টারেস্ট রেট কম ● ইনভেস্টমেন্ট
 ● ফ্রি এপ্রোভাল ● ফাস্ট ক্লোজিং ● দ্রুত এবং বিশ্বস্ত

139-27 Queens Blvd, Jamaica, NY 11435

Akib Hussain

নিউইয়র্কে এলাহি ট্যাক্সের নতুন অফিস উদ্বোধন



ট্যাক্স ফাইল করলে ওমরা হজসহ বিভিন্ন পুরস্কারের ঘোষণা

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে এলাহি ট্যাক্সের নতুন অফিস উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার ওজন পার্ক ও ব্রুকলিনের কর্ণারে অবস্থিত নতুন এ অফিসটি দোয়া ও মোনাজাতের মাধ্যমে উদ্বোধন করা হয়। দোয়া ও মোনাজাত পরিচালনা করেন বাইতুল মামুর মসজিদের ইমাম ও খতিব মাওলানা দেলোয়ার হোসেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আগামী ট্যাক্স মৌসুমে অংশগ্রহণকারীদের জন্য ওমরা হজ সহ বিভিন্ন পুরস্কারের ঘোষণা দেন EA আইআরএস এনরোলড এজেন্ট ও এলাহি ট্যাক্সের সিইও কুদরতে এলাহি। তিনি বলেন, আমাদের এখানে যারা ট্যাক্স ফাইল করতে আসবেন তাদের প্রত্যেককে আমরা একটা করে টোকেন দিব। ট্যাক্স সিজন যেদিন শেষ হবে এর পর দিন কুপনের ড্র অনুষ্ঠিত হবে।

তিনি জানান, প্রথম পুরস্কার

থাকবে ওমরা প্যাকেজ। দ্বিতীয় পুরস্কার হিসেবে আমরা ট্রান্স প্রশাসনের ঘোষিত নবজাতকদের জন্য খোলা ট্রান্স একাউন্ট সরকারি ডোনেশনের সাথে ম্যাচ করে আমরাও এক হাজার ডলার জমা করে দিব। যাদের বৈবির ট্রান্স একাউন্ট আছে কেবল তারাই এ পুরস্কারটি পাবেন। এছাড়াও থাকছে ১০০ ডলার করে ৫টি গিফটকার্ড।

এসময় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক জাকির এইচ চৌধুরী, কবির হাট উপজেলা সমিতি ইউএসএ এর সভাপতি ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মির্জা মোহাম্মদ হোসেন, ট্যাক্স এনরোলড এজেন্ট মিয়া আফজাল হোসেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে কমিউনিটি এন্টিভিটি ও নোয়াখালী সোসাইটি অব ইউএসএ এর সাধারণ সম্পাদক এএসএম মঈনুদ্দিন পিটুসহ স্থানীয় ব্যবসায়ী, সাংবাদিক ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

এবার ব্রিটেনের চাগোস দ্বীপপুঞ্জ 'নজর' ট্রান্সপের

ঢাকা ডেস্ক

ব্রিটেনের চাগোস দ্বীপপুঞ্জ মরিশাসের কাছে হস্তান্তরের পরিকল্পনাকে 'চরম বোকামি' এবং 'জাতীয় নিরাপত্তার জন্য বিশাল ঝুঁকি' হিসেবে অভিহিত করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ দেওয়া পোস্টে ট্রাম্প এমন বার্তা দেন। ট্রাম্পের এই আকস্মিক অবস্থান পরিবর্তনের ফলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ারা স্টারমার এক নজিরবিহীন আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সংকটের মুখে পড়েছেন।

প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাঁর পোস্টে ব্রিটিশ সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করে লেখেন, "আশ্চর্যজনকভাবে আমাদের "মেধাবী" ন্যাটো মিত্র যুক্তরাজ্য দিয়েগো গার্সিয়া দ্বীপটি মরিশাসের হাতে তুলে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে। সেখানে আমাদের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। কোনো সংগত কারণ ছাড়াই তারা এটি হস্তান্তর করছে।"

EARN 100K TO 200K PER YEAR

- Selenium Automation Testing
- SQL Server Database Administration
- Business Analyst

**PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.**

Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu

Washington University of Science and Technology

If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

Authorized Employment Agency by: **NYC** Consumer and Worker Protection

Certified Training Institute by: **SCBES** **NYC**

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL

আগ্রা প্যালেস রেস্তুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল

বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেস্তুরেন্ট ও পার্টি হল।

- সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
- সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
- অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হাল্কা খাবার পরিবেশনা।
- ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।

INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE

বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

agra palace

Restaurant & Party Hall

ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880



রাজধানী ঢাকায় জামায়াতে ইসলামীর সমর্থকদের মিছিল। ছবি: ওয়াশিংটন পোস্ট

বাংলাদেশে জামায়াতকে ‘বন্ধু’ হিসেবে চায় যুক্তরাষ্ট্র

ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদন

বাংলাদেশে একদা নিষিদ্ধ বৃহত্তম ইসলামপন্থী দল জামায়াতে ইসলামীকে ‘বন্ধু’ হিসেবে পেতে চায় যুক্তরাষ্ট্র। ২০২৪ সালের অভ্যুত্থানে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে দলটির ভূমিকা ও পরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্র সংসদে দলটির ছাত্রসংগঠনের বিজয়ে যুক্তরাষ্ট্র আশ্বিত। তাদের কাছে ‘মধ্যপন্থী ইসলামি দল’ তকমা পাওয়া জামায়াতকে আগামী নির্বাচনে ক্ষমতায় দেখতে চায় দেশটি। ক্ষমতায় গিয়ে জামায়াত যদি তাদের কথা না শোনে, তাহলে শুষ্ক আরোপসহ কঠোর পদক্ষেপ নেবে। মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের এক প্রতিবেদনে এমন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আজকের পত্রিকার পাঠকদের জন্য প্রতিবেদনটির হ্রহ অনুবাদ তুলে ধরা হলো।

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ইসলামপন্থী দল জামায়াত ইসলামীর ইতিহাসের সেরা ফল পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় দলটির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর কথা ভাবছেন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিকেরা। দ্য ওয়াশিংটন পোস্টের হাতে আসা অডিও রেকর্ড থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে একাধিকবার নিষিদ্ধ জামায়াতে ইসলামীর ওপর সর্বশেষ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল ২০২৪ সালে ছাত্র আন্দোলনের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমলে। কঠোর হাতে দেশ পরিচালনাকারী এই নেত্রীর শাসনামলেই দলটি রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে কোণঠাসা ছিল। ঐতিহ্যগতভাবে শরিয়াহভিত্তিক শাসনব্যবস্থা ও নারীদের কর্মঘণ্টা কমিয়ে সন্তান পালনের দায়িত্বের পক্ষে অবস্থান নেওয়া দলটি সাম্প্রতিক সময়ে নিজেদের ভাবমূর্তি কিছুটা বদলানোর চেষ্টা করছে। দলটি বলছে, এখন তাদের মূল লক্ষ্য দুর্নীতি দূর করা।

বাংলাদেশে দ্রুত রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে ঢাকায় অবস্থানরত মার্কিন কূটনীতিকেরা ইসলামপন্থী এই পুনরুত্থানশীল দলের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী—এমন ইঙ্গিত মিলেছে। গত ১ ডিসেম্বর ঢাকায় নারী সাংবাদিকদের সঙ্গে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে এক মার্কিন কূটনীতিক বলেন, বাংলাদেশ ‘ইসলামঘোষা’ হয়ে উঠেছে এবং আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামীর ফলাফল অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে ভালো হবে। অডিও রেকর্ডে এসব মন্তব্য শোনা যায়।

ওই কূটনীতিক বলেন, ‘আমরা চাই তারা আমাদের বন্ধু হোক।’ জামায়াতের ‘প্রভাবশালী’ ছাত্রসংগঠন শিবিরের নেতাদের অনুষ্ঠানে আনতে পারবেন কি না, তা বৈঠকে উপস্থিত সাংবাদিকদের কাছে জানতে চান তিনি। ওই কূটনীতিক বলেন, ‘আপনারা কি তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে পারবেন? তাঁরা কি অনুষ্ঠানে আসবেন?’

নিরাপত্তাজনিত কারণে দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট ওই কূটনীতিকের নাম প্রকাশ করেনি।জামায়াত ক্ষমতায় গেলে শরিয়াহ আইন চাপিয়ে দেবে— এমন আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের হাতে যথেষ্ট চাপ প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। তাঁর ভাষা, ‘আমি একেবারেই বিশ্বাস করি না যে জামায়াত শরিয়াহ আইন চাপিয়ে দিতে পারবে।’ তিনি বলেন, দলটির নেতারা উদ্বেগজনক কোনো পদক্ষেপ নিলে যুক্তরাষ্ট্র পরদিনই শতভাগ শুষ্ক আরোপ করতে পারে।

এ বিষয়ে দ্য ওয়াশিংটন পোস্টকে দেওয়া এক বিবৃতিতে ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের মুখপাত্র মনিকা শাই বলেন, ডিসেম্বরের ওই আলোচনা ছিল যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সঙ্গে স্থানীয়

সাংবাদিকদের একটি নিয়মিত, ‘অফ দ্য রেকর্ড’ বৈঠক। তিনি জানান, সেখানে একাধিক রাজনৈতিক দলের প্রসঙ্গ উঠে আসে এবং যুক্তরাষ্ট্র কোনো নির্দিষ্ট দলকে সমর্থন করে না। বাংলাদেশের জনগণ যে সরকার নির্বাচন করবে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের সঙ্গেই কাজ করবে। এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর যুক্তরাষ্ট্রবিষয়ক মুখপাত্র মোহাম্মদ রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, ‘একটি ব্যক্তিগত কূটনৈতিক বৈঠকে করা মন্তব্যের প্রেক্ষাপট নিয়ে আমরা মন্তব্য করতে চাই না।’

অপ্রকাশিত এসব মন্তব্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনীতিকদের দৃষ্টিভঙ্গির একটি স্পষ্ট চিত্র তুলে ধরে। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের পর নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক অস্থিরতার পর আসন্ন নির্বাচনকে বাংলাদেশের জন্য একটি ‘গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক মাইলফলক’ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

জামায়াতে ইসলামীর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগ বৃদ্ধি ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লির সম্পর্কে নতুন ফাটল ধরাতে পারে বলে মনে করেন আটলান্টিক কাউন্সিলের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক জ্যেষ্ঠ ফেলো মাইকেল কুগেলম্যান। তিনি বলেন, ভারত-পাকিস্তান সাম্প্রতিক সংঘাত, রাশিয়ার তেল কেনা, অমীমাংসিত বাণিজ্য চুক্তি ও বহু ভারতীয় পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শুষ্ক আরোপ—এসব কারণে দুই দেশের সম্পর্ক এমনিতেই নিম্ন পর্যায়ে রয়েছে।

কুগেলম্যান বলেন, জামায়াত বরাবরই ভারতের সবচেয়ে বড় আতঙ্কের দল। দলটিকে পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ ও আঞ্চলিক নিরাপত্তা কৌশলের জন্য হুমকি হিসেবে দেখে ভারত। তবে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের মুখপাত্র মনিকা শাই বলেন, বাংলাদেশের নির্বাচন যুক্তরাষ্ট্র—ভারত সম্পর্কের ওপর ‘গুরুত্বপূর্ণ কোনো প্রভাব’ ফেলবে না। তাঁর মতে, ঢাকা ও নয়াদিল্লির সঙ্গে ওয়াশিংটনের সম্পর্ক নিজ নিজ ভিত্তিতেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

‘মূলধারায়’ জামায়াত ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্য দিয়ে গেছে বাংলাদেশ। সামরিক অভ্যুত্থান, স্বৈরশাসন এবং আওয়ামী লীগ ও বিএনপির পালাক্রমে শাসনে দেশটি দীর্ঘদিন ধরে টালমাটাল রাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি।

একই সঙ্গে চীন ও ভারতের মতো আঞ্চলিক শক্তিগুলোর সঙ্গে সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করাও বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রায় আড়াই হাজার মাইল স্থলসীমান্ত রয়েছে।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক এখন প্রায় তলানিতে। শেখ হাসিনা ভারতের ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিলেন এবং ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তিনি নয়াদিল্লিতে আশ্রয় নেন। গত নভেম্বরে বাংলাদেশের একটি ট্রাইব্যুনাল অন্তত ১ হাজার ৪০০ বিক্ষোভকারীকে হত্যার দায়ে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেন। তবে অন্তর্বর্তী সরকারের অনুরোধ সত্ত্বেও তাকে এখনো প্রতাপণ করেনি ভারত।

ডিসেম্বরে ঢাকার বৈঠকে ওই মার্কিন কূটনীতিক বলেন, শেখ হাসিনার দণ্ডদেশ ‘রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত চতুর’ সিদ্ধান্ত। ট্রাইব্যুনালের বিচার যে ‘মুক্ত ও ন্যায্য’ ছিল না, তা তিনি স্বীকার করেন। তবে তাঁর ভাষা, তিনি (হাসিনা) ‘দোষী’ ছিলেন এবং ট্রাইব্যুনাল নিজ ‘নিজ অধিক্ষেত্রে’ তা প্রমাণ করেছেন, যা ছিল চমকপ্রদ।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর সহিংসতার ঘটনায় দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়েছে।

গত মাসে চট্টগ্রামে ভারতীয় মিশনের কাছে বিক্ষোভকারীদের হামলার পর ভারত সেখানকার ভিসা কার্যক্রম স্থগিত করে। জ্বাবে বাংলাদেশও নয়াদিল্লি দূতাবাসে ভিসা কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। অন্তর্বর্তী সরকার শৃঙ্খলা ফিরিয়ে এনে রাজনৈতিক রূপান্তরের প্রস্তুতি নিতে চাচ্ছে। ক্ষমতা গ্রহণের পর ইউনুস বলেছিলেন, ‘বাংলাদেশ একটি পরিবার, আমাদের একে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে।’ সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে তিনি বলেন, নির্বাচন নির্ধারিত সময়েই হবে—১২ ফেব্রুয়ারির আগে বা পরে নয়।

জামায়াতের মুখপাত্র রহমান বলেন, তাঁদের দল দুর্নীতিবিরোধী, স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও সুশাসনের পক্ষে প্রচারণা চালাচ্ছে। নারীদের কর্মঘণ্টা কমানোর প্রস্তাব এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং ‘শরিয়াহ আইন চালুর কোনো পরিকল্পনা নেই’ বলেও তিনি দাবি করেন।

এই নির্বাচনে জামায়াতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বিএনপি। দলটি জিতলে তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। তবে বিএনপির এক সূত্র জানায়, তিনি মনে করেন, জামায়াত ভালো ফল করলেও সম্ভাব্য সরকারে তাদের নেওয়া হবে না। তবে জামায়াতের আমির শফিকুর রহমান বলেছেন, বিএনপির সঙ্গে কাজ করতে তিনি আগ্রহী। এর আগে ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বিএনপি নেতৃত্বাধীন সরকারে জামায়াত শরিক ছিল।

শেখ হাসিনার পতনের পর জামায়াতের নেতারা ওয়াশিংটনে চারটি বৈঠক করেছেন এবং ঢাকায়ও কয়েক দফা মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন বলে জানান মোহাম্মদ রহমান। তিনি বলেন, দলটির শীর্ষ নেতা সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ারের সঙ্গে আর্থায়ালি কথা বলেছেন।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এসব বৈঠক নিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। তারা ঢাকার বৈঠকগুলোকে ‘নিয়মিত কূটনৈতিক কার্যক্রম’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।

ডিসেম্বরে ঢাকায় ওই বৈঠকে মার্কিন কূটনীতিক জানান, জামায়াত ছাড়াও হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের মতো অন্যান্য রক্ষণশীল ইসলামপন্থী দলের সঙ্গেও যোগাযোগ বাড়ানোর কথা ভাবছে দূতাবাস।

ওই মার্কিন কূটনীতিক বলেন, ‘আমরা চাই তারা আমাদের বন্ধু হোক, যেন প্রয়োজনে ফোন তুলে বলতে পারি—তোমরা যা বলেছ, এর পরিণতি কী হবে।’

তবে জামায়াত ক্ষমতায় গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রবিরোধী নীতি নিলে বাংলাদেশের পোশাক খাতকে লক্ষ্য করে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার ইশ্টিয়ারিও দেন তিনি। তাঁর ভাষায়, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের ২০ শতাংশ রপ্তানি পোশাকনির্ভর। নারীদের কাজ থেকে সরিয়ে দিলে বা শরিয়াহ আইন চাপিয়ে দিলে আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ডগুলো অর্ডার বন্ধ করে দেবে। তখন বাংলাদেশের অর্থনীতিও টিকবে না। তবে ওই কূটনীতিকের মতে, ‘জামায়াত তা করবে না। দেশে অনেক শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান মানুষ আছে। আমরা তাঁদের স্পষ্ট করে জানিয়ে দেব, কী হলে কী পরিণতি হবে।’

বিশ্লেষকদের মতে, এতে ভারতের উদ্বেগ কমবে না। ২০১৯ সালে কাম্বোজে জামায়াতে ইসলামীর শাখাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে ভারত। ২০২৪ সালে সেই নিষেধাজ্ঞা নবায়ন করেছে।

মাইকেল কুগেলম্যানের ভাষায়, যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্ক যদি ভালো থাকত, তাহলে হয়তো ওয়াশিংটন ভারতের উদ্বেগের প্রতি বেশি সংবেদনশীল হতো। কিন্তু সম্পর্ক যখন এতটা নড়বড়ে, তখন মার্কিন কর্মকর্তারা ভারতীয় উদ্বেগকে ততটা গুরুত্ব না-ও দিতে পারেন।

গাজায় এক দিনে ইসরায়েলি হামলায় ৩ সাংবাদিকসহ নিহত ১১

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গাজা উপত্যকায় গতকাল বুধবার ভোরের পর থেকে ইসরায়েলি হামলায় দুই শিশু, তিন সাংবাদিকসহ অন্তত ১১ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে এবং আরও ৬ জন আহত হয়েছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই তথ্য নিশ্চিত করেছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এই তথ্য জানা গেছে।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক মুনির আল-বুরশ আল জাজিরাকে জানিয়েছেন, বুধবার নিহত তিন ফটো সাংবাদিক একটি গাড়িতে করে যাচ্ছিলেন। তারা ‘মিসরীয় কমিটি ফর গাজা রিলিফের’ হয়ে কাজ করতেন, যা গাজায় মিসরের ত্রাণ কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করে।

সহকর্মী ও চিকিৎসা কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে আল জাজিরা জানিয়েছে, আনাস ঘুনাইম, আব্দুল রউফ শাখ এবং মোহাম্মদ কেশতা মধ্য গাজার তথাকথিত নেতজারিম করিডরের কাছে মার্তপাথ্যয়ে সংবাদ সংগ্রহ করছিলেন। ওই হামলায় চতুর্থ আরেকজন ব্যক্তিও নিহত হয়েছেন।

অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে, রাস্তার পাশে তাদের পুড়ে যাওয়া বিশ্বস্ত গাড়িটি পড়ে আছে এবং ধ্বংসাবশেষ থেকে ধোঁয়া উড়ছে। মিসরীয় কমিটির মুখপাত্র মোহাম্মদ মনসুর বার্তা সংস্থা এপিকে বলেছেন, সাংবাদিকেরা একটি নতুন বাস্তুচ্যুত শিবিরের চিত্র ধারণ করছিলেন। তিনি জানান, ইসরায়েলি নিয়ন্ত্রিত এলাকা থেকে প্রায় ৫ কিলোমিটার দূরে এই হামলা চালানো হয়েছে এবং ওই গাড়িটি যে মিসরীয় কমিটির, তা ইসরায়েলি সেনাবাহিনী আগে থেকেই জানত।

অন্যদিকে ইসরায়েলি আর্মি রেডিও একটি নিরাপত্তা স্তরের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, ইসরায়েলি বিমানবাহিনী মধ্য গাজায় একটি গাড়িকে লক্ষ্যবস্তু করেছে। তাদের দাবি, ওই গাড়িতে থাকা ব্যক্তিরা ড্রোনের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করছিল।



টাওয়ার হ্যামলেটস ইন্ডিপেনডেন্টস পার্টির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু

আজিজুল আদ্বিয়া, লন্ডন

যুক্তরাজ্যের লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটসে নতুন একটি রাজনৈতিক দলের আনুষ্ঠানিক আত্মপ্রকাশ হয়েছে। ‘টাওয়ার হ্যামলেটস ইন্ডিপেনডেন্টস পার্টি’ নামে দলটি স্থানীয় জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধিত্ব, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিমূলক রাজনীতির অঙ্গীকার নিয়ে তাদের রাজনৈতিক যাত্রা শুরু করেছে।

বুধবার (১৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৬টায় পূর্ব লন্ডনের হ্যামলেটস এলাকার মিস্টার হোয়াইটস ইংলিশ রেস্টুরেন্টে দলের উদ্বোধনী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন দলের চেয়ারপারসন লিলিয়ান কলিপ। তিনি বলেন, টাওয়ার হ্যামলেটস ইন্ডিপেনডেন্টস পার্টি সব সময় জনগণের পাশে থাকবে। স্বচ্ছতা, ন্যায্যবিচার ও কমিউনিটির কণ্ঠস্বরকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়াই দলের মূল লক্ষ্য।

সভায় দলের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও



ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে ব্যাপক বিক্ষোভ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অভিবাসন নীতির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ আরও তীব্র হয়েছে। গত মঙ্গলবার দেশটির বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে হাজারো শ্রমিক ও শিক্ষার্থী রাজপথে নেমে মিছিল-সমাবেশ করেন। বড় শহরের পাশাপাশি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসেও এই বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়। প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম বর্ষপূর্তিতে অভিবাসীদের বিরুদ্ধে শুরু করা কঠোর অভিযানকে কেন্দ্র করেই দেশজুড়ে এই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে।

সম্প্রতি মিনিয়াপোলিসে অভিবাসন ও শুষ্ক বিভাগের (আইস) অভিযানে এক কর্মকর্তার গুলিতে ৩৭ বছর বয়সী মার্কিন নাগরিক রেনি গুড নিহত হওয়ার ঘটনার পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এ ঘটনার প্রতিবাদে ওয়াশিংটন ডিসি ছাড়াও নর্থ ক্যারোলাইনার অ্যাশভিলের মতো ছোট শহরগুলোতে শত শত মানুষ সমবেত হন। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একাধিক ভিডিওতে দেখা যায়, বিক্ষোভকারীরা ‘নো আইস, নো কেকেকে, নো ফ্যাসিস্ট ইউএসএ’ স্লোগান দিচ্ছেন।

ওহাইও অঙ্গরাজ্যের ক্লিভল্যান্ডে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা ‘ঘৃণা নয়, ভয় নয়— অভিবাসীদের স্বাগত’ স্লোগান দেন। একই সময়ে নিউ মেক্সিকোর সান্তা ফে শহরে স্কুল শিক্ষার্থীরা ক্লাস

বর্জন করে স্টেট হাউসের সামনে সমাবেশ করে। বামপন্থি সংগঠন ইন্ডিভিজিবল ও ৫০৫০১-এর পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রমিক ইউনিয়ন ও মানবাধিকার সংগঠন এই কর্মসূচির ডাক দেয়। বিশেষ করে টেক্সাসের এল পাসোস মতো অভিবাসী আটক কেন্দ্রগুলোর বিরোধিতা করছেন বিক্ষোভকারীরা। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, এসব কেন্দ্রে গত ছয় সপ্তাহে অন্তত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

ইউরোপে ন্যাটোর কমান্ড সেন্টারে লোকবল কমাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এদিকে অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার মধ্যেই ইউরোপে ন্যাটোর একাধিক কমান্ড সেন্টার থেকে প্রায় ২০০ মার্কিন কর্মী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওয়াশিংটন। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ব্রাসেলস ও পর্তুগালে অবস্থিত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ও গোয়েন্দা কেন্দ্রগুলোতে এই কাটছাট করা হবে বলে জানা গেছে। বিশ্লেষকদের মতে, এ সিদ্ধান্ত ন্যাটো জোটের ভবিষ্যৎ ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিশ্রুতি নিয়ে ইউরোপীয় দেশগুলোর উদ্বেগ আরও বাড়তে পারে।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে দাবি করা হচ্ছে, এটি জনবল পুনর্বিন্যাসের অংশ মাত্র এবং এর ফলে ইউরোপে মোতায়েন মার্কিন বাহিনীর সামগ্রিক উপস্থিতিতে বড় ধরনের কোনো পরিবর্তন আসবে না। সূত্র: এনবিসি, রয়টার্স ও আলজাজিরা।



টাওয়ার হ্যামলেটস ইন্ডিপেনডেন্টস পার্টির আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু

ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক ভিশন তুলে ধরা হয়। দলের সেক্রেটারি মোহাম্মদ হামিদ তার বক্তব্যে সাংগঠনিক কাঠামো ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা ব্যাখ্যা করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দলের ট্রেজারার আলী হোসেন দিপু। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আগত কাউন্সিলরদের আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাগত জানানো হয়। নতুনভাবে দলে যোগ দেন কাউন্সিলর সাইফ উদ্দিন খালেদ (ব্রমলি নর্থ), কাউন্সিলর জাহেদ চৌধুরী (ল্যান্ডবুরি) এবং কাউন্সিলর কবির হোসেন (স্পিটালফিল্ডস ও বাংলাটাউন)।

এ ছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত কমিউনিটির প্রতিনিধিরা তাদের মতামত তুলে ধরেন। স্থানীয় সমস্যা, আবাসন সংকট, শিক্ষা, যুব উন্নয়নসহ দীর্ঘদিনের বিভিন্ন দাবি নিয়ে বক্তব্য দেন ফারহাদ আহমেদ, নেহা গুপ্তা ও সৈয়দ হাসান।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে দলের পক্ষ থেকে টাওয়ার হ্যামলেটসের মেয়র প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়। আগামী নির্বাচনে দলের হয়ে ব্যারিস্টার

আফজাল জামি সৈয়দ আলী। যিনি ব্যারিস্টার জামি নামে পরিচিত। ব্যারিস্টার জামি তার বক্তব্যে বলেন, জনগণের সঙ্গে থেকে জনগণের জন্য কাজ করাই লক্ষ্য। টাওয়ার হ্যামলেটসকে একটি ন্যায্যভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক বরো হিসেবে গড়ে তুলতে তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অনুষ্ঠানে সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে একটি উন্মুক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে দলের নেতৃত্ব, কাউন্সিলর ও নির্বাহী সদস্যরা বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

শেষ পর্বে চেয়ারপারসন লিলিয়ান কলিপ উপস্থিত সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান এবং নতুন রাজনৈতিক যাত্রায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান।

বিশ্লেষকদের মতে, টাওয়ার হ্যামলেটস ইন্ডিপেনডেন্টস পার্টির আত্মপ্রকাশ স্থানীয় রাজনীতিতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে এবং বিকল্প রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।



NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones
আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email: info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us
718-874-0047
Email: info@yourdreamhomecare.com



M AZIZ

CEO & President

Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman

Board of Trustee

Bangladesh Society Inc. USA

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।

আমরা কোনো ফি নেই না।

আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ

মেডিকেইড বহন করবে

এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।

কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি
অর্থ উপার্জন করুন।



প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও
ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা
তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে
বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

**We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES**

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ
এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

Head Office

37-18, 73 Street, Suite # 402

Jackson Heights, NY 11372

(718) 874-0047, 917-560-0129

Jamaica Office:

168-25A Hillside Ave, 2nd Floor

Jamaica, NY 11432

(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:

168-47 Hillside Ave, 2nd Floor

Jamaica, NY 11432

(929) 400-4785, (718) 874-0047

**Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)**

97-01 Sutphin, Blvd

Jamaica NY 11435

(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office

7721-101 Ave. Ozone Park

New York 11416

(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office

720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208

(646) 500-1657, (718) 874-0047

1088 Liberty Avenue,

Brooklyn NY 11208

(929) 283-8432

Fulton Office:

584 Nostrand Ave. NY 11216

(646) 5001657

Bronx Office

2140 Starling Ave.

Bronx, NY 10462

917-391-4841, 718-874-0047 (Office)

Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza

3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215

(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:

1155 Broadway Buffalo, NY 14212

(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road

Buffalo, NY 14094

(716) 400 1446

Albany Office

114 Quail St. Albany, NY 12203

518-379-5496, 518-243-9096

718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরনের ইমিগ্রেশন সমস্যা

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে
পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসআইল্যাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে থেক্টার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্সুলার প্রসেসিং ও 221(g)
- ভিসা রিফিউজাল



KHAIRUL BASHAR, MBA,LL.M.

ATTORNEY AT LAW

CALL NOW

(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529



**KHAIRUL
BASHAR**
LAW OFFICES



বিয়েল এস্টেট
ইনভেস্টমেন্ট

Nurul Azim



Your Any Question Contact Here

+1 516 451 3748



প্রাইভেট অকশনের বাড়ি



পাবলিক অকশনের বাড়ি



ব্যক্তিগত মালিকানা বাড়ি



শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment

150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021

nurulazim67@gmail.com



ব্রহ্মসে ‘চিশতি সিপিএ পিসি ও অ্যাসেন্ড এবিএ’র উদ্বোধন

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

নিউইয়র্কের ব্রহ্মসে উদ্বোধন হলো চিশতি গ্রুপের নতুন অফিস চিশতি সিপিএ পিসি এবং অ্যাসেন্ড এবিএ’র নতুন শাখা। গত গত ১৮ জানুয়ারি পার্কচেস্টারের ম্যাকগ্রো অ্যাভিনিউতে উৎসবমুখর পরিবেশে ফিতা কেটে প্রতিষ্ঠানটির নতুন শাখার উদ্বোধন করা হয়।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে চিশতী অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস’র প্রেসিডেন্ট অ্যান্ড সিইও মোহাম্মদ চিশতী বলেন, আমাদের হেড অফিস জ্যাকসন হাইটসে। কিন্তু সেখানে কার পার্কিং ও যানজট সমস্যা প্রকট। আমাদের অনেক কাস্টমার ব্রহ্মসে বাস করেন। তাদের টোল দিয়ে কুইসে যেতে হয়। এসব কথা বিবেচনা করে এখানে অ্যাসেন্ড এবিএ খোঁপা সিেন্টার ও চিশতি সিপিএ অফিসের শাখা চালু করলাম। এখানে ট্যাক্স ফাইলিং সুবিধা ছাড়াও অ্যাসেন্ড এবিএ খোঁপার সিেন্টার থাকছে। ব্রহ্মসে বিশাল বাংলাদেশি কমিউনিটির সেবা দেবার জন্যই আমাদের এ সিদ্ধান্ত।

অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা নতুন এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। সেইসাথে প্রতিষ্ঠানটি সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে কমিউনিটির কল্যাণে পাশে থাকবে এমনটাই প্রত্যাশা সকলের।

তিনি আরও বলেন, নতুন এই অফিসের মাধ্যমে অ্যাকাউন্টিং, ট্যাক্স ও বিজনেস অ্যাডভাইজরি সেবা আরও পেশাদার ও বিস্তৃত পরিসরে প্রদান করা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয় সেবা প্রদানের পাশাপাশি তৈরি হবে নতুন কর্মসংস্থানেরও। ভবিষ্যতে চিশতি গ্রুপ নিউইয়র্কের ৫টি বারোতে শাখা অফিসের মাধ্যমে তাদের পরিসর আরও বাড়াতে চায় বলেও জানান তিনি।

এদিকে অটিজম কেয়ার সেবায় নিয়োজিত অ্যাসেন্ড এবিএ শিশু ও

তরুণদের জন্য ইন-হোম এবং সেন্টার-ভিত্তিক থেরাপি সেবা প্রদান করবে বলে জানান প্রতিষ্ঠানটির কর্ণধার চেরি এন চিশতী। তিনি বলেন, এই সেবার আওতায় ৩ থেকে ২১ বছর বয়সী অটিজমে আক্রান্ত শিশু ও তরুণরা তাদের নিজ বাসা অথবা ব্রহ্মসে অবস্থিত থেরাপি সেন্টার থেকে চিকিৎসা ও সহায়তা গ্রহণ করতে পারবেন।

অনুষ্ঠানে আগত অতিথিরা নতুন এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান। সেইসাথে প্রতিষ্ঠানটি সততা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে কমিউনিটির কল্যাণে পাশে থাকবে এমনটাই প্রত্যাশা সকলের।

এ সময় নিউইয়র্ক সিটি মেয়র অফিসের এডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসার মীর বাশার, এম এন মজুমদার, সিপিএ জাকির চৌধুরী, জগন্নাথ চৌধুরী, মাইনুদ্দিন পিটু, কাজি হাসান, জয় চৌধুরী, তরিকুল ইসলাম মিঠু, তুষার পিক ও এম এ মামুনসহ ব্যবসায়ী, পেশাজীবী, কমিউনিটি প্রতিনিধি, পরিবার-পরিজনসহ বিপুলসংখ্যক আমন্ত্রিত অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

ইউরোপের ৮ দেশের ওপর শুষ্ক আরোপ থেকে সরে এলেন ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাজ্য, জার্মানি, ফ্রান্সসহ ইউরোপের আটটি দেশের ওপর শুষ্ক আরোপের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে বিরোধিতা করার জেরে আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এসব দেশের ওপর ১০ শতাংশ শুষ্ক কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। গতকাল বুধবার সুইজারল্যান্ডের দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের (ডব্লিউইএফ) বৈঠকে অংশ নেওয়ার পর নিজের টুথ সোশ্যালের দেওয়া এক পোস্টে তিনি এ কথা জানান।

ওই পোস্টে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ন্যাটোর মহাসচিব মার্ক রুতের সঙ্গে ‘খুবই ফলপ্রসূ’ বৈঠক হয়েছে। তিনি জানান, এ বৈঠকের ওপর ভিত্তি করে তাঁরা গ্রিনল্যান্ডের বিষয়ে ‘ভবিষ্যৎ চুক্তির একটি রূপরেখা’ তৈরি করেছেন।

ট্রাম্প আরও বলেন, ‘এই সমাধান যদি চূড়ান্ত হয়, তবে সেটা যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোর দেশগুলো—সবার জন্যই একটি চমৎকার বিষয় হবে।’

ওই পোস্টে ট্রাম্প ঘোষণা দেন, ‘এই বোঝাপড়ার ওপর ভিত্তি করে আমি আগামী ১ ফেব্রুয়ারি থেকে (ইউরোপের আট দেশের ওপর) কার্যকর হতে যাওয়া শুষ্ক আরোপ করছি না।’

তবে তিনি জানান, গ্রিনল্যান্ডের সঙ্গে সম্পর্কিত ‘দ্য গোল্ডেন ডোম’ নিয়ে অতিরিক্ত আলোচনা চলমান। আলোচনার অগ্রগতির বিষয়টি পরবর্তী সময় জানানো হবে। এর আগে দাভোসে গতকাল ডব্লিউইএফের বৈঠকে ট্রাম্প বলেন, গ্রিনল্যান্ডের মালিকানা যুক্তরাষ্ট্রের কাছেই থাকা উচিত। তবে ডেনমার্কের স্বায়ত্তশাসিত এই অঞ্চল দখলে নিতে বলপ্রয়োগ করা হবে না।

গ্রিনল্যান্ড ইউরোপের দেশ ডেনমার্কের অংশ। ট্রাম্পের ভাষ্য, উত্তর মেরুর আর্কটিক অঞ্চলের বরফ গলছে এবং পরাশক্তিশূলের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়ছে। এমন পরিস্থিতিতে খনিজসমৃদ্ধ গ্রিনল্যান্ড যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোর নিরাপত্তার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।



ফ্রি বাস চান মামদানি, ভাড়া আদায়ে কঠোর হচ্ছে এমটিএ

ইফতেখার হোসেন

নিউইয়র্ক সিটিতে বাসে ভাড়া ফাঁকি এখন বড় আর্থিক সংকটের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। একদিকে মেয়র জোহরান মামদানি শহরে ফ্রি বাস চালুর পক্ষে অবস্থান নিচ্ছেন, অন্যদিকে ভাড়া ফাঁকির কারণে প্রতিবছর শহরটির প্রায় ৯০০ মিলিয়ন ডলার থেকে ১ বিলিয়ন ডলার রাজস্ব হারাচ্ছে বলে জানা গেছে।

অনুসন্ধান দেখা গেছে, নিউইয়র্ক সিটির বিভিন্ন ব্যস্ত বাস রুটে যাত্রীদের বড় একটি অংশ কোনো ভাড়া না দিয়েই বাসে উঠছেন। ব্রহ্মসের বিএক্স১২ এবং হার্লম থেকে ম্যানহাটনগামী এম১৫ রুটে অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা যায়, অনেক ক্ষেত্রে ভিড় করা বাসে ওঠা যাত্রীদের অর্ধেকেরও বেশি ভাড়া পরিশোধ করছেন না।

নিয়ম অনুযায়ী, এমটিএ বাসে ওঠার সময় যাত্রীদের ফোন বা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে ইলেকট্রনিক ওএমএনওয়াই পেমেন্ট সিস্টেমে ট্যাপ করার কথা। ভাড়া পরিশোধ হলে সবুজ ‘গো’ সংকেত দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, শুধু পেছনের দরজা নয়—চালকের পাশের সামনের দরজায় উঠেও বহু যাত্রী ভাড়া না দিয়েই প্রবেশ করছেন। দুই ঘণ্টার পর্যবেক্ষণে ক্যামেরায় উজন উজন এমন ঘটনা ধরা পড়ে; কোথাও কোথাও পুরো দল একসঙ্গে ভাড়া না দিয়েই বাসে ওঠে।

সম্প্রতি কুইন্সের কিউ৭০ বাসে চড়ে মেয়র মামদানি আবারও ফ্রি বাস চালুর অঙ্গীকারের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, দেশের সবচেয়ে ব্যয়বহুল শহরে বাসকে দ্রুত ও ফ্রি করার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে আমরা আগের মতোই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তবে সিটিজেনস বাজেট কমিশন (সিবিসি)—এর এক প্রতিবেদনে বলা

হয়েছে, বাস্তবে ইতোমধ্যেই বিপুলসংখ্যক মানুষ অনিয়মিতভাবে বিনা ভাড়ায় বাসে যাতায়াত করছেন। কমিশনের হিসাবে, প্রতি মিনিটে ৭০০—এর বেশি যাত্রী বাসে ভাড়া ফাঁকি দিচ্ছেন। সাবওয়ে ভাড়া ফাঁকির সঙ্গে মিলিয়ে গত বছর এই ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯০০ মিলিয়ন ডলার।

সিবিসির বিশ্লেষক আনা শ্যাম্পেনি বলেন, বাস ভাড়া ফাঁকি এমটিএ—এর জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। প্রতিটি বাসে একজন করে পুলিশ বা নিরাপত্তারক্ষী বসানো বাস্তবসম্মত নয়।

এমটিএ—এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জ্যানো লিবার বলেন, এই অর্থ গণপরিবহন উন্নয়ন ও বাস চালু রাখার জন্য অত্যন্ত জরুরি। রাজস্ব যদি এভাবে নষ্ট হয়, তাহলে আমরা বাস ও সাবওয়ে চালিয়ে যেতে পারব না।

ফ্রি বাস ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে লিবার জানান, নতুন মেয়র ও তার টিমের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হবে, তবে বিষয়টি জটিল। তার ভাষায়, মেয়র গণপরিবহনবান্ধব—এটা আমাদের জন্য ইতিবাচক। কিন্তু কিছু কঠিন বাস্তবতা আমাদের সমাধান করতে হবে।

বাস্তবে এমটিএ ফ্রি বাস ব্যবহার ওপর নির্ভর করছে না বলেই ইঙ্গিত মিলেছে। সংস্থাটি জানিয়েছে, চলতি বছরের শেষ নাগাদ বাসে উঠার পর যাত্রীদের ভাড়া পরিশোধ করা হয়েছে কি না তা যাচাই করতে হ্যান্ডহেল্ড ডিভাইসসহ ভাড়া পরীক্ষক নিয়োগ দেওয়া হবে।

এদিকে গভর্নর ক্যাথি হোকুল স্পষ্ট করে বলেছেন, রাজ্যের বাজেটে নিকট ভবিষ্যতে ফ্রি বাস কর্মসূচির জন্য কোনো অর্থ বরাদ্দের পরিকল্পনা নেই। অন্তত আগামী এক বছরের মধ্যে এটি তাঁর বাজেট পরিকল্পনার অংশ নয়।

ট্রাম্পের শান্তি পর্যদে যোগ দিচ্ছেন ‘যুদ্ধাপরাধী’ নেতানিয়াহু

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্যোগ ‘বোর্ড অব পিস’ বা শান্তি পর্যদে যোগ দিচ্ছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিামিন নেতানিয়াহু। বুধবার এ সংক্রান্ত আমন্ত্রণপত্র তিনি গ্রহণ করেছেন।

আলজাজিরা জানিয়েছে, নেতানিয়াহুর দপ্তর সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তাঁর এই যোগদান শান্তি পর্যদকে আরও বিতর্কিত করবে। কারণ, গাজা উপত্যকায় যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে নেতানিয়াহুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত (আইসিপি)।

উদ্যোগটির ধারণা প্রকাশের পর থেকে, কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধানকে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সুত্রের বরাত দিয়ে এর আগে মিজল ইস্ট আই জানিয়েছিল, প্রথমে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। গত রোববার মিসর, ভারত, পাকিস্তান ও মিলানমেলায় রূপ দিয়েছিল। আড্ডা শেষে উপস্থিত লেখক ও কবিবৃন্দ আয়োজক এবং অংশগ্রহণকারী সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

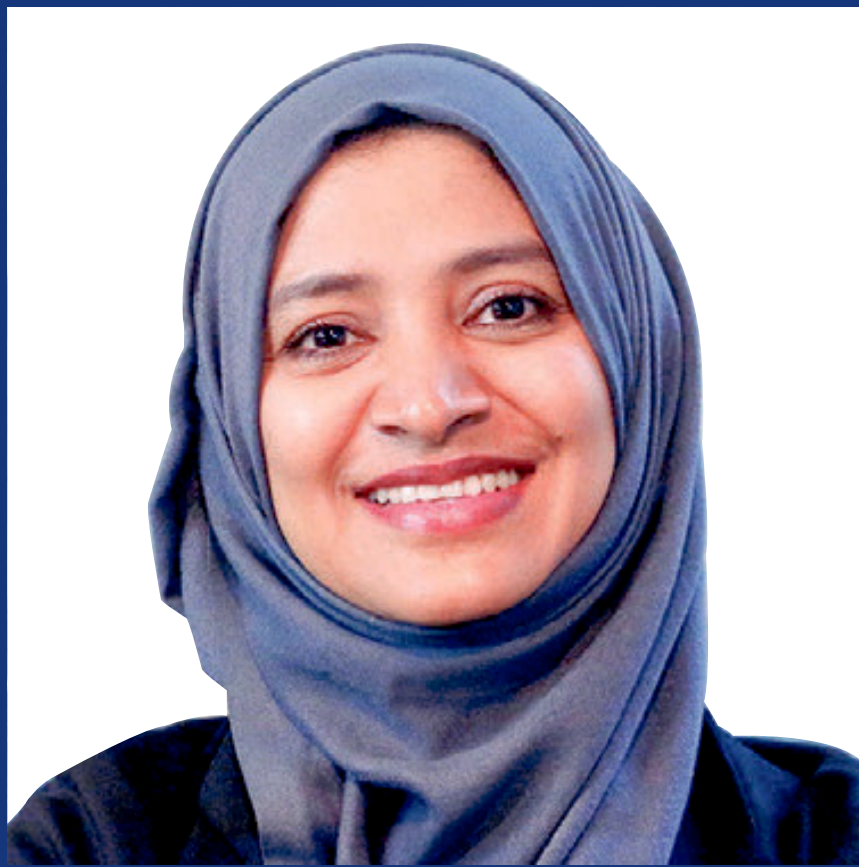


এক উদ্যোগ যা বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে জাতিসংঘের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে। বিভিন্ন স্থানে সংঘাতের মধ্যস্থতাকারী হিসেবেও কাজ করবে। এ সংক্রান্ত নথির বরাত দিয়ে মিজল ইস্ট আই বলছে, বোর্ড অব পিসের চেয়ারম্যান হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প বিস্তৃত ক্ষমতার অধিকারী হবেন। তাঁর হাতে কোনো দেশকে সদস্য করা কিংবা অপসারণের ক্ষমতা থাকবে। বোর্ডের আই বলছে, বোর্ড অব পিসের সদস্য দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য বিরুদ্ধে ভোট দেবেন। প্রথম বছরে ১ বিলিয়ন ডলার অবদান রাখার মাধ্যমে কোনো দেশ ৩ বছরের জন্য বোর্ডের সদস্য হতে পারবে।

VOTE FOR MARY

FEBRUARY 3rd

EARLY VOTING JAN 24 - FEB 01



DEMOCRAT RUNNING AS AN
INDEPENDENT ON THE PEOPLE FIRST PARTY
AFFORDABLE INCLUSIVE NEW YORK

PAID FOR BY MARY JOBAIDA FOR ASSEMBLY

PLEASE SUPPORT



SCAN HERE TO DONATE

LONG ISLAND CITY | ASTORIA
MARY★JOBaida **FOR**
NYS ASSEMBLY DISTRICT-36

WWW.MARYFORASSEMBLY.COM



দ্বিতীয় সপ্তাহে নার্সদের ধর্মঘট, সমাধানের কোনো ইঙ্গিত নেই

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্কে ১৫ হাজার নার্সের ধর্মঘট দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রবেশ করেছে। কিন্তু এখনও সমাধানের কোনো দিশা দেখা যাচ্ছে না। সপ্তাহান্তে মাউন্ট সাইনাই, মন্টিফিয়র এবং নিউইয়র্ক-প্রেসবিটেরিয়ান হাসপাতালগুলোর সঙ্গে নিউইয়র্ক স্টেট নার্সেস অ্যাসোসিয়েশনের আলোচনার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

নার্স ইউনিয়ন জানিয়েছে, তারা সপ্তাহান্তের আলোচনার আগে সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব জমা দিয়েছিল। তবে আলোচনায় কোনো প্রগতি হয়নি। ইউনিয়নের দাবি,

স্টাফিং বাড়ানো, কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য সুবিধা বজায় রাখা জরুরি। হাসপাতালগুলো এগুলোকে ‘অমৌজিক’ দাবি বলে প্রত্যাখ্যান করেছে।

এক শীর্ষ ট্রেড গ্রুপের মতে, অস্থায়ী নার্সের জন্য হাসপাতালে প্রায় ১০০ মিলিয়ন ডলার ব্যয় হয়েছে।

শুধু মন্টিফিয়রই রবিবার সন্ধ্যায় দীর্ঘ আলোচনার পর কর্মক্ষেত্রে সহিংসতা রোধের জন্য পাল্টা প্রস্তাব জমা দেয়। তবে তাতেও কোনো অর্থপূর্ণ অগ্রগতি হয়নি। মাউন্ট সাইনাই ও নিউইয়র্ক-প্রেসবিটেরিয়ান তাদের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে

এবং নতুন কোনো আলোচনার সময়সূচি মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত নির্ধারিত হয়নি।

ধর্মঘটের সময় ন্যায়বিচারের পক্ষে সিনেটর বার্নি স্যান্ডার্স (ভার্মন্ট) ও মেয়র জোহরান মামদানি সোমবার মাউন্ট সাইনাই ওয়েস্ট পিকেট লাইনে নার্সদের সমর্থন জানিয়েছেন।

এই পরিস্থিতিতে হাসপাতালগুলোতে রোগীর সেবা প্রভাবিত হওয়া শুরু হয়েছে এবং ন্যায়সংগ্রামকারী নার্সরা তাদের মূল দাবিগুলোতে দাঁড়িয়ে আছে। বর্তমানে ধর্মঘটের সমাধান নিয়ে কোনো তাত্ক্ষণিক আলোচনা নেই।

পবিত্র রমজানে নামাজে লাউড স্পিকার ব্যবহার নিষিদ্ধ সৌদিতে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

পবিত্র রমজান মাসে নামাজে মসজিদের বাইরের লাউডস্পিকার ব্যবহারে আবারও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সৌদি আরব। দেশটির ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স, দাওয়া অ্যান্ড গাইডেন্স মন্ত্রী শেখ আবদুল লতিফ আল-শেখ এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

শেখ আবদুল লতিফ বলেন, শুধু আজান ও ইকামতে মসজিদের বাইরের লাউডস্পিকার ব্যবহার করা যাবে। গত মঙ্গলবার মন্ত্রণালয় থেকে পবিত্র রমজানের প্রস্তুতি উপলক্ষে এই ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

নির্দেশনায় উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী নামাজের সঠিক সময় মেনে চলার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। বিশেষ করে এশার নামাজের সময়সূচি ঠিক রাখা এবং প্রতি ওয়াক্তের নামাজে আজান ও ইকামতের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে।

মন্ত্রণালয় বলেছে, শুধু মসজিদের আঙিনার নির্ধারিত স্থানে ইফতার মাহফিলের আয়োজন করতে হবে। পাশাপাশি মসজিদের খাদেম ও রক্ষণাবেক্ষণ দলকে পরিচ্ছন্নতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জোর তৎপরতা চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে নারীদের নামাজের জায়গার দিকে বাড়তি নজর দিতে বলা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পবিত্র রমজানে আশপাশের মানুষের অসুবিধা না করে মুসল্লিদের জন্য একটি শান্ত, সুশৃঙ্খল ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ নিশ্চিত করাই এই পদক্ষেপের মূল লক্ষ্য।



মাখোর সানগ্লাস পরা নিয়ে কেন এত আলোচনা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফরাসিরা তাদের রুচি ও ফ্যাশনের জন্য বেশ পরিচিত। তাই সুইজারল্যান্ডের ডাভোসে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের বার্ষিক সভায় এম্যানুয়েল মাখোঁকে সানগ্লাস পরা অবস্থায় দেখে অনেকেই অবাক হননি। কিন্তু মাখোর সানগ্লাস পরার কারণ ফ্যাশন ছিল না। বরং চোখের সমস্যার কারণে নীল আভ্যুক্ত অ্যাভিয়েটর ধাঁচের সানগ্লাস পরে সভার মঞ্চে ওঠেন মাখোঁ। প্রায় ১৮ মিনিট ধরে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি নিজে চশমা নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমে এ নিয়ে চর্চা বাদ যায়নি।

কেউ কেউ মাখোর সানগ্লাসকে একটি রাজনৈতিক বার্তা হিসেবে দেখেছেন। তাদের মতে, ডোনাল্ড ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের চেষ্টা ও শুল্ক আরোপের হুমকির মুখে ফরাসি প্রেসিডেন্ট কঠোর ভাবমূর্তি তুলে ধরতে চেয়েছেন।

অনেকে আবার সানগ্লাস পরা

মাখোঁকে ‘টপ গান’ সিনেমায় টম ক্রুজের চরিত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কেউ কেউ সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অ্যাভিয়েটর চশমার কথাও বলছেন। যদিও বিশ্বনেতাদের সামনে ভাষণ দেওয়ার সময় বাইডেনকে কখনো সানগ্লাস পরতে দেখা যায়নি।

সম্প্রতি ফ্রান্সের সশস্ত্র বাহিনীর উদ্দেশে বক্তব্য দেওয়ার সময়ও মাখোঁকে সানগ্লাস পরা অবস্থায় দেখা যায়। ফরাসি সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, মাখোর চোখের ভেতরের রক্তনালি ফেটে গেছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এ অবস্থাকে ‘সাবকনজাংটিভাল হেমোরাজ’ বলা হয়। আমেরিকান একাডেমি অব অপথ্যালমোলজি অনুযায়ী, আঘাত, কাশি, হাঁচি, উচ্চ রক্তচাপ অথবা রক্ত পাতলা করার ওষুধের কারণে এটি হতে পারে। সাধারণত দুই সপ্তাহের মধ্যে কোনো চিকিৎসা ছাড়াই সেরে যায়।

এ বিষয়ে জানতে এম্যানুয়েল মাখোর দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল নিউইয়র্ক টাইমস। তবে তাত্ক্ষণিক সাড়া পায়নি।

মার্কিন অর্থমন্ত্রীর দাবি রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করেছে ভারত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

রাশিয়া থেকে তেল কেনা দেশগুলোর ওপর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের পর ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করেছে—এমনটাই দাবি করেছেন মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট।

স্থানীয় সময় বুধবার (২১ জানুয়ারি) ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মার্কিন অর্থমন্ত্রী স্কট বেসেন্ট বলেন, ‘ইউক্রেন সংঘাত শুরু হওয়ার পর ভারত রাশিয়ান তেল কেনা শুরু করেছিল, তবে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তাদের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার পর নয়াদিল্লি মস্কোর তেল কেনা বন্ধ করে দিয়েছে।’

তিনি দাবি করেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মস্কো থেকে তেল কেনা দেশগুলোর পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করার পর ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা ‘বন্ধ’ করেছে।

অবসরে গেলেন মার্কিন মহাকাশচারী সুনিতা, কত পেনশন পাবেন তিনি

এনডিটিভি

নাসার অভিজ্ঞ মহাকাশচারী সুনিতা উইলিয়ামস তাঁর ২৭ বছরের কর্মজীবন থেকে অবসরে গেছেন। এর মধ্য দিয়ে মহাকাশ গবেষণায় তিনি অসাধারণ এক যাত্রার সমাপ্তি ঘটিয়েছেন। মার্কিন সংস্থাটি নিশ্চিত করেছে, গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর থেকে তাঁর অবসর কার্যকর হয়েছে।

সুনিতার এই পৌরবর্ময় যাত্রায় অন্তর্ভুক্ত ছিল আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে তিনটি অভিযান, একাধিক মানব মহাকাশ ভ্রমণের রেকর্ড এবং মহাকাশে ৬০৮ দিন কাটানোর অভিজ্ঞতা—যা নাসার মহাকাশচারীদের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

সুনিতা ৯টি স্পেসওয়াচ (মহাকাশে হাট্টা) সম্পন্ন করেছেন।



এর মাধ্যমে মহাকাশযানের বাইরে তিনি মোট ৬২ ঘণ্টা ৬ মিনিট সময় কাটিয়েছেন। এটি যেকোনো নারী মহাকাশচারীর জন্য সর্বোচ্চ এবং নাসার ইতিহাসে সামগ্রিকভাবে

চতুর্থ সর্বোচ্চ।

এখন সবার মনে একটাই প্রশ্ন, অবসরের পর তাঁর জীবন কেমন হবে। অবসরের পর সুনিতা উইলিয়ামস কত টাকা পেনশন

পাবেন। সুনিতা উইলিয়ামস অবসর গ্রহণের পর সরাসরি নাসা থেকে কোনো পেনশন পাবেন না। এর পরিবর্তে তিনি ফেডারেল এমপ্লয়িজ রিটারারমেন্ট সিস্টেমের (এফইআরএস) আওতায় পেনশন পাবেন।

সুনিতার এই পেনশনের পরিমাণ নির্ধারণ করা হবে তাঁর ২৭ বছরের চাকরি এবং তাঁর কর্মজীবনের সর্বোচ্চ বেতন পাওয়া টানা তিন বছরের গড় বেতনের ওপর ভিত্তি করে। ধারণা করা হচ্ছে, তাঁর পেনশনের বেতন ভিত্তি হবে সর্বোচ্চ বেতন পাওয়া টানা তিন বছরের গড়। চাকরির মেয়াদ ২৭ বছর হওয়ায় সুনিতা মোট পেনশন পাবেন, সর্বোচ্চ গড় বেতনের ২৭ গুণের ১ শতাংশ।

সুনিতার পদমর্যাদা (জিএস-১৫ পে গ্রেড) এবং বার্ষিক বেতন প্রায় ১ লাখ ৩১ হাজার থেকে ১ লাখ ৪২

হাজার মার্কিন ডলার। এই হিসাবে তাঁর পেনশনের পরিমাণ বেশ ভালোই হওয়ার কথা।

অবশ্য মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে সঠিক অঙ্কটি প্রকাশ করা হয়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, তিনি বার্ষিক প্রায় ৪৩ হাজার ২০০ মার্কিন ডলার ফেডারেল সরকার থেকে পেনশন পেতে পারেন। নাসায় তাঁর ২৭ বছরের কর্মজীবনের সঙ্গে ইউএস নেভি ক্যাপ্টেন হিসেবে কাটানো সময়ের অভিজ্ঞতাও যুক্ত করা হয়েছে।

এফইআরএস পেনশনের পাশাপাশি সুনিতা মার্কিন সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্প থেকেও সুবিধা পাবেন, যা তাঁকে আলাদা মাসিক অর্থ দেবে। এ ছাড়া অন্যান্য সুবিধার মধ্যে থাকবে স্বাস্থ্যবিমা, জীবনবিমা এবং তাঁর থ্রিফট সেভিংস প্ল্যানের (টিএসপি) জমানো সঞ্চয়।

Foot Specialist
ALAM PODIATRY

পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432

OUR SERVICES

Diabetic Foot Exam Heel Injection Ingrown Toenail Fungal Toenails Fracture Management	Diabetic Shoes Foot Surgery Vascular and nerve Testing On-site X-ray Availabe
---	--

We Accept all Major insurance Plan

Dr, Sadi Alam, DPM

নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

No More FOOT PAIN

CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com

Accepting New Patients

SHURMA AGENCY INC.

SHURMA TAX SERVICES

সুরমা এজেন্সি






Shamim Shahed

Certified Paralegal
Legal Investigator

ইনকাম ট্যাক্স

পারসোনাল ইনকাম ট্যাক্স

বিজনেস ট্যাক্স

বিজনেস ইমিগ্রেশন

এমপ্লয়মেন্ট ইমিগ্রেশন

631-805-1051

TD BANK এর উল্টোপাশে, ইন্ডিয়া শাড়ি প্যালেস ISP-এর ২য় তলায়

37-07 74th Street, Suite #3

Jackson Heights, NY 11372



জো বাইডেন

বাইডেন আমলের অটোপেন ব্যবহারে প্রশ্ন

গ্রেপ্তারের দাবি ট্রাম্পের

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের প্রশাসনের কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের আহ্বান জানিয়েছেন। তার অভিযোগ, বাইডেনের মেয়াদকালে অটোপেন ব্যবহার করে নির্বাহী আদেশ ও অন্যান্য সরকারি নথিতে স্বাক্ষর করা হয়েছে, যা তিনি অবৈধ বলে দাবি করেন।

১৭ জানুয়ারি শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুথ সোশালে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প বলেন, অটোপেনের মাধ্যমে স্বাক্ষরিত নথিগুলোর আর কোনো আইনগত কার্যকারিতা নেই। তিনি দাবি করেন, অটোপেন পরিচালনাকারী ব্যক্তি জনতেন না প্রেসিডেন্ট বাইডেন এসব সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেছিলেন কি না, এবং এ বিষয়ে কোনো লিখিত আদেশও ছিল না।

ট্রাম্প তার পোস্টে আরও বলেন, এই কাজটি অবৈধভাবে সংঘটিত হয়েছে এবং এর সঙ্গে বাইডেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা জড়িত ছিলেন বলে তিনি মনে করেন। এর আগে ট্রাম্প অটোপেন ব্যবহার করে জারি করা নির্বাহী আদেশ ও ক্ষমা ঘোষণাগুলোকে বাতিলযোগ্য বলে উল্লেখ করেছিলেন। সর্বশেষ পোস্টে তিনি সংশ্লিষ্টদের গ্রেপ্তার এবং সম্ভাব্য ফৌজদারি বিচারের দাবি জানান। তিনি বলেন, এ বিষয়ে “মূল্য দিতে হবে”।

পোস্টের শেষাংশে ট্রাম্প আবারও ২০২০ সালের যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং নির্বাচনটি “রিগড” ছিল বলে দাবি করেন। এ বিষয়ে হোয়াইট হাউস বা যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ থেকে তাত্ক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ভেনেজুয়েলায় শক্তিশালী ‘সনিক উইপন’ ব্যবহার করেছেন ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণের অভিযানে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী একটি শক্তিশালী ‘সনিক উইপন’ (শব্দান্ত্র) ব্যবহার করেছিল বলে দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, অস্ত্রটি বিশেষ। এটা আর কারও কাছে নেই। একই সঙ্গে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক শক্তির প্রশংসাও করেন।

এর আগে হোয়াইট হাউসের প্রেস সেক্রেটারি কারোলিন লেভিট দাবি করেছিলেন, অভিযানে ব্যবহৃত একটি যন্ত্রের কারণে ভেনেজুয়েলার সেনাদের নাক দিয়ে রক্ত পড়া এবং রক্তবমি হয়। এর পর থেকেই ‘সনিক উইপন’ ব্যবহারের গুঞ্জন শুরু হয়।

ব্রিটিশ দৈনিক দ্য টেলিগ্রাফের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গতকাল মঙ্গলবার প্রচারিত নিউজ্যাম্বারের ‘কেটি পাভলিচ টুনাইট’ অনুষ্ঠানে দেওয়া সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প অস্ত্রটি নিয়ে বিস্তারিত এড়িয়ে যান। উপস্থাপক কেটি পাভলিচ যখন জানতে চান, এই অস্ত্রের ক্ষমতা নিয়ে মার্কিন নাগরিকদের উদ্দিগ্ন হওয়া উচিত কি না...তারপর ট্রাম্প ক্র কুঁকৈ বলেন, ‘হ্যাঁ, হওয়াই উচিত।’

মাদুরোকে অপহরণে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যোগসাজশের ইঙ্গিত দিল রয়টার্সমাদুরোকে অপহরণে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাঁর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যোগসাজশের ইঙ্গিত দিল রয়টার্স

ট্রাম্প আরও বলেন, ‘এটা এমন কিছু, যা আমি বলতে চাই না... কারণ আর কারও কাছে এটা নেই। আমাদের এমন অস্ত্র আছে, যেগুলো সম্পর্কে কেউ জানেই না। আমি বলব, এসব নিয়ে না বলাই ভালো।’

এদিকে এই অস্ত্রের প্রকৃতি ও সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন বাড়তে থাকায় রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের কাছে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দাবি করেছে। ক্রেমলিনের

স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ছাড়লে ২ হাজার ৬০০ ডলারের প্রণোদনা

ঘোষণা স্বরাষ্ট্র দপ্তরের

স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসন কর্মসূচিকে তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়বহুল ও কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে প্রবেশ করা অভিবাসীদের স্বেচ্ছায় নিজ দেশে ফিরে যেতে উৎসাহিত করতে বড় ধরনের আর্থিক প্রণোদনা ঘোষণা করেছে দেশটির ডিপার্টমেন্ট অব হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (ডিএইচএস)। সংস্থাটি জানিয়েছে, যারা স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ত্যাগ করবেন তাদের দেওয়া ‘এক্সিট বোনাস’ বা স্টাইপেন্ডের পরিমাণ এক হাজার ডলার থেকে বাড়িয়ে ২ হাজার ৬০০ ডলার করা হয়েছে।

ডিএইচএসের মতে, যারা কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রোটেকশন (সিবিপি) হোম অ্যাপ ব্যবহার করে স্বেচ্ছায় দেশ ছাড়বেন, তারা এই সুবিধা পাবেন। এই অ্যাপের মাধ্যমে আবেদন করলে শুধু অর্থ সহায়তাই নয়, বরং নিজ দেশে বা আইনগতভাবে থাকার সুযোগ আছে এমন অন্য দেশে ফিরতে বিনামূল্যে ভ্রমণ সুবিধাও দেওয়া হবে। একই সঙ্গে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র না ছাড়ার কারণে যেসব ক্ষেত্রে জরিমানা বা শাস্তির বিষয় থাকে, সেসব ক্ষেত্রেও জরিমানা মওকুফ সুবিধা থাকতে পারে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

ডিএইচএসের এক বিবৃতিতে বলা হয়, এই অর্থ সহায়তার উদ্দেশ্য হলো স্বেচ্ছায় ফেরার সিদ্ধান্ত নেওয়া অভিবাসীদের জন্য যাতায়াত ও প্রাথমিক পুনর্বাসনের খরচ সহজ করা। সংস্থাটি দাবি করেছে, এতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের আর্থিক ব্যয় কমাবে এবং প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াও দ্রুততর হবে।

হোমল্যান্ড সিকিউরিটি সেক্রেটারি ক্রিস্টি নোম বলেন, এ পর্যন্ত প্রায় ২২ লাখ মানুষ স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে গেছেন, এবং গত এক বছরে প্রায় এক

লাখ ব্যক্তি সিবিপি হোম অ্যাপ ব্যবহার করে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। তিনি আরও বলেন, অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে থাকা ব্যক্তিদের এই সুযোগ কাজে লাগানো উচিত, কারণ তারা স্বেচ্ছায় না গেলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী তাদের খুঁজে বের করে গ্রেপ্তার করবে এবং ভবিষ্যতে যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার সুযোগ হারাতে পারে।

ডিএইচএস জানিয়েছে, এই প্রণোদনা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বর্তমান প্রশাসনের এক বছর পূর্তির অংশ হিসেবে। তবে সতর্ক করে বলা হয়েছে, এই অফার দীর্ঘমেয়াদি নাও হতে পারে, অর্থাৎ যেকোনো সময় এটি বাতিল বা পরিবর্তন করা হতে পারে।

সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, একজন অবৈধ অভিবাসীকে গ্রেপ্তার, আটক (ডিটেন) এবং দেশে ফেরত পাঠাতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। ডিএইচএসের হিসাব অনুযায়ী আগে এই ব্যয় ছিল ১৭ হাজার ১২১ ডলার, যা বর্তমানে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮ হাজার ২৪৫ ডলার। ফলে স্বেচ্ছা প্রত্যাবাসন কর্মসূচিকে তুলনামূলকভাবে কম ব্যয়বহুল ও কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বিশ্লেষকদের মতে, স্বেচ্ছায় ফেরত যাওয়ার কর্মসূচিতে সরকারের সঙ্গে সরকারিভাবে দীর্ঘ আলোচনা বা জটিল কূটনৈতিক সমঝোতার প্রয়োজন পড়ে না। অনেক দেশ তাদের নাগরিকদের ফিরিয়ে নিতে দেরি করে বা নানা কারণে তা কর্তন হয়ে ওঠে। স্বেচ্ছায় ফেরত গেলে এসব জটিলতা অনেকটাই কমে যায়।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে সাম্প্রতিক সময়ে ইমিগ্রেশন কর্মকর্তাদের তৎপরতা বেড়েছে বলে বিভিন্ন প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। লস অ্যাঞ্জেলেস, শিকাগো, মিনিয়াপোলিসসহ কয়েকটি শহরে অভিবাসন আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর অভিযান কারণে তা কর্তন হয়ে ওঠে। স্বেচ্ছায় ফেরত গেলে এসব জটিলতা অনেকটাই কমে যায়।

ইরানে বিক্ষোভে কমপক্ষে ৩ হাজার ১১৭ জন নিহত

আল—জাজিরা

ইরানের সাম্প্রতিক সরকারবিরোধী বিক্ষোভে অন্তত ৩ হাজার ১১৭ জন নিহত হয়েছেন। দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত্ব সংবাদমাধ্যম প্রেস টিভি গতকাল বুধবার এ তথ্য জানিয়েছে। এটাই ইরানের বিক্ষোভে নিহত ব্যক্তিদের প্রথম সরকারি পরিসংখ্যান।

সংবাদমাধ্যমটিতে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ইরানের মাদ্রিয়াস ফাউন্ডেশন (শহীদ ফাউন্ডেশন) বলেছে, বিক্ষোভে নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ২ হাজার ৪২৭ জন বেসামরিক মানুষ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য।

এদিকে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক হিউম্যান রাইটস অ্যাকটিভিস্ট নিউজ এজেন্সি (এইচআরএএনএ) এবারের বিক্ষোভে ইরানে ৪ হাজার ৫১৯ জন নিহত হওয়ার খবর জানিয়েছে। তাদের মধ্যে ৪ হাজার ২৫১ জন বিক্ষোভকারী। ১৯৭ জন নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্য।

এইচআরএএনএ জানিয়েছে, ইরানে নিহত ব্যক্তিদের তালিকায় ১৮ বছরের কম বয়সী ৩৫ জন রয়েছে। আর ৩৮ জন এমন ব্যক্তি রয়েছেন, যাঁরা বিক্ষোভকারী নন, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যও নন।

ইরানে আরও ৯ হাজার ৪৯ জনের মারা যাওয়ার ঘটনা যাচাই-বাছাই করা হচ্ছে বলেও জানিয়েছে এইচআরএএনএ।

অর্থনৈতিক অসন্তোষ থেকে গত ২৮ ডিসেম্বর ইরানে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। পরে সেখান থেকে সরকার পতনের ডাক দেওয়া হয়। ইরানজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে বিক্ষোভ। বিক্ষোভ তীব্র হলে ৮ জানুয়ারি ইন্টারনেট বন্ধ করে মাঠে নামানো হয় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। চলে দমন—পীড়ন।

এরপর ইরানে ব্যাপক সহিংসতার ঘটনা ঘটে। যদিও ইন্টারনেট বন্ধ থাকার কারণে সে সময় হতাহতের প্রকৃত সংখ্যা যাচাই করতে পারেনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম।

মাচাদো তার নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদকটি হোয়াইট হাউসে রেখে গেছেন

বিশেষ প্রতিনিধি

ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদো তার নোবেল শান্তি পুরস্কারের পদকটি হোয়াইট হাউসে রেখে গেছেন। সিএনএন সূত্রের মতে, পদকটি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের কাছে রয়েছে এবং হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা বলেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্প পদকটি নিজের কাছে রাখছেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরেই নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে আসছেন। তবে পুরস্কার প্রদানকারী নোবেল কমিটি স্পষ্ট করে জানিয়েছে যে এই পুরস্কার ভাগ করা বা অন্যের কাছে হস্তান্তর করা যায় না। এক্সে (সাবেক টুইটার) দেওয়া এক পোস্টে নোবেল কমিটি বলেছে, “একটি পদকের মালিক পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ীর উপাধি কখনোই পরিবর্তন করা যায় না।”

ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেতা মারিয়া কোরিনা মাচাদোর সঙ্গে বৃহস্পতিবার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বৈঠককে হোয়াইট হাউস “ইতিবাচক” বলে উল্লেখ করেছে। তবে একই সঙ্গে এই বৈঠক ঘিরে নোবেল শান্তি পুরস্কার ও ভেনেজুয়েলার ক্ষমতার প্রশ্নে তৈরি হয়েছে নতুন বিতর্ক।

হোয়াইট হাউসের দাবি অনুযায়ী, বৈঠকে ভেনেজুয়েলার বর্তমান পরিস্থিতি, রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। প্রেস সেক্রেটারি কার্যালীন লিভিট জানান, মাচাদোর সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজের বৈঠকের জন্য ট্রাম্প আগে থেকেই আগ্রহী ছিলেন। এটি ছিল ৩ জানুয়ারি ভেনেজুয়েলার নেতা নিকোলাস মাদুরোকে আটকের নাটকীয় মার্কিন অভিযানের পর ট্রাম্প ও মাচাদোর প্রথম সরাসরি বৈঠক।

তবে বৈঠকের পটভূমিতে রয়েছে স্পষ্ট মতপার্থক্য। মাদুরোকে ক্ষমতাচ্যুত করার পর ট্রাম্প প্রকাশ্যে বলেছেন, ভেনেসমূদ্ধ ভেনেজুয়েলার জনগণের প্রকৃত সমর্থন মাচাদোর নেই। বরং তিনি মাদুরোর উপপ্রধান ও অন্তর্বর্তী নেতৃত্বে থাকা ডেলসি রদ্রিগেজের প্রতি



প্রবাসের ব্যস্ততার মাঝেও শিক্ষার জয়গান: হেবজু মিয়ার অনন্য অর্জন

আলাল আহমদ

প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও অটুট সংকল্প থাকলে যে কোনো বয়সেই নতুন করে শুরু করা যায়, এই সত্যকে আবারও প্রমাণ করলেন কুয়েতপ্রবাসী মোহাম্মদ হেবজু মিয়া। দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে বিদেশের মাটিতে প্রতিদিন ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টা কঠোর পরিশ্রম ও প্রতিকূল বাস্তবতার সঙ্গে লড়াই করেও থেমে যাননি তিনি। কর্মব্যস্ত এই জীবনের মাঝেই সম্প্রতি তিনি কুয়েতের বিআইএমএস কলেজ থেকে ব্যাচেলর অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (বিবিএ) ডিগ্রি অর্জন করেছেন।

হেবজু মিয়া বর্তমানে একজন সফল ব্যবসায়ী হিসেবে পরিচিত। পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশ প্রেসক্লাব কুয়েতের সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক এবং যমুনা টেলিভিশনের কুয়েত প্রতিনিধি



সমর্থন জানিয়ে আসছেন, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভেনেজুয়েলার তেল সরবরাহ নিশ্চিত হওয়ার পর।

ট্রাম্পের সমর্থন ধরে রাখার চেষ্টায় ৫৮ বছর বয়সী মাচাদো এমনকি তার প্রাপ্ত নোবেল শান্তি পুরস্কার ট্রাম্পের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার প্রস্তাবও দেন। ট্রাম্প ফক্স নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন, মাচাদো নোবেলটি তাকে দিতে “চান” এবং সেটি তার জন্য “একটি বড় সম্মান” হবে।

তবে নরওয়েজিয়ান নোবেল কমিটি বিষয়টি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে—নোবেল পুরস্কার একবার ঘোষণা হলে তা ভাগ, হস্তান্তর বা বাতিল করা যায় না। কমিটির ভাষায়, “একটি পদকের মালিক বদলাতে পারে, কিন্তু নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ীর উপাধি কখনোই বদলায় না।”

বৈঠক শেষে মাচাদো হোয়াইট হাউসের বাইরে তার সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করেন। দীর্ঘদিন ধরে বামপন্থী মাদুরোর শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে আসা এই বিরোধী নেতা বৈঠকে ভেনেজুয়েলায় একটি গণতান্ত্রিক উত্তরণের বিষয়টি সামনে আনার চেষ্টা করেছেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

কাশ্মীরে ১০ ভারতীয় সেনা নিহত

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু ও কাশ্মীরে মর্মান্তিক এক সড়ক দুর্ঘটনায় অন্তত ১০ জন ভারতীয় সেনা নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আরও ১০ জন আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে দেশটির গণমাধ্যম টাইমস অব ইন্ডিয়া।

প্রতিবেদনে বলা হয়, দুর্ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার (২২ জানুয়ারি) সকাল প্রায় ১০টার দিকে। রাজ্যটির ডোডা জেলার খম্বি টপ এলাকায়। গাড়িটিতে ২০ জন সেনাসদস্য ছিলেন। কর্মকর্তারা জানান, একটি বুলেটপ্রক্ষ সেনা যান পাহাড়ি সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রায় ২০০ ফুট গভীর খাদে পড়ে যায়। ওই গাড়িটি একটি সেনা ক্যাম্প থেকে নিয়মিত টহলের অংশ নিয়েছিল।

পুলিশ জানিয়েছে, গন্তব্যে পৌঁছানোর প্রায় এক কিলোমিটার আগে একটি বাঁকে চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারান। দুর্ঘটনার পরপরই সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ উদ্ধার অভিযান শুরু হয়। ঘটনাস্থলেই ১০ জন সেনা প্রাণ হারান। আহত ১০ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। এছাড়া গুরুতর আহত তিনজনকে হেলিকপ্টারে করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

দেশটির সেনাবাহিনীর হোয়াইট নাইট কর্পস জানিয়েছে, ডোডা এলাকায় খাপাণ আবহাওয়া ও দুর্গম ভূখণ্ডে চলাচলের সময় একটি সেনা যান সড়ক থেকে পিছলে পড়ে। এতে এখন পর্যন্ত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং ১০ জনকে চিকিৎসার জন্য উদমপুর কমান্ড হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।’

দুর্ঘটনাটি যান্ত্রিক ত্রুটি নাকি খম্বি টপ এলাকার কর্তন সড়ক পরিস্থিতির কারণে ঘটেছে— তা নির্ধারণে একটি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।



NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT



FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER



SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা



CALL US NOW:

718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP



CONTACT US:

Off: 718-516-3425 | newyorksadc.com | 116-33 Queens Blvd | 78-06 101 Ave, Suite C
FAX: 646-568-6474 | intake@ny-sadc.com | Forest Hills, NY 11375 | Ozone Park, NY 11416

মিশিগানে পিঠা উৎসব ও মকর সংক্রান্তি উদযাপিত

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের বিভিন্নস্থানে পিঠা উৎসব ও মকর সংক্রান্তি উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে বিভিন্ন সংগঠন, মন্দির ও প্রতিষ্ঠানে পূজা, কীর্তন, নগর পরিক্রমা, পিঠা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিপুল সংখ্যক মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

দুর্গা টেম্পল : ডেট্রয়েট সিটির দুর্গা মন্দিরে গত ১৮ জানুয়ারী রোববার পিঠা উৎসব ও মকর সংক্রান্তি উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে মন্দিরে সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সকালে পূজা, গীতাপাঠ, কীর্তন, নগর পরিক্রমা করা হয়। প্রচলিত শীত উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক ভক্তবৃন্দরা পিঠা নিয়ে মন্দিরে আসেন। বিশেষ করে নারীরা পিঠা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য মিশিগানের বিভিন্ন শহর ডেট্রয়েট, হ্যাট্রাম্যাক, ওয়ারেন, স্টার্লিং হাইটস, ট্রয়, মেডিসন হাইটস থেকে মন্দিরে আসেন। মন্দিরের হলরুমে পিঠা প্রদর্শন ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নারীরা রকমারি স্বাদের, বিভিন্ন বর্ণের, বিভিন্ন ধরনের পিঠা নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। ৬০ এর অধিক প্রতিযোগিনী শতাধিক ট্রে নিয়ে বিভিন্ন রকমের পিঠা নিয়ে এতে অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত সবাই পিঠার স্বাদ নেন। বিচারকেরা পিঠার স্বাদ, পরিমাণ, মানের উপর ভিত্তি করে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণ করেন। বিচারক ছিলেন আশীষ চক্রবর্তী, খোকন দাশ ও মিনতি চৌধুরী। প্রথম পুরস্কার পান দীপা সুব্রধর, দ্বিতীয় পুরস্কার মেরি ধর ও তৃতীয় পুরস্কার পান রাধারানী।

এছাড়াও পিঠা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলকে একটি করে বিশেষ পুরস্কার দেয়া হয়। প্রচলিত শীত উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক ভক্তবৃন্দরা বিশেষ করে নারীরা যে রকমারি পিঠা নিয়ে মন্দিরে আসেন এজন্য মন্দিরের প্রেসিডেন্ট পংকজ দাশ ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নিপেশ সুব্রধর সবাইকে অভিনন্দন ও কৃতজ্ঞতা জানান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন মন্দিরের সাধারণ



সম্পাদক উজ্জল সুব্রধর ও মন্দিরের মিডিয়া ও পাবলিকেশান ডিরেকটর, সাংবাদিক পার্থ দেব।

শিব মন্দির : ওয়ারেন সিটির শিব মন্দিরে গত ১৭ জানুয়ারী শনিবার পিঠা উৎসব ও মকর সংক্রান্তি উদযাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে পূজা, কীর্তন ও পিঠা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে মন্দিরের ভক্তরা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতার পর অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিচারকদের রায়ে পিঠা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেন রত্নাদেবী, দ্বিতীয় হন কৃষ্ণা শুক্লা এবং তৃতীয় স্থান লাভ করেন অনন্যা দাশ বর্মি।

গত ১৮ জানুয়ারী রোববার ওয়ারেন সিটির কালী মন্দিরেও মকর সংক্রান্তি ও পিঠা উৎসব উদযাপিত হয়েছে। এছাড়াও ১৮ জানুয়ারী হ্যামট্রাম্যাকের রাধাকৃষ্ণ টেম্পলে পিঠা উৎসব উদযাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষে মন্দিরে পূজা, কীর্তন, নগর

পরিক্রমা, পিঠা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বিগত কয়েক সপ্তাহান্তে মিশিগানের বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন হ্যামট্রাম্যাক ও ওয়ারেনের বিভিন্ন রেষ্টুরেন্টে পিঠা উৎসব ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

SECURITY CAMERA

আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন



কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।

আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি

কম্পিউটার রিপায়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্কিং এর কাজ করি।

PH-929-257-2015

JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সনিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত

মেডিকেল অফিস

We offer Quality Health Care

৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432

৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226

ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certified Internal Medicine
& Women Health Expert
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী

ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

আমাদের সেবা সমূহ:

- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টেরল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি

যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেল্প প্রাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of Medical Managements

PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকোজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হৃজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আটলান্টিক সিটিতে ২৯ জানুয়ারি
বিএএসজের শীতবস্ত্র বিতরণ

স্বরত চৌধুরী

নিউ জার্সি রাজ্যের আটলান্টিক সিটিতে গৃহহীন ও অসচ্ছল মানুষের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করবে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব সাউথ জার্সি (বিএএসজের)। সংগঠনটির উদ্যোগে আগামী ২৯ জানুয়ারি দুপুরে আটলান্টিক সিটির ২৭০৯ ফেয়ারমার্স অ্যাভিনিউ এলাকায় অবস্থিত বাংলাদেশ কমিউনিটি সেন্টারে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন কমিউনিটির মানুষের মধ্যে আগে এলে আগে

পাবেন ভিত্তিতে বিনামূল্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হবে।

বিএএসজের কর্মকর্তারা জানান, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এ ধরনের মানবিক কর্মকাণ্ডে কমিউনিটির সচেতন মানুষের অংশগ্রহণ কামনা করেন তারা।

সংগঠনের সভাপতি জহিরুল ইসলাম বাবুল ও সাধারণ সম্পাদক জাকিরুল ইসলাম খোকা বলেন, ভবিষ্যতেও মানবিক সহায়তামূলক কর্মসূচি অব্যাহত রাখা হবে।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী

MATRIMONIAL SERVICE

NYC REGISTERED

মাওলানা নজরুল ইসলাম

খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)

কাজী অফিস
নিউইয়র্ক

MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English

Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

পাত্র-পাত্রী চাই



15 years exprience

আপনার স্বপ্নের জীবন
সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য
একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং
সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ,
কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায়
বসবাসকারীদের সেবায় সদা
নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

Room Available for Rent

One room available with
shared kitchen and
bathroom. Ozone Park,
Queens. Contact - 929-
485-6053 1.1.26

রুমমেট আবশ্যক

এলমহাষ্ট সাবওয়ের দুই
ব্লক দূরে পুরুষ রুমমেট
আবশ্যক। 646-852-
8832 2/1/26

বেইজমেন্ট ভাড়া

সাউথ জ্যামাইকা ১৬৬ St
১১৬ এভিনিউতে ৩ রুম
কিচেন বাথরুম সহ ভাড়া
দেওয়া হবে বাস Q 111, 112,
114 Q5, 84, 87 N 4
যোগাযোগের সুবিধা। ফোন:
৬৪৬-৩৫৫-৬২৬৩ 4/1/26

অফিস স্পেস ভাড়া

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণকেন্দ্রে অফিস (শেয়ার) স্পেস
ভাড়া হবে। যোগাযোগ 654-645-9830 2/1/26

ইন্টারপ্রিটার সার্ভিস

পেশাদার ট্রান্সলেশন সার্ভিস এবং ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত যেকোনো
ইন্টারপ্রিটার সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
রওশন জে. চৌধুরী, Cell: 347-222-8860

ফুল টাইম বেবি সিটার আবশ্যক

একজন অভিজ্ঞ বেবি সিটার লাগবে।
বর্তমানে আমরা টেক্সাস (Texas, USA)
পাশে থাকি। থাকা খাওয়া অন্তর্ভুক্ত। বেতন
আলোচনা সাপেক্ষ। যোগাযোগ: ৬০৫
৬৯১ ৬৩৫১ (605 691 6351) ৪/১/২৬

বাবুর্চি আবশ্যক

জরুরি ভিত্তিতে অভিজ্ঞ বাংলা ও তান্দুরি খাবারের বাবুর্চি
প্রয়োজন। স্থান: ল্যাসডেল, পেনসিলভানিয়া। একটি
স্বনামধন্য হালাল রেস্তোরাঁতে অভিজ্ঞ ও দক্ষ বাবুর্চি আবশ্যক,
যিনি বাংলা ও তান্দুরি খাবার প্রস্তুতে পারদর্শী। থাকা ও
খাবারের পূর্ণ ব্যবস্থা প্রদান করা হবে।
যোগাযোগ: ২৬৭-৭৩৬-৫০১১

পার্টনার আবশ্যক

**পেনসিলভানিয়া York এ অবস্থিত Solar
Panel ও Garment Factory এর জন্য
পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক।
EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার
শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে।
যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com**

FREE ESTIMATE UIN/LIC: 12000335383

Bengal Electric Systems Corp.

আমাদের সবধরণের Security Systems Installation করার জন্য
DOS হতে Licensed & Background Check করা আছে।



বাসাবাড়ী, অফিস ও রেস্তোরাঁতে ভালমানের টেকসই ও সুলভমূল্যে নিম্নোক্ত কাজগুলি করে থাকি

- CCTV CAMERA SYSTEM (INDOOR AND OUTDOOR)
- INTERCOM SYSTEM
- FIRE ALARM SYSTEMS
- DOOR BEL (AUDIO/ VIDEO)
- ALL KIND OF ELECTRICAL JOBS (RESIDENTIAL & COMMERCIAL)
- ELECTRICAL WIRING
- DIFFERENT KIND OF LIGHT FIXTURE & OUTLET INSTALLATION
- ELECTRIC PANEL UPGRADE
- ALL KIND OF ELECTRICAL VIOLATION REMOVAL

md@bengalelectric.net www.bengalelectric.net

929 253 4767 and 212 763 3747

চাকরির বিজ্ঞপ্তি

লাবল ফাইন ডাইন অ্যান্ড পার্টি
হলে একজন অভিজ্ঞ ও
দায়িত্বশীল রেস্তোরাঁ ম্যানেজার
প্রয়োজন। প্রার্থীকে রেস্তোরাঁ ও
পার্টি ইভেন্ট পরিচালনা, টিম
সমন্বয়, গ্রাহক সেবা ও দৈনন্দিন
কার্যক্রম তত্ত্বাবধানে দক্ষ হতে
হবে। বিক্রয় বৃদ্ধি, মান নিয়ন্ত্রণ
ও কর্মীদের নেতৃত্বদানের
সক্ষমতা থাকা আবশ্যিক।
রেস্তোরাঁ ব্যবস্থাপনায় ন্যূনতম
২-৩ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতা
থাকতে হবে। ইংরেজি ও বাংলা
ভাষায় দক্ষতা অগ্রাধিকার পাবে।
ঠিকানা: 1193 Liberty
Avenue, Brooklyn, NY
11208. আপনার সিভি ইমেইল
করুন: emdadbhuiyan@
yahoo.com

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে
pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য
হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা
৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য
উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য; শুধুমাত্র
অভিভাবক 917-518-5508-এ যোগাযোগের
অনুরোধ রহিল।

পাত্র চাই

পাত্রী দুবাইতে জন্ম ও পড়াশোনা A label সমাপ্তির পর বাংলাদেশে
BBA তে অধ্যয়নরত ২৩ বছর বয়সী ধার্মিক পাত্রীর জন্য শিক্ষিত
ধার্মিক পাত্র চাই। পাত্রীর পরিবারের জন্য I-130 দাখিল করা
হয়েছে ২০১১ সালে। যোগাযোগ: 646-716-2456

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে
অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন
কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগ: অভিভাবক +8801713161616
(WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইনিজিনিয়ার ৫
ফুট ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফর্সা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক
ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত
পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-
615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা
B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT
MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য
মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন,
গ্রুজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি,
অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ফার্মাসিস্ট মেয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার,
ফার্মাসিস্ট বা এটর্নি পাত্র চাই। বয়স ২৯ থেকে ৩৩ এর ভেতরে
এবং ইউএস সিটিজেন হতে হবে। একই সাথে নিউইয়র্কে জব
থাকতে হবে 347-740-3872

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট,
সোশ্যাল এবং ফাইনাল গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন,
যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই।
দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ
দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল
বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস-এ এআর
ড্রাইভিং স্কুলের জন্য একজন
ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগ: ৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন,
ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক
অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmrshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য
৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন
অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড,
৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং
ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং
লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেস্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন
তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাদ্দ-৯১৭-৮০৭-৪৮৫১

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের
ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনূর্ধ্ব চল্লিশ সুশ্রী শিক্ষিতা পাত্রী
চাই। ফোন: 516-728-7303

পাত্র চাই

ঢাকায় অবস্থানরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ফ্যামেলী ডিভোর্সি বয়স ৩০
পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন পাত্র চাই। পাত্রীর একটি সন্তান
রয়েছে। বিস্তারিত জানতে কল করুন +1 (334) 552-0660
Email: AkmRahman.samsur@gmail.com

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত
পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক।
ডিভোর্সি হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260
Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ) অধ্যয়নরত
সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-
7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিরজীবী (৩৪ + 5-6)
সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা
উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র
চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353,
718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষিতা Sociology (টা.
বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই।
আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন।
zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত
ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম।
বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ:
desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-
6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর
পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না;
আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা
যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে
ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার
গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777,
everlybrown@yahoo.com

LIBERTY BROKERAGE

Our Services

- TLC Insurance
- Private Auto Ins.
- Commercial Auto Ins.
- Home & Business Ins.
- DMV Express Service
- TLC Plate Rent
- TLC Base (Black & Green Cab)
- Defensive Driving Course Certificate

GET YOUR **INSURANCE**
FROM US WITH THE BEST RATE



NYC Office:

41-05 69th Street, Woodside, NY-11377

Phone: 718-567-5600

www.libertybkg.com



DMV EXPRESS SERVICE

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| ★ NEW REGISTRATION & PLATE | ★ VEHICLE TRANSFER |
| ★ REGISTRATION RENEWAL | ★ SURRENDER PLATES |
| ★ DUPLICATE TITLE | ★ TLC NEW APPLICATION |
| ★ CUSTOM PLATES | ★ TLC PLATE RENEWAL |



CONTACT US

+1 718-504-7300

extchallenger@gmail.com

Our Location :

**41-05 69th Street
Woodside, NY 11377**

যুক্তরাষ্ট্রে এসাইলাম প্রাপ্তি জটিল হয়ে উঠেছে

বিশেষ প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক আশ্রয় বা এসাইলাম ব্যবস্থা বর্তমানে একটি গভীর রূপান্তরের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে যারা নিজ দেশে নির্যাতন, সহিংসতা বা নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগ তুলে যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় চাইছেন, তাদের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে ঐতিহাসিকভাবে একটি শেষ ভরসার জায়গা হিসেবে বিবেচিত ছিল। তবে সাম্প্রতিক সময়ে নীতিগত পরিবর্তন ও প্রশাসনিক কড়াকড়ির ফলে সেই ধারণা ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার এমন দেশগুলোর সাথে “নিরাপদ তৃতীয় দেশ” চুক্তি করছে। যেখানে শরণার্থীকে প্রথমে পাঠিয়ে তাদের আশ্রয় আবেদন ও শুনানির অপেক্ষা করতে বলা হয়। এই নীতির লক্ষ্য হলো যুক্তরাষ্ট্রে অপেক্ষার চাপ ও দীর্ঘ ব্যাকলগ কমানো। এগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ গুয়াতেমালা ও হন্ডুরাসের মতো মধ্য আমেরিকান দেশ, যাদের সাথে এমন চুক্তি স্বাক্ষর করেছে আমেরিকার হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ। একোয়াডরও তৃতীয় নিরাপদ দেশ হিসেবে চুক্তিতে সম্মত হয়েছে। অন্যান্য দেশ যেমন বেলিজ, উগান্ডা ও প্যারাগুয়ে-র সাথেও চুক্তি রয়েছে বা হচ্ছে।

এই পরিবর্তনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো “তৃতীয় দেশে অপেক্ষা” নীতি। এর মূল ধারণা হচ্ছে— কোনো ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রে আশ্রয় চাইলেও তাকে যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে না রেখে এমন একটি দেশে পাঠানো যেতে পারে, যাকে যুক্তরাষ্ট্র সরকার তুলনামূলকভাবে নিরাপদ বলে মনে করে। সেখানে অবস্থান করাই আশ্রয়প্রার্থীর মামলা চলবে বা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। প্রশাসনের যুক্তি অনুযায়ী, এটি যুক্তরাষ্ট্রের সীমান্ত ও আদালত ব্যবস্থার ওপর অতিরিক্ত চাপ কমানোর একটি উপায়।

কিন্তু বাস্তব প্রেক্ষাপটে এই নীতির প্রয়োগ বেশ কিছু জটিল প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। প্রথমত, “নিরাপদ তৃতীয় দেশ” ধারণাটি সর্বজনগ্রাহ্য নয়। যেসব দেশে আশ্রয়প্রার্থীদের পাঠানো হচ্ছে, সেসব দেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, আশ্রয় অবকাঠামো, মানবাধিকার পরিস্থিতি এবং



আইনি সহায়তা ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রেই প্রশ্নবিদ্ধ। ফলে আশ্রয়প্রার্থী বাস্তবে নতুন এক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ছেন।

দ্বিতীয়ত, এই নীতির ফলে আশ্রয়প্রার্থীর আইনি প্রক্রিয়া আরও দুর্বল হয়ে পড়ছে। যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করলে যেভাবে আইনজীবী পাওয়া, মামলার নথি প্রস্তুত করা বা আদালতের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব, তৃতীয় দেশে পাঠানো হলে তা অনেক সময় বাস্তবসম্মত থাকে না। এর ফলে অনেক আবেদনকারী কার্যত পূর্ণাঙ্গ শুনানির সুযোগ হারাতে পারেন— যা ন্যায়বিচারের মৌলিক ধারণার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে অভিবাসন বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন।

আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সময়। আশ্রয় মামলা এমনিতেই দীর্ঘসূত্রতার শিকার। তৃতীয় দেশে পাঠানোর ফলে এই অপেক্ষা আরও দীর্ঘ ও মানসিকভাবে ক্ষতিকর হয়ে উঠছে। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ, কর্মসংস্থানের অভাব এবং নিরাপত্তা নিয়ে ভয়— সব মিলিয়ে আশ্রয়প্রার্থীদের মানসিক চাপ বহুগুণে বেড়ে যাচ্ছে।

মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে, এই নীতি আশ্রয় ব্যবস্থার মূল চেতনাকে দুর্বল করছে। আন্তর্জাতিক শরণার্থী আইনের মূল লক্ষ্য হলো— যিনি আশ্রয় চাইছেন, তাকে নিরাপদ পরিবেশে থেকে নিজের দাবি উপস্থাপনের সুযোগ দেওয়া।

কিন্তু তৃতীয় দেশে পাঠিয়ে সেই প্রক্রিয়া চালানো হলে আশ্রয়ের মানবিক দিকটি প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার নিচে চাপা পড়ছে।

অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের অবস্থান হলো, এটি কোনো আশ্রয় নিষেধাজ্ঞা নয়, বরং একটি ব্যবস্থাপনা কৌশল। তাদের মতে, বিপুল সংখ্যক আবেদন, সীমান্তে চাপ এবং আদালতের ব্যাকলগ— এই বাস্তবতা বিবেচনায় নিয়েই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। প্রশাসন দাবি করছে, আইনগত কাঠামোর মধ্যেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এবং আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য বিকল্প পথ খোলা রাখা হচ্ছে।

সব মিলিয়ে বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের আশ্রয় ব্যবস্থায় তৃতীয় দেশ নীতি একটি গভীর নীতিগত পরিবর্তনের প্রতীক। এটি শুধু প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়; বরং আশ্রয়, নিরাপত্তা এবং মানবাধিকার— এই তিনটি মৌলিক ধারণার মধ্যে ভারসাম্য নিয়ে একটি চলমান বিতর্ক। ভবিষ্যতে আদালতের রায়, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত এবং আন্তর্জাতিক চাপ— সবকিছু মিলিয়ে এই নীতির গতিপথ নির্ধারিত হবে। তবে বর্তমান বাস্তবতায় আশ্রয়প্রার্থীদের জন্য এটি এক অনিশ্চিত ও কঠিন সময়— যেখানে আশ্রয়ের পথ আগের চেয়ে অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠেছে।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING

Sarwar Chaudri, CPA, MBA

ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন

ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ

Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution

Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)

JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com

BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

**Save Yourself
This Tax Season**

Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)

ENROLLED AGENT

Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com

প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।

Tax Immigration Real Estate

- Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
- Sales and Payroll Tax Business Licenses and Setup FBAR and FATCA Filing
- Notary Public Immigration Form Fill-Up Services
- Credit Repair, Real State and much more...

Member of

184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার

আপনার আত্মীয়
স্বজন, আপনজন
ও অন্যান্যদের
সেবা দিয়ে অর্থ
উপার্জন করুন

এতে কোন
প্রশিক্ষণের
প্রয়োজন নেই।
এবং আমরা কোন
ফি চার্জ করি না।

বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট
পাবার জন্য আজই কল করুন

Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914

**PROHEALTH
HOMECARE**
(Ordinary People, Extra Ordinary Care)

375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117



ফ্লোরিডায় এসএসসি-৯১ ব্যাচের বনভোজন

ডেস্ক রিপোর্ট

মুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যে এসএসসি-৯১ ব্যাচের বাৎসরিক বনভোজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার (১৮ জানুয়ারি) ওয়েস্ট পাম বীচের ভায়ার পার্কে এ আয়োজন করা হয়। বনভোজনে অংশগ্রহণ করেন এসএসসি-৯১ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা ও তাদের পরিবার-পরিজনদের সদস্যরা। দিনব্যাপী এই আয়োজনে আড্ডা, খেলাধুলা, গান ও স্মৃতিচারণায় মুখর

হয়ে ওঠে পার্ক প্রাঙ্গণ।

অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করেন রনিত। সংগীত পরিবেশন করেন সংগীতশিল্পী সোহাগ উদ্দিন। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত বিভিন্ন পর্বে অংশগ্রহণকারীরা একে অপরের সঙ্গে পুরোনো স্মৃতি ভাগাভাগি করেন।

বনভোজনে সকালের নাশতা ও মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়। আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, দীর্ঘদিন পর বন্ধুদের একত্র করা,

পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ মিলনমেলার পরিবেশ তৈরিই ছিল এই আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন দিল, লীনা, শিউলি, ফাহিমা, আসাদ, অসীম, আলম, সোহাগ, নূর, রিপন, জাকির, রকিব ও রাসেলসহ অন্যরা।

বনভোজন শেষে আগামী বছর আবার মিলিত হওয়ার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন অংশগ্রহণকারীরা।

জামায়াত আমিরসহ ৮ নেতাকে নিরাপত্তা দেওয়ার নির্দেশ

ঢাকা অফিস

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানসহ দুই দলের আট নেতাকে নিরাপত্তা দিতে নির্দেশনা দিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। মঙ্গলবার ইসির উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান। এ-সংক্রান্ত চিঠি ইতোমধ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিবকে পাঠানো হয়েছে।

ইসি জানিয়েছে, জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান, দলটির নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মো. তাহের, এটিএম আজহারুল ইসলাম, অধ্যাপক মুজিবুর রহমান, সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার, সহকারী সেক্রেটারি ও সাবেক এমপি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ এবং মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান নিরাপত্তা চেয়েছেন। তাদের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

চবি এলামনাইয়ের সভাপতির পিতার মৃত্যুতে শোক

ডেস্ক রিপোর্ট

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন নর্থ আমেরিকা ইনকের সভাপতি সাবিনা শারমিন নিহারের পিতা অধ্যাপক মোহাম্মদ নুরুল আলম তালুকদারের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছে সংগঠনটি।

সংগঠনের পক্ষ থেকে সিনিয়র সহসভাপতি অধ্যাপক গোলাম মোহাম্মদ মুহিত ও সাধারণ সম্পাদক মীর কাদের রাসেল এক যৌথ শোকবার্তায় মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেন এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

অধ্যাপক মোহাম্মদ নুরুল আলম তালুকদার বার্ষিকাজনিত রোগে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত ৯ জানুয়ারি সন্ধ্যা পৌনে আটটায় নিউইয়র্ক সিটির স্ট্যাটেন আইল্যান্ড হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন (ইম্মা লিল্লাহি ওয়া ইম্মা ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৯ বছর।

মরহুমের জানাজা ১০ জানুয়ারি জোহরের নামাজের পর নিউইয়র্ক সিটির ব্রুকলিনে অবস্থিত বেলল মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। পরে তাকে নিউ জার্সির মার্লবোরো মুসলিম মেমোরিয়াল কবরস্থানে দাফন করা হয়।

অধ্যাপক মোহাম্মদ নুরুল আলম তালুকদার চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী কানুনগোপাড়া স্যার আশুতোষ সরকারি কলেজের অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি চট্টগ্রামের বোয়ালখালী উপজেলার কড়লাঙ্গা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।

ছাত্রজীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মেধাবী। ১৯৫৪ সালে তৎকালীন ঢাকা বোর্ডের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় তিনি মেধাভালিকায় ২৪তম স্থান অর্জন করেন। তিনি চট্টগ্রাম কলেজ থেকে স্নাতক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, দুই ছেলে, চার মেয়ে, নাতি-নাতনি এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

আমাদের দল থেকে নারী প্রার্থী না থাকলেও জোটে আছে: তাহের

ঢাকা অফিস

জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমীর সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের বলেছেন, ‘এবার আমরা সরাসরি নারী প্রার্থী না দিলেও আমাদের জোটের পক্ষ থেকে নারী প্রার্থী আছে।’

মঙ্গলবার (২০ জানুয়ারি) রাজধানীর এক হোটেলে আয়োজিত দলটির পলিসি সামিটে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এ কথা বলেন আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।

এবারের নির্বাচনে জামায়াতের

নারী প্রার্থী না থাকা প্রসঙ্গে তাহের বলেন, ‘আমাদের যে ঐকমত্য কমিশন হয়েছিল এবং সেখানে সংস্কারের যে আলোচনা হয়েছে, সেখানে একটি বিষয় আসছিল যে নারীদের সরাসরি ইলেকশনে দেওয়ার বিষয়টি। সেখানে ৫ শতাংশ থেকে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত নারীদের রাখার একটি সিদ্ধান্ত আছে। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী এই সিদ্ধান্তের সাথে ঐকমত্য পোষণ করেছে। সুতরাং যদি এটা আইনে পরিণত হয়, তখন আমরা নারীদের ডাইরেক্ট ইলেকশনে দিতে এগি করছি

এবং আমরা এটা দিতে বাধ্য থাকব।’

অনলাইনে নির্বাচনে প্রচারণার বিষয়ে জামায়াতের এই নেতা বলেন, ‘অনলাইন তো একটা নতুন কৌশল, যেটা এর আগে ছিল না। সুতরাং অনলাইনে বিলবোর্ড যেটা আরপিএ যতটুকু অ্যালাও করে আমরা অতটুকু মেনেই ভোটারদের কাছে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করব। তবে আমাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে, ওয়ান টু ওয়ান কন্টাক্টে যাব। এজন্য আমাদের লোকেরা ঘরে ঘরে যাচ্ছে এবং প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছার জন্য চেষ্টা করছি।’

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্

ট্যাক্স

- পারসনাল ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স
- সেল্ফ ট্যাক্স
- বিজনেস সেটআপ

AUTHORIZED IRS E-file PROVIDER

ইমিগ্রেশন

- ফ্যামিলি পিটিশন
- সিটিজেনশীপ আবেদন
- গ্রীনকার্ড নবায়ন
- সব ধরনের এফিডেভিট

আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস

AIR TICKET

• Emirates • Qatar Airways • Etihad Airways • Turkish Airlines • Saudia & More

(646) 685-3785, (212) 810-0449

E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com

Immigrant Elder Home care LLC

Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York

নিউইয়র্ক স্টেটের হেলথ ডিপার্টমেন্টের লিডিশিপ/হোম কেয়ার প্রোভাইডার

বয়স্কদের বাড়িতে থাকা এবং হেলথ কেয়ার প্রদান করা। স্বাস্থ্য-সেবা, খাদ্য-সেবা, পরিষ্কার-সেবা ইত্যাদি।

যদি বয়স্ক প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে প্রতি ঘণ্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন

কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।

Jahangir M Alam
President & CEO

72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372

Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449

E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায় কিংস্বা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ

এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি

নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স

E2	EB3
L1A	EB5
SIJS	VAWA
POLITICAL ASYLUM	

আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।

আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের ‘কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড’ থেকে ‘কন্ডিশন’ রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।

এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ

ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি’তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।

আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিস্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।

আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে

Old Club Man Corporation

www.oldclubman.com



(212) 814-4068

16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

বন্দীত্ব থেকে ক্ষমতা : রাজনৈতিক চক্র, ইতিহাসের শিক্ষা ও ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা

আরিফ মাহমুদ শৈবাল

শহীদ কাদরী লিখেছিলেন, "কোনো নির্বাসনই কামা নয় আর/ ব্যক্তিগত গ্রাম থেকে অনাত্মীয় শহরে..."। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতিতে বন্দীত্ব বা নির্বাসন যেন একটা আশীর্বাদ। বন্দীত্ব, নির্বাসন বা গুম থেকে উঠে এসে ক্ষমতার শীর্ষে আরোহন - এই বিস্ময়কর প্রবণতাটি দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে বারবার দেখা গেছে। বাংলাদেশ, পাকিস্তানের মতো 'শৃঙ্খলিত গণতন্ত্র'র ('illiberal democracy') দেশে, এমনকি ভারতের কিছু ক্ষেত্রেও এই ইতিহাসের চক্র পুনরাবৃত্ত হয়েছে। কেন? এর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কারণ, প্রভাব ও শিক্ষা কী?

১. বন্দীত্বের শক্তি: আবেগ না বাস্তবতা? বাংলাদেশের সমাজ আজ যাকে ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য "শক্তি" দিচ্ছে, "ক্ষমতা" থেকে নামিয়ে দিচ্ছে, কালই জনগন তাকে মিস করতে শুরু করে, বছর না ঘুরতেই তার বক্তব্য শুনতে ব্যাকুল হয়। এ চক্রটি এমন যে - ক্ষমতায় থাকলে এদেশে সুযোগ ও সম্পদের অভাব, দুর্নীতি ও বলপ্রয়োগের কারণে শাসকের জনপ্রিয়তা ক্ষয় হয়, সহানুভূতির ব্যাংক একাউন্ট শুন্য হয়ে যায়। কিন্তু পরবর্তীতে ক্ষমতাচ্যুতির পর বন্দীত্বে, নির্বাসনে তার সেই ব্যাংক একাউন্ট আবার সহানুভূতি পূর্ণ হয়। বন্দীত্ব, নির্বাসন, ক্ষমতাচ্যুতিকে কি তাহলে এদেশে যোগ্যতা, সংশোধন ও পাপমোচন হিসেবে দেখা হয়?

২. ইতিহাসের দৃষ্টান্ত: বাংলাদেশ ও পাকিস্তান: বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এই চক্রের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে :

• শেখ মুজিবুর রহমান : ১৯৬৬ সালে ছয় দফা আন্দোলনের পর গ্রেফতার হন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানে মুক্তি পেয়ে নায়ক হয়ে ওঠেন। পরে ১৯৭০-এর নির্বাচনে বিপুল বিজয় অর্জন করেন।

• জিয়াউর রহমান: মুক্তিযুদ্ধের পরে রাজনৈতিক অস্থিরতায় ক্ষমতায় আসেন। বন্দীত্ব ও সামরিক পটভূমি তাকে জনপ্রিয়তার সিঁড়ি দেয়।

• এরশাদ: পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দীদশা থেকে ফিরে আসেন এবং পরবর্তীতে জিয়ার আমলে সেনাপ্রধান হন। সেনাপ্রধান থেকে ক্ষমতায়, পরে পতন ও জেল। কিন্তু জেল থেকে বেরিয়ে আবার রাজনীতিতে সক্রিয়।

• খালেদা জিয়া: ক্ষমতা হারিয়ে ২০০৭ সালে জেলবন্দী হন। পরবর্তীতে যে সহানুভূতি অর্জন করেন তার প্রতিফলন ঘটে ২০২৫ তাঁর জানাযায় বিপুলসংখ্যক মানুষের সত:স্কৃত উপস্থিতিতে।



• শেখ হাসিনা: নির্বাসন থেকে ফিরে ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় আসীন হন। আবার এক এগারোর তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে কারাভোগ করে ২০০৯ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী হন। পরে স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতার কারণে অজনপ্রিয়তা বাড়ে এবং ক্ষমতা ও দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

পাকিস্তানে, ইরানে একই চিত্র—

• জুলফিকার আলী ভুট্টো, বেনজির ভুট্টো, নওয়াজ শরিফ, আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনী — সবাই বন্দীত্ব বা নির্বাসন থেকে ফিরে ক্ষমতায় এসেছেন।

১৭ বছর লন্ডনে নির্বাসিত জীবন কাটিয়ে ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরে এসেছেন তারেক রহমান। বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর তিনি বিএনপির চেয়ারম্যান 'নির্বাচিত' হয়েছেন। অবস্থাদৃষ্টে তাঁকেই ২০২৬ সালে আসন্ন নির্বাচনে সম্ভাব্য বিজয়ী বলে অনেকে মনে করছেন। কিন্তু এটি কি উপরের উদাহরণগুলোরই ধারাবাহিকতায় নয়?

জনগনের আবেগের ভরকেন্দ্র সময়ের ব্যবধানে আমাদের রাজনীতিকে এভাবে বারবার নতুন মোড় দিয়েছে। কিন্তু এর কারণ কী? এ কি আমাদের "স্টকহোম সিনড্রোম" (Stockholm



Syndrome)? না-কি এর কারণ জনগনের অসহায়ত্ব। কারণ কি এই যে - আমাদের নেতৃত্বের সাপ্লাই লাইন শুন্য?

৩. সমাজবিজ্ঞানী দৃষ্টিকোণ: আবেগের মেল্টডাউন: বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে হোমোজিনিয়াস আবেগ একটি বড় ভূমিকা রাখে। ক্ষমতাচ্যুত নেতাকে দুর্দীন পরেই আর "জনশত্রু" নয়, বরং "সে তো আমাদেরই মানুষ" হিসেবে দেখা হয়, ক্ষমা করে আবার সুযোগ দেয়া হয়, পূর্ণর্বাসিত করা হয়। সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, এই আবেগের কারণ হলো—

- গণতন্ত্রের দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো
- ব্যক্তিনির্ভর রাজনীতি
- ঐতিহাসিক মুক্তিযুদ্ধের আবেগ
- দলীয় আনুগত্যের চরমতা
- জনগনের অক্ষমতা

৪. ক্ষমতার চোরাবালি: সিভিকेट ও তেলবাজদের দৌরাখ্য: রাজনীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ না দিয়ে সিভিকेट ও দুর্বৃত্তদের হাতে তুলে দেওয়া আপাতদৃষ্টিতে সহজতর মনে হলেও তা আসলে চোরাবালি। ক্ষমতার লোভ, তেলবাজদের দৌরাখ্য, এবং মত প্রকাশের স্বাধীনতা দমন পতনের সূচনা করে। তারেক

রহমানের সাম্প্রতিক এক সম্মেলনে বক্তব্যরত সাংবাদিকের কনুই চেপে ধরার ছোট্ট ঘটনাটি একটি ইঙ্গিত বহন করে। মনে রাখতে হবে, ইতিপূর্বে উল্লেখিতদের অনেকেরই উত্থানের পর শোচনীয় পতন হয়েছে। যে নালে উৎপত্তি, সে নালেই বিনাশ। তাই, এদেশে জনপ্রিয়তাকে দুর্বলতা বা চিরস্থায়ী ভাবলে তা ধোঁকা, বালির দুর্গে বাস করার মতো।

৫. বাংলাদেশে ক্ষমতার দৃষ্টিভঙ্গি: মূল সমস্যা

অভিযোগ আছে, বাংলাদেশে রাজনৈতিক দলগুলো সরকার গঠনকে জনসেবার সুযোগ হিসেবে না দেখে, দেশ উন্নয়নের দায়িত্ব হিসেবে না দেখে লুটপাটের "ব্ল্যাংক চেক" হিসেবে দেখে। রাজনীতিবিদেরা "ক্ষমতা" শব্দটির যে বহুল ও যথেষ্ট ব্যবহার করেন সেটি কমাতে হবে। ক্ষমতার অর্থ শাসন নয়, সেবা। ক্ষমতা মানে লুট নয়, উন্নয়ন। জনপ্রিয়তার চেয়ে মানুষের আস্থা দীর্ঘস্থায়ী। এভাবে দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনতে না পারলে ইতিহাসের চক্র আবারও পুনরাবৃত্ত হবে।

এদেশে নেতৃত্বের বন্ধাখ্য, গণতন্ত্রায়নের অভাব একটি সিস্টেমিক সমস্যা। বিকল্প নেই বা বিকল্পকে উঠতে দেয়া হয় না। উদ্ভরাধিকারতন্ত্র,

এই শহরে

সেলিনা আজার

তখন অনেক রাত বলা যায়, সন্ধ্যা হয় ৪টা ৩০ মিনিটে। আমি বাসা থেকে বের হয়েছি, ঘড়িতে রাত দশটা বেজে গেছে। বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা। সেলসিয়াস স্কেলে তাপমাত্রা মাইনাস দশ ডিগ্রির নিচে। এটা সাধারণ রেফ্রিজারেটরের ডিপ ফ্রিজের দ্বিগুণেরও বেশি। এমন ঠান্ডায় হাঁটতে পারা আমার কাছে বেশ রোমাঞ্চকর ব্যাপার মনে হয়। কেমন একটা নিভীক হাঁটা!

আমি কল্পনা করছি মনে করুন, আমরা একটা রেফ্রিজারেটরের ভেতরে আছি; আমরা তাজা আছি। এ পৃথিবীও এক রেফ্রিজারেটর কিংবা ওভেন। আমরা এখানে শীতল হই, পাকুড়া হই। কী সব আবোলতাবোল কথা ভেবে চলেছে মেয়েটা! রাস্তায় খুব কম সংখ্যক মানুষ।

আমি গায়ে পরেছি সোয়েটার, পাফার জ্যাকেট, ওয়ার্মার, হেভি ব্ল্যাক জিপস প্যান্ট এবং পায়ে বুটা। শীতকে আটকে ফেলা বলা যায়। কী অদ্ভুত ব্যাপার! নাক-মুখের অংশে কেন সেরকম বেশি ঠান্ডা অনুভূত হয় না? যদিও নাকটা ঠান্ডা হয়ে আছে। চাইলে কাশ্মীরি শাল দিয়ে তা ঢাকতে পারি, কিন্তু অনুভবটা মিস করতে। শুধু কান-গলা ঢাকা। তার ওপর মাথায় ভারী হাতে বোনা টুপি।

হাত বের হলেই বোঝা যায় কত ঠান্ডা! সঙ্গে সঙ্গেই ফ্রস্টবাইট পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। পাফারের হাতায় গ্লাভসের মতো বাড়তি অংশ দেওয়া আছে, তবু ঠান্ডায় শীতল হয়ে ওঠে হাত। ভুল করে গ্লাভস নিইনি। হাতের কোনাটা টেনে পাফারের ভেতরে ঢুকিয়ে নিলাম। কারণ পকেটে হাত দিয়ে হাঁটলে শরীর বেশি রিল্যাক্স হয়ে যায়।

আমি একটু জোরে হাঁচিছি। একটু ঘাম ঝরিয়ে ফিরতে পারলে ভালো।

ইচ্ছে ছিল বাইরে দূরে কোথাও যাব। ক্রিসমাসের সাজসজ্জা দেখব এবং মানুষের চলে একটা ঠুঁ মারব সিটিতে। যদিও সিটিতে কাজের সুবাদে আমাকে প্রতি সপ্তাহেই কোথাও না কোথাও যেতে হয়েছে। ভালো না লাগলে ম্যারিয়ট বা হিলটনের লবিতে কিংবা স্ট্রারবাকসে বসে একটু কিছু লিখব বা পড়ব।

এইট অ্যাভিনিউয়ের একটি হোটেলে একবার মিটিংয়ে গিয়েছিলাম। তাই ভেতরে রোকার সাহসটা হয়েছে। লিফটে উঠে ওপরে রেস্টোরার পাশের বিভিন্ন সাইড টেবিলেও বসা যায়। বিভিন্ন দেশ

থেকে ভিজিটররা আসেন। সবার মাঝে কেমন একটা আনন্দের আমেজ। আমার মনে হয়, তাদের এ আনন্দের স্রোত নিউইয়র্কের বাতাসকে অনেক হালকা রাখে। ম্যানহাটনকে তাই সুখী নগরী বলা যায়। সবার মুখে উচ্ছ্বাস চলে পড়ে।

যদিও সত্যি কথা বলতে, বড় বড় শহরে মানুষের মনে অনেক বড় বড় কষ্ট থাকে। সেই কষ্ট শহরের বাতাসকে ভারী করে তোলে। অনেকটা মায়ের মতো অসংখ্য কষ্ট বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিশ্বের অন্যতম বড় শহর নিউইয়র্ক। একেকজনের দুঃখ একেক রকম।

আগে আমি পার্টি প্রোগ্রাম নিয়ে বিরক্ত হতাম। এখন হই না। যখন ঘরে ঘরে খুব কাছ থেকে মানুষের দুঃখগুলো দেখেছি বা দেখি, তখন বড় মায়া হয়। মনে হয় থাকুক না, তারা তাদের মতো সুখী।

পারিবারিক ভায়োলেন্স হোক বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের কেস; এসব ভাঙন দেখে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। মনে হয়, এ মানুষটিকে এমন অসহায় দেখার জন্য আমি দায়ী। আমাদের কি এজন্য শ্রষ্টা শুধু ক্ষমা চাইতে বলেছেন? নাকি অন্য কিছু? বিজ্ঞানের ভাষায় মেমোরি সেল কী বলে?

এই জীবন নাটকের মঞ্চে দর্শন বোঝার চেষ্টা করা বৃথা। রোগ, শোক, দুঃখ নিয়ে আমরা ভাবতেও চাই না। কিন্তু জীবন নামের বৃহত্তর অংশ নাটাইয়ের সুতো ধরে টান মারবেই। ঘুড়ি কোথাও আটকে গেলেই সমস্যা। ভাগ্যের ফেরে না ছিড়ে আবার উড়তে পারলে ভালো। নতুবা কোনো না কোনোভাবে যেন আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারলেই তার সাধ মেটে যায়। ঘুড়িটা যাতে সহজে না পড়ে, শুধু একটু সতর্ক থাকতে হবে।

কোথাও জীবনের ট্র্যাজেডিগুলো অনেকটা কাল হো না হোর মতো হয়ে গেছে। কত যুবকের মৃত্যু দেখলাম এ শহরে। নাটক-সিনেমার প্রভাব সত্যিই জীবনকে বড় রকমভাবে প্রভাবিত করে। এ জন্যই সিনেমার নায়ক শাহরুখ খান নিজেই বলেছেন, একটি সিনেমার শেষ দৃশ্য তার সন্তানদের দেখতে দেননি। নিজের মৃত্যু সত্যটির মনে যে গভীর ক্ষত তৈরি করতে পারে, তা প্রকৃতি ম্যানিফেস্ট করতে পারে। এ জন্য বোধ হয় ধর্মীয়ভাবে বিশেষ করে ইসলামি কনটেন্টেসএসব হারাম বলা হয়েছে।

বিষয়টি কত বৈজ্ঞানিকভাবে বোঝা যায়, অথচ

পারিবারিক ভায়োলেন্স হোক বা বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের কেস; এসব ভাঙন দেখে নিজেকে অপরাধী মনে হয়। মনে হয়, এ মানুষটিকে এমন অসহায় দেখার জন্য আমি দায়ী। আমাদের কি এজন্য শ্রষ্টা শুধু ক্ষমা চাইতে বলেছেন? নাকি অন্য কিছু? বিজ্ঞানের ভাষায় মেমোরি সেল কী বলে?

আমরা সব সময় কুয়াশার চাদরে ঢাকা থাকি সত্য উপলব্ধির অভাবে। আমাদের শিক্ষিত চোখ যা দেখে না, তা অনেক সময় খুব সাধারণ মানুষ দেখতে পায়। সেই সাধারণের ভেতরে যে অসাধারণ বাস করে, সে-ই হয়তো শ্রষ্টার কোনো রূপ।

ভোরে উঠে ঈদের গোসলের মতো গোসল করলাম। একটি দুধসাদা জলছাপ বুটি দেওয়া শাড়ি, লাল ব্লাউজ ও লাল ছায়ার কম্বিনেশনে নিজেকে সাজলাম। চোখে কাজল, চুলগুলো খোলা। নিজেকে বেশ সুন্দর লাগছিল। যদিও এটা আমার প্রতিদিনের সাজ। আজ বড়দিন। দুটো সেলফি তুলেছিলাম। ফেসবুকে দিলে সবাই প্রশংসা করত। কিন্তু এখন আর এসব টানে না। বরং নিজেকে কিছুটা আড়াল রাখতে ভালো লাগে।

গোসলের সময়ই মনে কেমন একটা ঈদের আমেজ ছিল। ফ্রেশ হয়ে নামাজ ও দীর্ঘ মেডিটেশন শেষে নাশতা খেলাম। চা খেলাম 'রব' চা। আমার কড়া চা খাওয়ার অভ্যাস। হয়তো সে কারণেই সারাদিন ঘরে রানীক্ষেত রোগে আক্রান্ত মুরগির মতো একটু পরপর ঝিমিয়ে পড়ছিলাম।

এর মধ্যে কিছু বের করতে গিয়ে ওয়ার্ডরোবের কাপড় এলোমেলো হয়ে গেল। এটা আমাকে গোছাতে হবে। কাজটা যত্ন করে করতে হয়। আমার সব শাড়ি। যদিও কিছু শাড়ি শুধু ঘরেই পরি। এটা অন্য রকম এক অনুভূতি, যা নারীর জীবনীশক্তি তৈরি করে। বয়স বাড়ছে। এখন না পরলে হয়তো আর পরা হবে না। শিশু সুলভতা আর কতকাল? বাঙালি পোশাকেই নিজেকে পরিপূর্ণ মনে হয়।

আগের আমলে নানি বলতেন, বেশি জিনিস কেনা ঠিক না। মরে গেলে এগুলো সাপ-বিছাু হয়ে

কামড়াবে। এক বিরাট রহস্য। মরে গেলে না, দু’জীবনেই এগুলো ব্যথার কারণ হয়ে ওঠে। মানুষ মনের আকৃতি রেখে চলে যায়।

এই যে আমার স্নেহের বোনবি হঠাৎ অসুস্থতায় চলে গেল, তার অনেক জিনিসের বাজারের ট্যাগও খোলা হয়নি। এসব ক্ষত আমাকে নানা ভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছে। দেশে কিছু পাঠালাম। কত কী ফেলে দিলাম, কত কী বিলিয়ে দিলাম, তবু শেষ হয় না। কে জানত ও এভাবে চলে যাবে? আমাদের সত্যিই সংযত হওয়া প্রয়োজন।

ভেবেছিলাম পাশের বাসার বিদেশি পরিবারকে একবার ‘মেরি ক্রিসমাস’ বলতে যাব। গত বছর জিজ্ঞেস করেছিলাম, লাইট লাগাওনি কেন? তিনি বলেছিলেন, আমরা চুপচাপ পালন করি। কেন জানি যাওয়া হলো না। সন্ধ্যার পর এশার নামাজ পড়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ছিলাম।

এর মধ্যে রং চায়ের সঙ্গে দুটো চকলেট খেলাম, খুব মিষ্টি। আমার ফুফাতো বোন বলতেন, মিষ্টি খেলে শরীর ছেড়ে দেয়। ঠিক তেমনই হলো। হালকা চা বৃথাই ঘুম পাড়াল, কিন্তু বুঝতে পারছিলাম, ক্যাফেইন তার অভাব জানান দিচ্ছে। সকালের পরিকল্পনাগুলো কে যেন বদলে দিল। সত্যিই কিছুই আমাদের হাতে নেই।

রাত নয়টায় উঠে কিছু চিজ রাভিওলি ভেজে নিলাম। একটি মাল্টা আর কিছু সিদ্ধ ভুটা খেয়ে পরে এক মগ কড়া চা খেলাম নিজেকে চাঙা রাখতে। যদিও যোগা ও মেডিটেশন মন-শরীর স্থিতিশীল করে, তবু এই একটি জায়গায় নিজের কাছে নিজেই হেরে যাছি। মাত্র তিন দিন হলো রং চা খাওয়া শুরু করেছি। শরীর ভালোই আছে, কোনো সমস্যা নেই। চা, বাল মরিচ আমারও প্রিয়। তবে এড়িয়ে চলি, খাবারের জন্য ওষুধকে সঙ্গী করার ইচ্ছা নেই।

একসময় হাঁটতে হাঁটতে হিলসাইড অ্যাভিনিউয়ের ১৬৮ নম্বর প্রিমিয়াম সুপারমার্কেটে পৌঁছে গেলাম। আগামীকাল শুক্রবার। কী মনে করে দুই পাউন্ড গরুর মাংস কিনে নিলাম। আমার হাঁটার গন্তব্য সেখানে শেষ হবে, এমন কথা ছিল না। সেখান থেকেই ফিরে এলাম। তখন এগারোটো বেজে গেছে। প্রিমিয়াম রেস্টুরেন্টগুলোর ভেতরে অনেক মানুষ। কাষ্টমারদের ভিড়, কর্মচারীরাও ব্যস্ত। আমি এমন ভাব করলাম যেন কিছু কিনব।

ফেরার পথে একটি রেস্টুরেন্ট পার হছিলাম। দেখি, এক তরুণী দিনশেষের পরিচ্ছন্নতায় ব্যস্ত।

পরিবারতন্ত্র, রাজতন্ত্র আমাদের দাসসুলভ মনোভাবেরই প্রতিফলন। এদেশের মানুষ গণভবনকে অনেক দূরের দেশ মনে করে, এলিটদের জন্য সংরক্ষিত মনে করে। এটি সর্বজনস্বীকৃত যে এখানে প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অভাব আছে, তাই প্রতিষ্ঠানের প্রতি আমাদের আস্থা নেই, যতটা রাখতে হয় ব্যক্তির ওপর। দীর্ঘদিনের পরাধীনতা ও আমাদের নিজেদের সামন্ততান্ত্রিক প্রবণতাও ওর জন্য দায়ী।

সাম্প্রতিককালে ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ চলছে। এর পরিস্থেকিতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প দঙ্গিত দিয়েছেন, তিনি আগেভাবে রেজা শাহের নির্বাসিত পুত্রকে স্বীকৃতি দিবেন না বরং ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যে শক্তি প্রমাণ করতে পারবে স্বীকৃতির ব্যপারে তিনি তার সাথে কথা বলবেন। ট্রাম্পের "might is right" নীতিতে হয়তো এটাই স্বাভাবিক। আমাদের দেশেও এখনো মোটামুটি এভাবেই যোগ্যতা প্রমাণ করতে হয়। ক্ষমতা এখানে আকস্মিক চাপিয়ে দেওয়া মুকুট। বন্দীত্ব বা নির্বাসনই এখানে মুখ্য, এখানে অর্জনের যেন কোনো ব্যপার নেই।

৬. শিক্ষা ও ভবিষ্যতের দিকনির্দেশনা

তরুণ প্রজন্মের জন্য শিক্ষা হলো—

- গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে
- ক্ষমতার লোভ নয়, নীতি ও আদর্শকে অগ্রাধিকার দিতে হবে
- দলীয় রাজনীতিকে ব্যক্তিনির্ভরতা থেকে মুক্ত করতে হবে

• সাপ্লাই লাইনে নতুন নেতৃত্ব আসতে হবে। রাজনীতিবিদদের জন্য শিক্ষা—

- ক্ষমতায় দীর্ঘদিন আঁকড়ে থাকার প্রবণতা আত্মঘাতী।

• সহানুভূতির ব্যাংক একাউন্ট খালি হয়ে গেলে পতন অনিবার্য। হাসিনা প্রমাণ করেছেন, বারবার ব্যক্তিগত দু:খের পূণরাবৃত্তি করে শুধু চোখের পানিতে তরুণ প্রজন্মকে ভুলিয়ে বেঁধে রাখা যায় না। তরুণের ধর্মই হলো শৃঙ্খল ভাঙা, নতুন উচ্চতা স্পর্শ করা। বর্তমান সংকট ও ভবিষ্যত অনিশ্চয়তার জবাব আপনার কাছে আছে কি-না তারা সেটিই আগে জানতে চায়।

বন্দীত্বের শক্তি শুধু আবেগ নয়, এটি রাজনৈতিক বাস্তবতা। ইতিহাস বারবার এই সত্য প্রমাণ করেছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো— আমরা কি ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেব, নাকি আবার একই চক্রে আবর্তিত হব? এই গাঙেয় ব-দ্বীপের মানুষ অত্যন্ত স্বাধীনচেতা ও গণতন্ত্রমনা। তারা ছাড় দেয়, কিন্তু ছেড়ে দেয় না। ক্ষমা করে, কিন্তু ভুলে যায় না। শান্তিপূর্ণ পালাবদল ও ক্ষমতা হস্তান্তরই গণতন্ত্রের শক্তি।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
 রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081	JAMAICA 347-644-5150	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590			

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

মিথ্যার মধ্যেও মানবিকতার আলো!

ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন

আড্ডাটা শুরু হয়েছিল খুব সাধারণভাবে—আমেরিকার এক প্রান্তিক শহরের পুরোনো পাবে। বাইরে শীতল হাওয়া, ভেতরে লো-লাইট, কার্টের টেবিলে তিন গ্লাস লঙ আইল্যান্ড আইস টি। এই জায়গার একটাই গুণ—এখানে বসলে কেউ খুব বেশি ভবিষ্যৎ নিয়ে কথা বলে না। অতীত আপনাআপনি হেঁটে আসে, চেষ্টার টেনে বসে।

মোবারক গ্লাসে ঢুমুক দিতে দিতে বলল, : হিব্বি, আজও কি মিথ্যে দিয়েই রাত শেষ করবে, নাকি সত্য বলবে?

আমি হেসে ফেললাম।

: মোবারক, তুমি আমেরিকান হওয়ার আগে মিশরে বিপ্লব করতে চেয়েছিলে। হয়নি, কারণ সেখানে মিথ্যেকেই জয়ী হতে দেখেছি। পালিয়ে এসে আমেরিকান হয়েছেো, কিন্তু মিথ্যে যেন তোমার সাথেই হেঁটেছে। আজ তুমিই বলো—জীবনের প্রথম বড় মিথ্যেটা কখন বলেছিলে, মনে আছে?

মোবারক অদ্ভুতরকম শান্ত। আগে হলে এতক্ষণে জর্জের দিকে তেড়ে যেত। তার ক্ষোভের, যা প্রতীকী, সব কটি খাঁটি আমেরিকান বন্ধু জর্জের ওপর পড়ে। আমি মজা নিই—কখনো জর্জের, কখনো মোবারকের সাথে।

সুবিধাবাদকে অনবরত চর্চা করে, দেশে যাদের একসময় বিনাবাক্যে শ্রদ্ধা করতাম, তাদের অনুসরণ করে সুবিধাবাদ তত্ত্বকে শৈল্পিক রূপে খুঁজে বের করছি।

জর্জ টেবিলের এক কোণে বসে। কম কথা বলে, চোখে সব হিসাব থাকে। শুধু বলল, : আজ মনে হচ্ছে মোবারক সত্য বলবে। বিপজ্জনক লক্ষণ।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য আমিই এগিয়ে যাই,

: প্রথম মিথ্যেটা বলেছিলাম প্রেমিকার চোখে চোখ রেখে—“আমি খুব অল্প রেগে যাই।”

ও বিশ্বাস করেছিল। কয়েক সপ্তাহ আমি নিজেও বিশ্বাস করেছিলাম। পরে বুঝলাম, মিথ্যেটা এত শক্তিশালী যে জীবনকে অগ্রস্তুত অবস্থায় সংসারের দিকে ঠেলেছে। তখন দ্বিতীয় মিথ্যের আশ্রয় নিতে হয়।

মোবারক হো-হো করে হেসে উঠল।

: আমারটা আরও ভয়াবহ। বিয়ের পরদিন। ফাতিমা এক আজব রঙের জামা পরে জিজ্ঞেস করেছিল, কেমন লাগছে? আমি বলেছিলাম—চমৎকার। বুঝিনি, ওই দিনই আজীবন চুক্তিতে ঢুকে



পড়েছি। এরপর থেকে—আজকের রান্না কেমন, আমি মোটা লাগছি কি না, চুল মানাচ্ছে তো—উত্তরে সবসময়ই মিথ্যে বলেছি। ফাতিমার সাথে আমার সংসার টেকেনি, কিন্তু মিথ্যেগুলো অভ্যাস হয়ে গেছে।

মোবারককে ছেড়ে যাওয়া ফাতিমার কথা আসতেই মনটা যেন মুচড়ে উঠলো। কবিতা প্রিয় ফাতিমার কাছ থেকে আরব ও পার্সিয়ান সাহিত্যের কবিতা শোনার কথা মনে পড়লো।

"Love came and flowed like blood through my veins and skin, emptied me of myself, and filled me with the Friend." (প্রেম এলো, রক্তের মতো আমার শিরায়, আমার ত্বকে—আমাকে খালি করে দিল, শুধুই ভরে দিল প্রিয়জনের আলোয়। — রুমি)

এরধ্যেই জর্জ তাঁর মিথ্যে বলার বয়ান শুরু করে দিয়েছে,

: আমার প্রথম মিথ্যেটা বলাটা মধ্যবয়সে,

ডাক্তারকে। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, “মদ্যপান করো?” আমি বলেছিলাম, “মাঝে মাঝে।” ডাক্তার খুশি। আমি তখন বোঝাইনি—‘মাঝে মাঝে’ মানে সপ্তাহের সাত দিনের মধ্যে পাঁচ দিনই। মিথ্যেটার সবচেয়ে বড় সাফল্য—ডাক্তারের নথিতে আজও আমি ‘মাঝেমধ্যে’ মদ্যপানকারী।

ঠিক তখনই ঢুকল কিয়ারা, মোবারকের নতুন বান্ধবী। যাট পেরোনোর পরেও প্রেম এত হালকা, সচেতন, সাবধানী। সে বসলো, কিন্তু মদ নিল না। ব্যাগ থেকে ছোট ক্যান্ডি মুখে দিল।

কিয়ারা হেসে বলল, : মদ্যপান পশ্চিমা পুরোনো সভ্যতা। এখন সময় ড্রাই লাইফস্টাইলের।

আমি আর জর্জ একসাথে মাথা ন্যাড়ালাম। এই সভ্যতায় আমাদের সফটওয়্যার এখনও আপডেট হয়নি।

হঠাৎই কথা ঘুরল রাজনীতিতে। মোবারক হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে বলল,

: ইতিহাস বইয়ে, ভূগোলে, মানচিত্রে অনেক দেশ আছে, আছে দেশগুলোর সীমানাও। বাস্তবে এখন আছে এক দেশ—যে দেশের হাত কোনো শাসকের বেডরুমে, কোথাও দূরবর্তী খনিজ ভাণ্ডারে, কারও ব্যাংকে, কারও কলারে। কত দেখাবে বিধি? এর শেষ কোথায় ইশ্বর?

: তুমি আজকাল ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে শুরু করেছো, মোবারক!

জর্জকে ইঙ্গিত করে মোবারক কথাগুলো বলে দুই হাত মাথায় দিয়ে শূন্যে তাকিয়ে থাকে। বারের মেয়েটি কিয়ারার সাথে আলাপ শেষ করছে।

মোবারক বলতে থাকে,

: নরিয়েগা প্রেসিডেন্ট হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ইতিহাস বলেছে—না। সাদ্দাম, গান্ধাফি, বিন লাদেন—নিজেকে নিরাপদ ভেবেছিলেন, ইতিহাস অন্যভাবে নোট করেছে। মাদুরো নিজেকে সারভাইভার মনে করেছিলেন, কিউবার বিপ্লবের রঙ কবে ফিকে হয়েছে, তা কতদিন থাকবে? গ্রিনল্যান্ড শতাব্দীর সেরা খেলা—সবই একই

রাজনৈতিক দর কষাকষি নয়, নৈতিক পুনর্গঠন হিসেবে পুনর্মিলন

দেলোয়ার জাহিদ

অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনুস এই মুহূর্তে বাংলাদেশে সত্য ও পুনর্মিলন প্রক্রিয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছেন, প্রাক্তন সরকারের অপরাধ অস্বীকার এবং অনুশোচনার অভাবের কথা উল্লেখ করে। দুই প্রাক্তন জ্যেষ্ঠ মার্কিন কূটনীতিক - অ্যালবার্ট গম্বিস এবং মোর্স ট্যানের সাথে এক বৈঠকে অধ্যাপক ইউনুস বলেন, পুনর্মিলন তখনই সম্ভব যখন অপরাধীরা অন্যায় স্বীকার করে, অনুতপ্ত হয় এবং একটি অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করে, যা বর্তমানে অনুপস্থিত বলে তিনি উল্লেখ করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদ-পরবর্তী অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে, যা তিনি নেলসন ম্যান্ডেলার বন্ধু হিসেবে ঘনিষ্ঠভাবে অনুসরণ করেছিলেন, অধ্যাপক ইউনুস জোর দিয়ে বলেন যে জুলাই বিদ্রোহের সময় নির্যাতনের যথেষ্ট প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও, প্রাক্তন সরকার দায় অস্বীকার করে চলেছে, পরিবর্তে তরুণ বিক্ষোভকারীদের হত্যার জন্য সন্ত্রাসবাদকে দায়ী করছে।

বর্তমান প্রেক্ষাপটে একজন গবেষক হিসেবে অধ্যাপক ইউনুসের এ বক্তব্যটি গভীরভাবে বিশ্লেষণের দাবি রাখে অসাংবিধানিক ক্ষমতা এবং নেতৃত্বের নৈতিক পতন হলে যখন একটি সরকার অসাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতায় আসে—সেটা অভ্যুত্থান, কারচুপির নির্বাচন, অথবা বিচার বিভাগীয় দখলের মাধ্যম যা ই হোক না কেন—রাষ্ট্রের বৈধতা নিজেই ভেঙে পড়ে। এই ধরনের প্রেক্ষাপটে নেতৃত্ব কেবল মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকেই নয়, বরং নৈতিক ও আদর্শিক দিক থেকেও নৈতিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে: নৈতিক সম্মতি ছাড়াই সেখানে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করা হয়।

বাংলাদেশ, ২০২৪ সালের আগস্ট-পরবর্তী রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বৈধতার এই সংকটকে প্রতিফলিত করে মর্মে তীব্র অভিযোগ প্রাক্তন সরকারের পক্ষ থেকে। সাংবিধানিক শৃঙ্খলার যে পতন হয়েছে তা খুবই দৃশ্যমান ফলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি তৈরি হয়েছে: রাজনৈতিকীকরণ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এবং বিচার বিভাগ বিশেষতঃ সরকার গঠিত ট্রাইবুনাল, বিরোধী দল, সাংবাদিক এবং সংখ্যালঘুদের উপর পদ্ধতিগত দমন পীড়ন, নির্যাতন, হত্যা দেশ শাসনের প্রাথমিক হাতিয়ার হিসেবে সম্মতির পরিবর্তে ভয় কে মান্যতা দেয়া হচ্ছে।

পুনর্মিলন প্রক্রিয়ায় নৈতিক দর্শন হিসেবে সাংবিধানিকতা (জেন লক এবং আফ্রিকান সাংবিধানিক চিন্তাধারা) কে কতটা প্রাধান্য দেয়া

তাই বাংলাদেশের জন্য, পুনর্মিলন শুরু করা উচিত নীরবতা বা আপস দিয়ে নয়, বরং সাংবিধানিক পুনরুদ্ধার, নৈতিক জবাবদিহিতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নাগরিকত্ব দিয়ে।

হয়েছে তা বুঝা যায়:

লকের নীতিতে - যে সরকারগুলি শাসিতের সম্মতিতে বিদ্যমান - এখনও মৌলিক। যখন সাংবিধানিক শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা হয়, তখন নাগরিকরা নৈতিকভাবে আনুগত্যের জন্য আবদ্ধ হন না।

আফ্রিকান সাংবিধানিক আন্দোলন গুলি (যেমন, ঘানার ১৯৯২ সালের সংবিধান, দক্ষিণ আফ্রিকার ১৯৯৬ সালের সংবিধান) সাংবিধানিকতাকে কেবল একটি আইনি দলিল হিসেবে নয়, বরং একটি নৈতিক সামাজিক চুক্তি হিসেবে পুনর্গঠিত করেছিল।

ধরণটি আফ্রিকান অভ্যুত্থান-পরবর্তী রাষ্ট্রগুলির প্রতিফলন, যেমন নাইজেরিয়া (১৯৯৩-পরবর্তী), ঘানা (১৯৯২-পূর্ব), সুদান, জিম্বাবুয়ে এবং বুরকিনা ফাসো, যেখানে অসাংবিধানিক দখল প্রতিষ্ঠানগুলিকে ফাঁকা করে দিয়েছিল এবং দমন ও প্রতিরোধের চক্র তৈরি করেছিল।

তাই কেন্দ্রীয় প্রশ্নটি কেবল সমাজকে কীভাবে পুনর্মিলন করা যায় তা নয়, বরং কীভাবে একটি রাষ্ট্রকে তার নিজস্ব সাংবিধানিক এবং নৈতিক ভিত্তির সাথে পুনর্মিলন করা যায় তা নিয়ে ভাবতে হবে.

দায়িত্ববোধের নীতি বনাম দণ্ডবিধির নীতি (ম্যাক্স ওয়েবার): ওয়েবার নীতি নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে পার্থক্য করে: দণ্ডবিধির নীতি: আদর্শিক বিশুদ্ধতা, প্রায়শই কর্তৃত্ববাদী শাসকগোষ্ঠী দমন-পীড়নকে ন্যায্যতা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করে দায়িত্ববোধের নীতি: ক্ষমতার পরিণতির জন্য জবাবদিহিতা

বাংলাদেশে, শাসকগোষ্ঠী ক্রমবর্ধমানভাবে আদর্শিক বর্ণনা (জাতীয় নিরাপত্তা, স্থিতিশীলতা, ধর্ম) উপর নির্ভর করে, পরিণতি উপেক্ষা করে: হত্যা, গুম, গণ-মামলা, মব জাস্টিস এখন আন্তর্জাতিক উদ্বেগের কারণ।

আফ্রিকান সমান্তরাল: মুগাবের অধীনে জিম্বাবুয়ে মুক্তির আদর্শের মাধ্যমে দমন-পীড়ন

ন্যায্যতা দেয়

সুদানের সামরিক বাহিনী নিয়ন্ত্রণকে "স্থিতিশীলতা" হিসাবে উপস্থাপন করে মিলন নীতি: নেতৃত্বকে আদর্শিক স্ব-ন্যায্যতা থেকে দায়িত্ব-ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থায় স্থানান্তরিত হতে হবে, ক্ষতিকে পুনর্মিলনের পূর্বশর্ত হিসেবে স্বীকার করতে হবে। রাষ্ট্রীয় ন্যায্যবিচার দর্শন (শান্তির আগে সত্য)

আফ্রিকান অভিজ্ঞতা—বিশেষ করে দক্ষিণ আফ্রিকা, সিয়েরা লিওন এবং লাইবেরিয়া—প্রদর্শন করে যে সত্য ছাড়া শান্তি ভঙ্গুর।

মূল নীতি: ক্ষমার আগে সত্য জবাবদিহিতার আগে ঐক্য ভুক্তভোগীরা আগে অভিজাত বাংলাদেশে, পুনর্মিলন আলোচনা প্রায়শই "এগিয়ে যাওয়া"র উপর জোর দেয় যেখানে: বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের তদন্ত এড়ানো বিরোধিতাকে অপরাধমূলক করা সংখ্যালঘুদের দুর্দশার দমন করা এটি ২০০৭-পরবর্তী কেনিয়ার প্রতিফলন, যেখানে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে ব্যর্থতার ফলে বারবার রাজনৈতিক সহিংসতা দেখা দেয়। ডি. সাম্প্রদায়িক পুনর্মিলন (উবুফু বনাম জবরদস্তিমূলক জাতীয়তাবাদ) উবুফু দর্শন ("আমি আছি কারণ আমরা অছি") জোর দেয়: ভাগ করা মানবতা পুনরুদ্ধার মূলক ন্যায্যবিচার পুনঃঐক্যীকরণ, মুছে ফেলা নয় তবে, উবুফু কেবল সেখানেই কাজ করে যেখানে রাষ্ট্রীয় সহিংসতা বন্ধ হয়। রাজনৈতিক দর কষাকষি নয়, বরং নৈতিক পুনর্গঠন হিসেবে পুনর্মিলনী বিবেচনা করতে হবে.

অসাংবিধানিক শাসনব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে পুনর্মিলন অভিজাতদের মধ্যে আলোচনা নয়, বরং রাষ্ট্রের নৈতিক পুনর্গঠন প্রয়োজন।

আফ্রিকান ইতিহাস আমাদের শিক্ষা দেয় যে:

..ন্যায্যবিচার ছাড়া স্থিতিশীলতা ভবিষ্যতের সহিংসতার জন্ম দেয়

..সত্য ছাড়া ক্ষমা দায়মুক্তি প্রতিষ্ঠা করে

..সমতা ছাড়া ঐক্য হলো জবরদস্তি

তাই বাংলাদেশের জন্য, পুনর্মিলন শুরু করা উচিত নীরবতা বা আপস দিয়ে নয়, বরং সাংবিধানিক পুনরুদ্ধার, নৈতিক জবাবদিহিতা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নাগরিকত্ব দিয়ে।

লিওনিদ রাগোজিন

মার্কিন সেনাবাহিনীর ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে অপহরণ, পরে ইরানের অস্ত্রেরতাকালে ওয়াশিংটনের হস্তক্ষেপের হুমকি পশ্চিমা বিশ্বে উগ্র ইউক্রেনপন্থি মহলে উৎসাহের জোয়ার সৃষ্টি করেছে। সরল যুক্তি হলো, মস্কোর মিত্ররা দুর্বল হলে রাশিয়াও দুর্বল হয়ে পড়ে। যদিও তিনি অতীতে মার্কিন হস্তক্ষেপের সমালোচনা করেছিলেন; মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর ডেমোক্রোটিক পূর্বসূরিদের ছড়িয়ে দেওয়া ‘রেজিম চেঞ্জ’ বা শাসন ব্যবস্থা পরিবর্তনের জুরে নতুনভাবে আক্রান্ত।

এ পরিস্থিতি সবচেয়ে বেশি মনে করিয়ে দেয় বিপ্লব রণাঙ্গনির কথা, যা ছিল রেড আর্মির জনক লিও ট্রটস্কির নেতৃত্বে সোভিয়েত রাশিয়ার একটি স্বল্পস্থায়ী নীতি। এর ফলে ইউরোপজুড়ে হান্সেরি, বাভারিয়া ও লাভভিয়ায় বেশ কয়েকটি বলশেভিকপন্থি সরকার গড়ে ওঠে। তাদের কোনোটিই বেশিদিন স্থায়ী হয়নি।

বলশেভিকদের এসব কম পরিচিত বিপ্লব প্রকল্পগুলোর একটি ছিল পারস্যে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। ১৯২০ থেকে ১৯২১ সালের মধ্যে কম্প্রিয়ান সাগরের তীরে ইরানের গিলান প্রদেশে এটা টিকে ছিল। ধারণাটি ছিল সর্বহারা বিপ্লবকে ভারতে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা। শেষ পর্যন্ত রেড বাহিনী পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং তার স্থানীয় মিত্ররাও জুত উৎখাত হয়।

এক শতাব্দী পর ইরান আবারও নিজেকে বিপ্লবী রণাঙ্গনির গম্ভ্যস্থল হিসেবে দেখতে পায়। আর এখন সেখানে মার্কিন ও ইসরায়েলি যুদ্ধবাজরা ইউক্রেনের বিক্ষোভের মতোই কিছু উক্কে দেওয়ার নেপথ্যে কাজ করছে। ইরানের ধর্মতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য নয় বললে অতিরঞ্জন হবে না। এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধও স্বাভাবিক। তবে মার্কিন ও ইসরায়েলি হস্তক্ষেপের ক্রমাগত হুমকি একদিকে এ বিক্ষোভের সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ এবং অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা থেকে রাষ্ট্রের বাঁচার শক্তির উৎস হিসেবে কাজ করছে বলে মনে হয়। ইরানিরা তাদের দেশকে আরেকটি সিরিয়া বা লিবিয়ায় রূপান্তরিত করার ঝুঁকির চেয়ে কোনটা ভালো, তা ভালোভাবেই জানে।

ইরানের পুরো বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস হলো রাশিয়া বা সোভিয়েত ইউনিয়নসহ বাইরের শক্তির বিরুদ্ধে অবিরাম প্রতিরোধের। ইরান সেই জায়গা, যেখানে সোভিয়েত ও পশ্চিমা স্বার্থ প্রায়ই মিলে যায়। যেমন— ১৯৫৩ সালে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ মোসাদ্দেগের বিরুদ্ধে

গল্পের নতুন নতুন অধ্যায়।

জর্জ যোগ করল,

: আগে বন্দুক লাগতো, ট্যাংক লাগতো। এখন আর এসব কিছুই লাগে না। কী বলো, হিব্বি, তোমরাও তো অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করে তোমাদের দেশ স্বাধীন করেছিলে?

: হ্যাঁ, আমাদের অস্ত্র তখন মূলত থ্রি-নট থ্রি রাইফেল! ওগুলোতে মরচে ধরেছে অনেক আগেই!

: অস্ত্র নিয়মিত ধারালো রাখতে হয়, হিব্বি—

তোমরা তা করতে পারনি।

বাংলাদেশ, দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশ, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা, ইরানের বাস্তবতা—ইতিহাস ফিসফিস করে কী কিছু বলছে? —মোবারকের অনমনাে করা উক্তি, অনেকটা দার্শনিকের মতো।

জর্জ গ্লাস নামিয়ে বলল,

: মানব সভ্যতার ইতিহাসে এ বিষয়গুলো নতুন নয়। দেশ গড়েছে, দেশ ভেঙেছে। সাম্রাজ্য পরিবর্তন হয়েছে। সভ্যতা এখন নতুন বাকে দাঁড়িয়ে। এ বাকের নেতৃত্ব আমেরিকার। আসুন বন্ধুরা—যে যেখান থেকেই আমরা আসি না কেন, একজন আমেরিকান হিসেবে আমরা বিজয়ের গান গাই। সময়টি আমাদের!

মৃদুস্বরে বলার চেষ্টা করি, জর্জ আসলে তোমার কথায়, তোমাদের কথায় আমরা চলেই আসছি। তোমরাই প্রথম, তোমরাই শেষ! আগে সরাসরি বলতে পারতাম না, এখন আর রাখঢাক নেই।

মোবারক বলল,

: সবকিছুর শেষ আছে।

হেসে বলল,

: সত্যি কথা বলব? সবচেয়ে বড় মিথ্যেটা আমি আমেরিকায় এসে নিজেকে বলেছিলাম—

“আমেরিকা আমাকে বদলাবে না।”

আমরা হেসে উঠলাম। বাইরে শীত আরও বেড়ে গেছে।

আড্ডা শেষ।

প্রশ্নটা রয়ে গেল—

আমরা কি মিথ্যে বলি বাঁচার জন্য,

নাকি বাঁচতে-বাঁচতেই মিথ্যে শিখে ফেলি?

আর হয়তো, এই মিথ্যেগুলোই আমাদের সবচেয়ে বড় সত্য।

যা বাঁচিয়ে রাখে, যা ধীরে ধীরে শেষায়—যদি সাহস হয়, চোখ খুলে সত্য দেখার।

আর রাতের ঠাণ্ডা হাওয়া। আকাশে এক ফালি চাঁদের কিরণ জমে থাকা তুষারের ওপর পড়ছে। চিকচিক আলোর ঝলকানি। কিয়ারা তাঁর ড্রাই লাইফস্টাইলের শেষ চর্চাটি করে নিচ্ছে।

অভ্যুত্থান এবং ১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লবের বিরুদ্ধে তাদের যৌথ বিরোধিতা; আবার ইরান-ইরাক যুদ্ধে ইরাকি পক্ষকে তাদের সমর্থন দান।

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের গত মেয়াদের শেষের দিকেই তেহরান ও মস্কো একটি অস্থায়ী জেট গঠন করে, যা আরও দৃঢ় হয় যখন ইউক্রেনে রাশিয়ার সর্বাধ্ব্যক আক্রমণের শুরুতে ইরান রাশিয়াকে গুরুত্বপূর্ণ ড্রোন প্রযুক্তিতে সহায়তা দেয়।

ইরান, রাশিয়া ও চীনের ঐতিহাসিক পরিক্রমায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মিল রয়েছে। এই তিনটি রাষ্ট্রই দীর্ঘদিন ধরে টিকে থাকা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যতম, যেখানে পশ্চিমা শক্তিগুলো ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিল। তিনটি রাষ্ট্রের কর্তৃত্ববাদী গ্রন্থতাকে পশ্চিমা হুমকির বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা বলে মোটাঢাগে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। তবে এই তিন রাষ্ট্রের মধ্যে রাশিয়ার ভূমিকা সবচেয়ে অস্পষ্ট। কারণ পশ্চিমাদের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব সত্ত্বেও এটি সেই ইউরোপীয় শক্তিগুলোর মধ্যে একটি, যারা ইরান ও চীন উভয়েরই ভূখণ্ডের অংশে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করেছিল।

ইরানের বর্তমান প্রতিকূলতার প্রতি ইউরোপকেন্দ্রিক মস্কোর মনোভাবই এতে ধরা পড়ে। পুতিন সরকার এককভাবে একটি প্রকল্পের ওপর মনোযোগ দিয়েছিল। আর তা হলো ইউক্রেন যুদ্ধে জয়লাভ, যাকে তারা পশ্চিমাদের সঙ্গে একটি প্রশ্নি সংঘাত হিসেবে দেখে। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকায় রাশিয়ার সামরিক অভিযান পুতিনের জন্য কেবল ততক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সেখানকার পশ্চিমা সম্পদে ভাগ বসাতে পারে। এর মধ্য দিয়ে জেক্সলিনের জন্য অতিরিক্ত ব্যবসায় ও অন্যান্য সুবিধা তৈরি করা যায়। ইরান, ভেনেজুয়েলা ও উত্তর কোরিয়ার শাসকদের সঙ্গে রাশিয়ার পরিস্থিতিগত জেট একই শ্রেণিভুক্ত।

মস্কোর শাসকদের পক্ষের মতাদর্শিকরা জার আলেকজান্ডার তৃতীয়র উক্তি হিসেবে ব্যবহৃত এই কান্ননিক বাক্যাংশটি আওড়াতে বেশ পছন্দ করেন— ‘রাশিয়ার কেবল দুটি মিত্র আছে। সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনী।’ এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাশিয়ার মিত্র ও দুর্বল দেশগুলোর শাসন ব্যবস্থা পারমাণবিক পরাশক্তির বৈশ্বিক খেলায় কেবল সহজবোধ্য দাবার খুঁটি ছাড়া আর কিছুই নয়।

লাতভিয়ার ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক; আলজাজিরা

আমিও ওসমান হাদি হতে চাই

রুদ্র সাহাদাৎ

নতুন দিনের মিছিলে এসো বন্ধু

গাই জীবনের জয়গান -মানুষ মানুষের জন্য

জানুক পৃথিবী - সবুজে আছি সবুজে বাঁচি

ভালোবাসায় হোক ভালোবাসা

আমিও ওসমান হাদি হতে চাই

রাজপথ মেঠোপথ জুড়ে জ্ঞোগান

বার্চার মতো বার্চতে চাই

মৌলিক অধিকার নিয়ে প্রাণ খুলে হাসতে চাই

আর নয় স্বার্থে দৌড়- এবার বসি সমাধান হোক

সম্পর্কের গল্প ছড়িয়ে যাক

ভূমণ্ডল থেকে নভোমণ্ডল

অন্তরালের হাহাকার

আহমেদ মোস্তফা ফয়সাল

আড়ালেই সব দুঃখ ধূপের মতো জ্বলতে থাকুক

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আমি বরং খুঁজেকিরি

আকাশের অনাবিল একটুকরো শান্তি।

বিষাদের স্তব্ধতা হঠাৎই যখন জমে ওঠে বুকে

সময়ের ধুলোমাখা প্রান্তর থেকে উঠে আসে

নিঃশব্দ শ্রোতের আঁছড়ে পড়া হাহাকার!

চোখের জল নিজস্বতায় গড়ে তোলে মহাকাব্য

কিন্তু কেউ শুনতে চায় না সে যাপিত ইতিহাস।

ঝড়ে উড়ে যাওয়া মানুষের জন্ম-মৃত্যুর ক্ষণ

ফিরে ফিরে মনে করায় জীবন কতটা অনিশ্চিত!

কীট-পতঙ্গের ছোট পৃথিবীটা কী গভীর এক্যে বাঁধা-

কোনো ঈশ্বর নেই, আছে শুধু বহমান প্রাণচেন্না!

বৃক্ষেরা দাঁড়িয়ে থাকে নীরবে ধৈর্যের সারিবদ্ধতায়

আর বোকা মানুষ ছুটে অস্তহীন অস্তিরতায়!

পাহাড়, মাটি, অরণ্য ফিসফিস করে বলে -

স্থিরতার গভীরেই লুকিয়ে থাকে অচেনা চলন।

শুধু মানুষই সকল প্রশ্নের বুলি নিয়ে খুঁজে

মনের গভীরে জন্ম নেওয়া সেই দুর্লভ আলো!

পৃথিবী দেখছি, তোমাকে দেখছি না

শাখাওয়াত তানভীর

পরপর দুটি পাসপোর্টই এক্সপায়ার্ড

ছিল অব্যবহৃত; নবায়ন করা হয়নি এখনো

আমার বুঝি আর পৃথিবী দেখা হলো না

তবুও খেদ ছিল না এতটুকু

তোমাকে তো দেখছি....

পৃথিবী নিশ্চয়ই তোমার চেয়েও বড় না!

অনেক দিন হলো তোমাকে দেখি না

বুঝলাম- তোমাকে দেখার জন্মেও

অলিখিত এক পাসপোর্ট আছে,

হয়তো মেয়াদ ফুরিয়েছে তার!

ভাবছি- দু-একদিনের মধ্যেই অনলাইনে

পাসপোর্ট নবায়নের আবেদনটা করেই ফেলবো!

আচ্ছা- তোমাকে দেখার পাসপোর্টটা

কোথায় নবায়ন করি, বলতো? কোন অফিসে?

পৃথিবী দেখব! আর তোমাকে দেখব না?

এ.. হয় নাকি? হয় না...!

তবুও এইই হয়ে যাচ্ছে....

পৃথিবী দেখছি, তোমাকে দেখছি না!

এই মাঘ

আহাম্মদ উল্লাহ

এই মাঘ

এই পত্রবারা শীতের বন

খুন করে ফেলে রাখে সহস্র হলুদ পাতা।

এই মাঘ

মাঠের হৃদয় শূন্য করে।

এই মাঘ

ফুল ফোঁটায়, ভ্রমর আনে— কানন বানায়।

এই মাঘ

আশা দেখায় বসন্তের

বাহারী স্বরের।

হিমায়িত করে মানুষের আশা

গৃহ সংকল্পে।

কাছে টানে প্রাণ

সংসারে

বিবাহ আসরে

এই মাঘ।

প্রতীক্ষার প্রহর

ব্রীষ্টফার পিউরীফিকেশন



গত বড়দিনের আগেই বাদলের আসার কথা ছিল। অর্থাৎ হিসেব মতো নভেম্বরেই তার তিন বৎসর পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু মিনা যখন প্রতীক্ষার সিঁড়িগুলো ধাপে ধাপে পেরিয়ে প্রায় শেষ পর্যায় এসে গেছে, ঠিক তখনই একটি চিঠি তার অনুভূতিমাখা স্বপ্নের ফুলদানিটি ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিলো। মিনার আশা ছিল, এবার তারা পরিবারের সকলে মিলে অনেকদিন পর একসাথে বড়দিন উদযাপন করবে। কতো জায়গায় বেড়াতে যাবে তারা। সেই কবে সে বাদলের সাথে বেড়াতে গিয়েছিল, সেকথা মিনা ভুলেই গেছে। বড় সন্তান টিনা এবার মেট্রিক পরীক্ষা লিখবে। আর বিপু ক্লাস সিলেক্টে উঠেছে।

বাদল সেই প্রথম যখন মধ্যপ্রাচ্যে যায়, তখন টিনার বয়স কতইবা ছিল। তখন সে বোধ হয় ক্লাস ওয়ানে ছিল। আর বিপু ছোট শিশু। বুড়ো মা আর একমাত্র বোন সবিতা, তারাও বাড়িতে ছিল তখন। আর এখন এত বৎসরের ব্যবধানে কত পরিবর্তন এসেছে তাদের সংসারে!

ননদী সবিতার বিয়ে হয়ে গেছে। তারপর তার কোলে পুত্র-সন্তান এসেছে। আর শাশুড়ির মৃত্যু হয়েছে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর চলছে।

বাড়িতে ছোট দুটো ঘর ছিল। একটি তিনের চৌচালা আর অন্যটি ছাপড়া-ঘর। ওগুলো ভেঙ্গে এখন বড় দুটো ঘর করা হয়েছে। গ্রিলঘেরা বারান্দা, আরসিস পিলার, ইটের ওয়াল। বাড়িতে বিদ্যুতের সংযোগও দেওয়া হয়েছে। চিড়ি, ভিসিআর হয়েছে। কয়েকটি ধানী-জমিও কেনা হয়েছে।

বিদেশ করার, বাদলেরও আর ইচ্ছে নেই। মিনা গত সফরে ওকে বলেছিল, ‘আর কতো? মানুষ

বাঁচেই বা কয় বৎসর? যথেষ্ট হয়েছে। তুমি একবারেই চলে এসো। যা আছে, তাতে আমাদের দিন কোনমতে চলেই যাবে।’

তো বাদল ঠাট্টা করে বলেছিল, ‘কেন? এখন যে বারবার চইলা আসো, চইলা আসো বলতামো! অথচ তখন তোমার যন্ত্রণায় দেশে টিকতে না পাইরা আমি বিদেশে পাড়ি দিছিলাম। তখন তো আমার বয়সও কম ছিলো। ... সাতপাঁচ চিন্তা না করিরা, তুমিই আমারে বিদেশে যাইতে বাধ্য করেছিল! এখন দেশে আইসা করবোটা কী? তা ছাড়া আমাদের যে পেশা। ঢাকায় এমনকি দেশের সবখানেই নো ভেকসি। থাকলেও পয়সাপাতি কম। আগের সেই কাজের বাজার এখন আর নাই!’

মিনা ভাবে, তার নিজের উচিত শিক্ষাই হয়েছে। দেখতে দেখতে তার গায়ে ভাঁজ

পড়েছে। কপালে বলিরেখা। মাথায় রূপালি চুলের বিলিক। গাল দুটোও বুলে পড়েছে। মানুষ তাকে কপালে চোখ তুলে দেখে! আহা, কী সৌন্দর্য! আর বাদল? সেই বাদল এখন আর সে নেই! মোটার মোটা তো হয়েছেই। ওজনও বেড়ে গিয়ে আড়াই-মণ ছুঁই ছুঁই করছে। মানুষ এমন মোটা হয়? গায়ের চামড়াও কালো হয়ে গেছে। শরীরটা আস্ত এক ফুটবল বানিয়েছে। পেট-পিঠ-গর্দানে এক হয়ে গেছে। মদও গিলে। দেশে আসলে, পারে তো মদের গামলায় চব্বিশ ঘণ্টা উপুড় হয়ে ডুবে থাকে! ওখানেও নাকি লুকিয়ে ছাপিয়ে গিলে। মিনা কতবার বলেছে, ‘ওসব ছাই মাখা আর খেয়ো না। হাটের অসুখ আর বাঁধিও না। কবে আবার ঠাস করে মরে যাবে! আমাদের তিন মায়ে-ছায়েদের নদীতে ফেলে য়েয়ো না। আমরা তখন না পারবো ভাসতে। না পারবো বাঁচতে। সমূলে ডুবে মরা ছাড়া তখন আর কোন গতিই থাকবে না! ওসব ছাড়তে না পারলে, মরো!’

ছিঃ ছিঃ অমন অলুক্ষণে কথা মিনা বলতে পারলো তার স্বামী বাদলকে? অবশ্য বাদল কিছুই মনে করেনি। হো হো শব্দ করে হাসলো কেবল। তাছাড়া মনে করবেই বা কী? ওর মন বলে কি কোন জিনিস আছে, ওই জাহাজ মার্কি বপুটার ভিতর? মিনার কোন কথায় পাত্তা দেয় না বাদল। সে এক গণ্ডার! মনে যা আসে, তাই করে। মিনার দুঃখ এখানেই। কখনো তার কথা শোনে না সে।

টিনা আর বিপু কীভাবে যে এতোটুকু থেকে এতো বড় হয়ে গিয়েছে, বাদল তার কিছুই দেখেনি! শুধু চিঠিতে, ক্যাসেটে একই ধানের কতোগুলো উপদেশ, ‘... ওদেরকে সাবধানে রাখিখো। অসুখ বিসুখ বাঁধাইও না। ঢাকা পয়সা যা পাঠাইলাম হিসাব করিরা খরচা কইরো ...’ ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিপুটা বখাটেদের দলে ভিড়ে গেছে।

তাদের সাথে মিশে মিশে যা হয়েছে না আজকাল! নামেই শুধু স্কুলে যায়। সেদিন নারায়ণ স্যার বলেছিলেন, ‘টিনার মা, এই বয়সের ছেলেদের বাবা কাছে থাকতে হয়।’ বিপুটা মদ, সিগারেট কিছু আর বাকী রাখেনি। তার ঠোঁট দুটো ও হয়েছে বেশ চকলেট রঙের! কেউ কিছু বললে খ্যাঁ খ্যাঁ ক’রে তেড়ে আসে।

গত চিঠিতে তার কিছু আভাস দিয়ে লিখেছে মিনা। ‘বাপ হয়ে শুধু টাকার পিছনে ছুটলে! ছেলে কি আর মানুষ হবে? মা হয়ে মেয়েকে আগলে রাখা যায়। কিন্তু ছেলেকে তো আর রাখা যায় না ...!’

এবার বাদল এসে ছেলেকে আচ্ছা মতো শাসিয়ে বুঝিয়ে গেলে, নিশ্চয় সে বুঝবে এবং ভালো হবে। কচি বয়সের ছেলে। বাজে নেশার আর বাদ রাখলো না কিছু। গত বড়দিনে গির্জায়, ফাদার সুব্রতও উপদেশে অনেক কিছু বলেছিলেন। ছেলেমেয়েরা কেন বিপথে যায়। কেন মদ-বিড়ির নেশা করে। তারা তাদের বাবা-মায়ের কাছ থেকে দেখে-শুনে অনেক কিছুই শিখে। তাঁদের অনুসরণ করে। আর তাঁদের আশ্রয় প্রশ্নয়ে বেড়ে ওঠে ...।

বিপু কি জানে না যে, তার বাবা মদ সিগারেট আচ্ছা খোর? এবার বড়দিনে বাদলের উচিত ছিল বাড়ি থাকা। এই ভেবে মাঝে মাঝে মিনা চাপা স্ফোভে গুমরে গুমরে মরে। এই মরার দৃশ্যটা অন্য কেউ দেখেও না। বোঝেও না। বাদল আপামািতে বাড়ি এলে আচ্ছা করে মনের ঝাল ঝাড়বে সে। এইবার আসুক!

গতকাল তুমিলিয়ার সেন্ট্র এসে চিঠি আর কিছু জিনিস দিয়ে গেছে। বাদল লিখেছে, সে ইস্টারের পর আসবে। তবে কবে আসবে, সেই তারিখটা এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি।

গত সন্তায় নবাবগঞ্জ এলাকার, কার নাকি লাশ এসেছে কুয়েত থেকে। লোকটা হাট অ্যাটামিকে মারা গেছে। অজানা এক ভয়ে মিনার শরীর শিরশির করে ওঠে। এ রকম ঘটনা যে কতো ঘটছে তার ইয়ত্তা নেই! ঠিক এমন, কতোজনের খবর মিনা জানে! প্রায় সারাটা জীবন গাধার খাটুনি খেটে শেষ বয়সে যেই বাড়িতে এসে বসেছে, বাস অমনি তাদের পরেয়ানা এসে গেছে। উহা! কী কষ্টের আর বেদনার সেই কাহিনি! কেন যে মানুষ বিদেশ করে! দেশের মায়়া, স্ত্রী-সন্তান, পিতামাতা-আত্মীয়, বন্ধু-স্বজন সবার আদর স্নেহ দূরে ঠেলে একমাত্র টাকার পিছনে তারা হন্যে হয়ে ছুটে চলে। শেষমেশ তারা কী পায়? কিছু না। একেবারে কিছুই না! মানুষের ক্ষণস্থায়ী জীবনটাকে অর্থের মাপকাঠিতে সব সময় মাপা যায় না। উচিতও না! গত বড়দিনে না,

আয়নাতন্ত্র

সারওয়াং জাবীন লুবনা

মানুষের বাহ্যিক রূপ মাত্রই একটুকরো আয়না!

আয়নাতন্ত্রের সাঁচে মানুষ নিজেকে নিমজ্জিত রাখে

অন্তর্নিহিত রূপালি প্রলেপের অন্তরালে -

সময়ে যার বিতাড়নে বিবর্তিত স্বচ্ছকাঁচে

প্রকাশ্যে চলে আসে তার অদেখা প্রকৃত রূপ

লোকারণ্যে মুহূর্তেই উন্মুক্ত হওয়া এক কপট মুখোশ!

বোধ আর দৃষ্টির আলোকে সমুখের মানুষটিকে

যে যেভাবে দেখতে চায়, সে ঠিক সেভারেই দেখে।

ভুল হলেও সে পাছকে ভালোবেসে বানায় প্রিয়মানুষ

পাথরকে ভালবেসে বানায় প্রকাণ্ড আশ্রয়।

শত্রুকেও মিত্র ভেবে সাজায় কামনার কল্প-বাসর।

দিনান্তরে নিজেই পরিণত হয় এক স্তব্ধ পাথরে।

প্রতিটি মানুষই আয়নাধারী, কেউ কষ্ট লুকোতে

কেউ কষ্ট বিলোতে, কেউ বা পাশ ফিরে কষ্ট চাপাতে!

আজ যে মানুষটা ঠকে প্রতারণায় কষ্ট পাচ্ছে

দিনান্তে কষ্ট দিয়ে সে-ই হচ্ছে বেসাতির মূল অধিনায়ক

চূড়ান্ত হঠকারী সিংহাসনের একছত্র আয়নাধারী মালিক!

নির্লজ্জে রূপালি আচ্ছাদন খুলে পরিণত হচ্ছে

আরেক গৌরবান্বিত প্রলেপণের সুশীল আয়নায়!

রূপালি কুয়াশা

এম আব্দুল হালীম বাচ্চু

ভোরের বুক জুড়ে নেমে এসেছে রূপালি কুয়াশা।

কোথাও কোনো শব্দ নেই, তবু সে কথা বলে খোলা চোখের

ভেতরে। গাছেরাও দাঁড়িয়ে থাকে অর্ধেক সত্যে অর্ধেক স্বপ্নে! পথ

হারায় যতপ্রকার দাগ, দূরত্ব মেপে চলে ধৈর্যের সাথে!

সূর্য তখন উঠে আসে লাজুক একটি প্রশ্নের মতো,

আলো কি আগে জন্মায়; না কি অন্ধকারের ভেতরেই তার অনুশীলন চলে?

রূপালি কুয়াশা জানে, সব ঢেকে রাখাই ঢাকা নয়, কিছু

কিছু আড়াল মানুষকে শেখায় নিজের দিকে তাকাতে।

ভেজা বাতাসে ঝুলে থাকে অকথিত নাম, স্মৃতির হাত বাড়ায় কিন্তু ছুঁতে পারে না অশ্বচ্ছতার দূরত্বের কারণে!

ভোর ভাঙলে কুয়াশা সরে যায়, থেকে যায় একটুখানি নীরবতা, যা সারাদিন ধরে আমাদের চোখে চোখ রেখে নিজেকে মনে করিয়ে দেয়!

এই ইস্টারেও না! তো, আর কতো? আর কতো এই কষ্টের বোঝা বয়ে চলা? দেহ-মনের চাহিদার উজানে, জীবনকে ঠেলে নিয়ে চলা? মিনা খাতা কলম নিয়ে বসে। বাদলকে সে লিখবে। মনের ঝাল ঝাড়বে!

আচ্ছা। সেই সেন্ট্র ছোট করে কী যেন বলেছিল, টিনার বাবা দিন আট-দশ দিন ওখানকার হাসপাতালে ছিলো। পায়ে তার কিসের নাকি ব্যথা ছিল। কখাটা কি পুরোপুরি ঠিক? নাকি সাজানো? ব্যথাটা কি পায়ে? নাকি বুকে?

অভিমান আর দুঃখে মিনার চোখ ফেটে পানি আসে। দুমড়ে-মুচড়ে ফেলে চিঠি লেখার কাগজটি। ক্যাসেট-রেকর্ডারটি সামনেই ছিল। শ্রো বাটনিটিতে আঙ্গুল রাখে মিনা।

‘... তুমি রবে নীরবে অন্তরে মম ...!’

বন্যার কণ্ঠ দ্যুতি খেলে যায় মিনার মেঘাচ্ছন্ন আকাশে। কী ভেবে সে রেকর্ড বাটনিও চেপে ধরে আরেক আঙ্গুল দিয়ে। বন্যা থেমে যান। রেকর্ডারের টেপ ঘুরতে থাকে। এবার শব্দ করে কতক্ষণ কাঁদে মিনা। দু’চোখের ধারা গড়িয়ে পড়ে গাল বেয়ে। কিছু এবার বলবে সে বাদলকে। বলতেই হবে। অন্তরের খুপরিতে অনেক কথা জন্মে পাথর হয়ে আছে! কিন্তু কী বলবে সে?

‘... শোনো! টিনার বাবা! আমার কথা শোনো। এখন তোমাকে চিঠি লিখতে বসেছিলাম। কিন্তু আমি স্থির করছি, লিখবো না আর তোমাকে। ক্যাসেটেই মনের কথা খুলে বললাম। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এসো বাড়িতে। একেবারেই সবকিছু চুকিয়ে চলে এসো। হ্যাঁ। আমার আর ভালো লাগে না! যদি আমাকে তুমি পেতে চাও, সবকিছু পেতে চাও, চলেই এসো ...! ঠিক আছে। আমার জন্য না চাইলেও, তোমার সন্তানদের মঙ্গলের জন্যই চলে এসো। আমি আবার কী? আমি তো তোমার কিছুই না! তবে হ্যাঁ, সময় গেলে সবই কিন্তু হারাবে। এই আমার শেষ কথা ...!’

এমন সময় দরজার কাছে এসে টিনা দাঁড়ায়। তার চোখে-মুখে বিষগ্নতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সে নিচু গলায় বলে, ‘মা! তুমি যে কী!’ মেয়ের কথা শুনে থেমে যায় মিনা। অতি কষ্টে নিজেকে সংবরণ করে নেয় সে। স্বর পাল্টে যায় তারা।

-তুই চুপ থাক!

টিনা নিজেকে সামলে নেয়। মিনা আবার ধমকে ওঠে, ‘এখানে কী? যা! পড়তে যা ...!’

সে তাকিয়ে দেখে, রেকর্ডারের টেপ ঘুরেই চলছে।।

ক বি তা র এক পা তা

প্রেম চিরন্তন। মানব মনের একান্ত অনুভবে সমস্ত সত্ত্বা দিয়ে একে অপরকে চাওয়ার এবং পাওয়ার নির্ভরশীল আশ্বাস ও আস্থা প্রেমের উৎসমুখ। প্রেমের আনন্দে বিরহের কষ্টপ্রবাহ বিদ্যমান। সেও আনন্দের!

প্রেম বিরহ নিয়ে যুগে যুগে দেশে দেশে রচিত হয়েছে কবিতা, গান, পালা! আরব্য উপন্যাস এবং নানা ভাষায় মহাকাব্যে অমর হয়ে আছে লায়লা-মজনু, শিরী-ফরহাদ, হীর-রঞ্জা!

আটজন কবির আটটি প্রেমের কবিতায় সুচয়িত হয়েছে চলতি সংখ্যার কবিতার এক পাতা। সকলকে পড়ার বিনীত আমন্ত্রণ!—**ফারুক ফয়সল**

স্পর্শ কিংবা স্পর্শাতীত

তমিজ উদ্দীন লোদী

যখন বললে , ভালোবাসা ব্যর্থতার চেয়েও বিহ্বল
একটি তরঙ্গের ভেজা হাওয়ার চেয়েও তুলকালাম
তুষারপাতের পর বরফ হওয়ার চেয়েও ঘন
সূচের তীক্ষ্ণতার চেয়েও সূক্ষ্ম

আমি তখন চোখ বুজে দেখছি
ভালোবাসা উন্মাদ ও আলোকময়
উত্তাল চেউয়ের নিচে সমুদ্র থেকেও গভীর
হৃদপিণ্ডের নিচে আরেকটি অদৃশ্য হৃদপিণ্ড
মৃদু , পেলব আর স্পন্দিত

ভালোবাসা কখনো স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকময়
কখনো সতেজ ও সূর্যালোকময়
কখনো এটি স্ট্যাটোস্কিয়ার ছাড়িয়ে
দৃশ্যমান আকাশের চেয়েও উঁচু

কখনো স্পর্শের ভেতর , কখনো স্পর্শাতীত
কখনো এটি প্রতীক্ষা
যে প্রতীক্ষার কোনো শেষ হয় না।



প্রেমের সংজ্ঞা

শিবলী মোকতাদির

বারোয়ারি পরীক্ষা ছেড়ে বিকীর্ণ বর্ষথ পুরুষ
মাটিতে গর্ত কেটে, চিরকুটে ‘প্রেম’ লিখে
বসে আছে পাশে।

জীবনবিরোধী চক্রান্ত কিনা শুধাতেই বললঃ
না দাদা, দেখছি মানুষ কী করে প্রেমে পড়ে!

বাতাসে বসন্ত বহমান।
চিরচেনা বিজ্ঞান অসংশয়ে দুই চোখ মেলে
কানে কানে বলে—
দিনে নব্বই ডেসিবেলে কলহ, রাতে বিশ ডেসিবেলে
প্রেমালাপ
মূলত এই তরঙ্গেরই মানুষ প্রেমে পড়ে।

কেননা, তরঙ্গের মতো ভালোবাসার ওঠানামা না ঘটলে
প্রেমে সাম্রাজ্যবাদ জেঁকে বসে।

বেদনার বারোমাসি গান

জাফর ওবায়দ

তোমার মায়ায় বসে মন্ত্র জপি একমনে
মুগ্ধপ্রাণ রাত্তির গভীর হয়
শালবনে ঝিঝির বিলাপ, কর্ণে তোলে সুখসিক্ত ব্যথার তৈরবী
নিদ্রামগ্ন পারিপার্শ্বিক মৌনতা ভেঙে খানখান হয়।

তোমার মায়ায় বসে গল্প করি কর্ম ভুলে
ধমকে দাঁড়ায় নৃত্যরত নদী
ঠাণ্ডা চাঁদের কিরণ এসে ফিরে যায় ব্যর্থ গানের শরীর ছুঁয়ে
বেহায়া আঁধার নামে নিলয়ের নিরাশ নগরে।

তোমার মায়ায় বসে ছায়া মাখি আনমনে
মুগ্ধতার সময় গড়িয়ে যায়
শুনি না পাখির প্রজ্জ্বলিত কণ্ঠে ঢেউ তোলা সুরের মূর্ছনা
সহজাত বুনো ফুলের সুরভি হেরে যায়
ঝিরিঝিরি বায়ে।

তোমার মায়ায় বসে ভোর আঁকি সন্ধে ছিঁড়ে
অধিভুক্ত বেদনার বারোমাসি গাই
ছুঁইবার পথ চেয়ে, প্রতীক্ষায় ডুবে ডুবে।



অংশী

নাহার মনিকা

বিকেল কখনো তোর একলা ছিল না,
সেখানে আমারও দাবী সমান সমান।
আমাদের চোখ, হাত, বুকের আঙ্গিনা
বিকেলকে বানিয়েছে চিতা-বহ্নিমান।

রোদ চলে রুদ্ধশ্বাস তও বিকেলে
রিক্সার ছড ঘিরে রঙ্গিন ঝালর,
আমার আনত ফণা, তোর লোভী হাত,
অতলান্ত বয়ে চলা শ্রোতের প্রপাত,
আমার ছায়ায় তোর ছায়া মিশে গেল
ভেজা রোদ নুয়ে গিয়ে অমন চমকালো
হাওয়ার চূর্ণ হওয়া বাকৈ—
আমাদের সমতল পাকদণ্ডী হলো।

ছুঁয়ে দিয়ে, স্পর্শ করে সুখের সংশয়
সে বিকেলে সমান মরেছি,
একবিন্দু কেউ কম, কেউ বেশি নয়।

কিশোরী দুপুর

পারভীন শাহনাজ

তুই ছুঁয়ে দিলেই নীল কষ্টগুলোর রং
বদলাতে শুরু করে
তুই ছুঁয়ে দিলেই সকালটা আমার
সোনালি আলোয় ভরে

তুই ছুঁয়ে দিলেই নিস্তর দুপুর
মুখরিত হয়ে যায়
তুই ছুঁয়ে দিলেই বিকেলটা যেন
রংধনু খুঁজে পায়

তুই ছুঁয়ে দিলেই সন্ধ্যা আকাশে
মেঘগুলো সব বর্ণিল হয়ে পায়
ভাবনারা যেন একতারাটায়
সাত সুরে গান গায়

তুই ছুঁয়ে দিলে অভিমান সব
অন্যায় আবদারে
তুই ছুঁয়ে দিলে টইটম্বর চোখদুটো
থেকে কান্নাগুলো পান্না হয়ে বারে

তুই ছুঁয়ে দিলেই ফাগুন হাওয়ার
স্বপ্নেরা ভিড় করে
তুই ছুঁয়ে দিলেই নাম না জানা
হাজার ফুলেরা পাঁপড়ি মেলে ধরে

তুই ছুঁয়ে দিলেই মনের আকাশে
প্রজাপতিগুলো ওড়ে
তুই ছুঁয়ে দিলেই কিশোরী দুপুরটা আবার
দরজায় কড়া নাড়ে।

চণ্ডীদাস রজকিনীর গল্প

ইকবাল হোসেন বুলবুল

আমি কেনো বড়শি হাতে রোদ বৃষ্টি মাখি
কেনো বসি সারাদিন থেমসের কিনার ?

তোমাকে ইঙ্গিত করে পড়শিরা এই প্রশ্ন করে
তুমি নাকি সেই কথা রেখে দাও রেশমী রুমালে।
তোমার অন্তর নাকি শরমের হাওয়াতে ভাসে ;
অজানার চেহরা বানাতে গিয়ে তুমি নাকি বারবার
ধরা খাও জানালার পাশে ।

তুমি নাকি কথা ভুলে কথা কও আপন খেয়ালে
রাতদিন দুইচোখ ধরে রাখো আকাশের গায়ে ।
তোমার সময় নাকি সূতোহীন ঘুড়ি হয়ে উড়ে
কানে এলে স্বপ্ননের হাসাহাসি , তুমি নাকি রঙে রঙে
আঁকো তারে মনের দেয়ালে ।

সত্য হোক এই কথা, এইদিন হোক বেসামাল;
জমি হোক দেশ হোক বাতাসে উড়ুক সেই রেশমী রুমাল।

ননী নরোম ঔজ্জ্বল্যে

তোফায়েল তফাজ্জল

ঠোঁট মেলে ধরা ননী নরোম ঔজ্জ্বল্যে
ভাসে-ডোবে ষোড়শীর মুখাবয়বের আগাগোড়া
হেমন্তের গুরুতে তেমন
রঙ বা শোভার ছড়াছড়ি আমন-আউশের ক্ষেতে।
ঘর থেকে বেরোলেই
গন্ধরাজ, শিউলি, কামিনীর ঘ্রাপেরা পেখম ধরে।
ক্ষুধার্ত বা পিপাসিত মনে পাখিরাও ঢেলে দেয়
ধুব পরিচিত বা অপরিচিত গানের পায়ের বা শরবত।

এরইমারো পথিকের কানে যোগ দেয়
ফসল কাটার সুর, যা লেহনে অমৃত, মধুর।
মাঠ থেকে আসতে থাকে প্রমের উত্তর,
আশা-আকাজ্জার নদী হয়ে
হতাশা বা নৈরাশ্যের বুকে ঢেলে দেয় জল;
লোকালয় টের পায় ডালি ভরা সুখ।
ঝড়টাই সবাইকে নিয়ে খেলে অনাবিল ছন্দে।

আষাঢ়ে গল্প

আল ইমরান সিদ্দিকী

শব্দ না করে তার হেসে ওঠা,
বালিশে মাথা রেখে হেসে ওঠা; চিনেছি আরও কিছু,
যা-কিছু নীরবতার যোগ্য বিকল্প হতে পারে।
তাপিত সুন্দর এসেছিল—এসেছে সে।
দিন গড়ালো—
হলো প্রেমসিদ্ধ কাম
অফুরান বাতাসে, নম্র আলোয়।
দিন ফুরালো—
ডাকে শ্রমসিদ্ধ ঘুম
দুই-এক ফোঁটা বৃষ্টি জানালার কাছে।



GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় **PCA HOME CARE**
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে **HOME CARE** সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সম্বন্ধে সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: **718-775-7852**
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com



Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

JACKSON HTS OFFICE

71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE

3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE

170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE

516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com



PARKCHESTER MEDICAL

TEL: 718-828-6610 1211 WHITE PLAINS ROAD, BRONX, NY 10472

WE WELCOME WALK INS



পার্কচেস্টার মেডিক্যাল

INTERNAL MEDICINE

ASTHMA DIABETES CENTER

CARDIOLOGY

PHYSICAL THERAPY

UROLOGY

GYNECOLOGY

PODIATRY

GASTRO-ENTEROLOGY

ORTHO-PEDICS

HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:

MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM	TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM	SATURDAY 9:00AM-3:00PM
------------------------------------	--	---------------------------



শারীরিক অভ্যন্তরীণ সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়াবেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচি:

সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা

মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা

শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছে: • কর্মস্থলের ক্ষতিপূরণ
• নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া



Community Development for Asian American (CDAA)

একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা

যাঁরা আপনার ডায়ালগ কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে

আমাদের সেবা সমূহ—

- আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
- বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
- যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা

এছাড়া যে কোন শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org



ABRAMS LAW GROUP আব্রামস আইন গ্রুপ



INJURED? WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consultation



Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY! 718-997-9797

WE ALSO HANDLE

- ✓ CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- ✓ TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- ✓ TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- ✓ UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- ✓ DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ✓ ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ✓ ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- ✓ VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- ✓ FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- ✓ FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- ✓ EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- ✓ UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

[abramslawgroupny.com](https://www.abramslawgroupny.com)

<https://g.co/kgs/iC36XA>

[abramslawgrouppe](#)

[abramslawgrouppe](#)

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

যুক্তরাষ্ট্রের বয়স্ক লোকজনের জন্য সুখবর

অভিজ্ঞ দে

যুক্তরাষ্ট্রের সিনিয়র বা বয়স্ক লোকজনের জন্য কিছুটা স্বস্তির খবর এসেছে নতুন ফেডারেল ট্যাক্স সুবিধার মাধ্যমে। ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়সী করদাতাদের জন্য নতুন করে ৬,০০০ ডলারের একটি ট্যাক্স ডিডাকশন চালু করা হয়েছে, যা ২০২৫ সালের ট্যাক্স মৌসুম থেকে কার্যকর হবে।

এই নতুন ডিডাকশনের ফলে বহু সিনিয়র নাগরিকের ট্যাক্স রিফান্ড গড়ে প্রায় ৬৭০ ডলার পর্যন্ত বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে সিনিয়র

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

শুরু হচ্ছে ট্যাক্স ফাইলিং মৌসুম, করদাতাদের জন্য নতুন নিয়ম ও ছাড়

যুক্তরাষ্ট্র

আগামী ২৬ জানুয়ারি থেকে করদাতারা ২০২৫ করবর্ষের আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

যুক্তরাষ্ট্রে ২০২৬ সালের ট্যাক্স ফাইলিং মৌসুম শুরু হতে যাচ্ছে। দেশটির অভ্যন্তরীণ রাজস্ব বিভাগ (আইআরএস) জানিয়েছে, আগামী ২৬ জানুয়ারি থেকে



করদাতারা ২০২৫ করবর্ষের আয়কর রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। রিটার্ন

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

ট্রাম্পের দ্বিতীয় বার এক বছরে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ ইমিগ্র্যান্ট বিতাড়ন

বিশেষ প্রতিনিধি

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রবিবার রাতে তার দ্বিতীয় প্রশাসনের প্রথম বছর এবং সাফল্যপূর্ণ উদযাপন করেছেন, ইনাগুরেশনের বার্ষিকী প্রাক্কালে। দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস এবং হোমল্যান্ড সিকিউরিটি (DHS)-এর তথ্য অনুযায়ী, গত এক বছরে আমেরিকা থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ লাখ ইমিগ্র্যান্টকে বহিস্কার করা হয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমস ও হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রথম বছরে মোট পাঁচ লাখ ৪০ হাজার লোকজনকে বিতাড়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে আমেরিকার ভেতর থেকে আটক ২ লাখ ৩০ হাজার, সীমান্তে আটক ২ লাখ ৭০ হাজার এবং প্রায় ৪০ হাজার স্বেচ্ছায় দেশে ফিরে যাওয়ার ঘটনা।

নিউইয়র্ক টাইমসের বিশ্লেষণে বলা হয়েছে, “প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর অভ্যন্তরীণ প্রেক্ষার মাধ্যমে বিতাড়নের সংখ্যা ইতিমধ্যেই বাইডেন প্রশাসনের পুরো চার বছরের মোট সংখ্যার চেয়ে বেশি। এটি তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিতাড়নের প্রভাব স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।”

সীমান্ত পার হওয়ার প্রচেষ্টা কমে যাওয়ায় সীমান্ত থেকে প্রেরণার ও বিতাড়নের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

অর্ধশতাব্দীর দীর্ঘ যাত্রা



প্রবাসী বাংলাদেশীদের আত্মার ঠিকানা বাংলাদেশ সোসাইটি

ইফতেখার ইসলাম

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক-এর যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৭৫ সালে, নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল উদ্যমী ছাত্রের উদ্যোগে। স্বাধীনতার মাত্র চার বছর পর, নতুন দেশের স্বপ্ন ও আত্মপরিচয়ের সন্ধান তখনও জারি ছিল প্রবাসীদের মনে। সেই সময়ের কয়েকজন তরুণের চিন্তায় জন্ম নেয় একটি সংগঠনের ধারণা, যা প্রবাসে থেকেও বাংলাদেশের সংস্কৃতি, ভাষা ও দেশপ্রেমকে টিকিয়ে রাখবে।

প্রথমে এর নাম ছিল ‘বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউইয়র্ক’। পরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের বৃহত্তর অংশগ্রহণের লক্ষ্যে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় ‘বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক’। এটি আজ যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম বৃহত্তম বাংলাদেশি সংগঠন—একটি অরাজনৈতিক, অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, যার লক্ষ্য প্রবাসে বাংলাদেশি কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ করা, তাদের কল্যাণে কাজ করা, এবং নতুন প্রজন্মের কাছে

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

WWW.MOINLAW.COM

LAW OFFICES
Toll Free: 1-866-MOIN-LAW
Cell: 917-282-9256
(To schedule appointment only)

এক্সিডেন্ট কেইসেস-মেডিক্যাল ম্যালপ্রেক্টিস বিনামূল্যে পরামর্শ
প্রয়োজনে এটর্নী বাসায় বা হাসপাতালে আসবেন

- গাড়ী এক্সিডেন্ট
- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম
- লেভ পয়জনিং
- IMMIGRATION (Consultation fee applies)

ফ্রান্সিসকোয়ের জন্য আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি

Prior Result Does Not Guarantee future outcome of any cases
Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and Michigan State Supreme Court only.
Michael Taub is admitted in New York State Only.

KARNAFULLY
কর্ণফুলী ট্যাক্স
www.karnafulltax.com

ইনকাম ট্যাক্স কর্পোরেট ট্যাক্স সেলস ট্যাক্স
পেরোল বিজনেস সেটিং আপ
ইমিগ্রেশন নোটারী পাবলিক

ENROLLED AGENT

PH: 718-205-6040
37-20 74th Street, 2FI, Jackson Heights

Mohammed Hasan, EA, MBA
MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
IRS Certifying Acceptance Agent

HILLSIDE TAX & MULTISERVICES INC.

- Income Tax
- Sales Tax
- Corporate Tax
- Partnership Tax
- Business setup
- Payroll (W2, 1099)
- All immigration Services
- Accounting & Bookkeeping

MD SHORIFUL ISLAM
President & CEO

165-19 HILLSIDE AVE, 2ND FL, JAMAICA NY 11432
Tel: 347-254-9924, Email: hillside21@gmail.com

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services

আমাদের সেরা অফিস

- ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল ট্যাক্স কন্সাল্টিং
- আই আই এস ও এর অন্যান্য সার্ভিস
- কর্পোরেট ও এল এল সি সেটিং আপ
- ইন্টারন্যাশনাল ট্যাক্স
- ইন্ডিভিডুয়াল ট্যাক্স
- ইমিগ্রেশন ট্যাক্স
- স্ট্যাটিস্টিক্স
- ও-৩-এস

929-207-1516
2152B Westchester Ave, Bronx, NY 10462

Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO

আমরা ইমিগ্রেশন এবং ইন্ডিভিডুয়াল এর আবেদন করে থাকি

www.zakircpa.com info@zakircpa.com

Home & Habitat Realty Corp.

নিউইয়র্ক বাজী ক্রয় বিক্রয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

516-460-8260

Mohammed Islam
Branch Manager
646-724-6417

71-20 35th Ave, Jackson Heights, NY 11372

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVELS
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

আমরা বিভিন্ন এয়ারলাইন্সের স্টক হোল্ডার

7305 37th ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

সুপার সেল 917-396-4140, 917-592-7828

MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

Accredited Agent

বাংলাদেশসহ সারা পৃথিবীর যেকোন দেশে মিরাপন ভ্রমণের অধিকার

RAHMANIA TRAVEL SERVICES
TICKETS: DOMESTIC & INTERNATIONAL

Emirates, KENYATTA AIRWAYS, TURKISH AIRLINES, QATAR, ETihad

এয়ার টিকেট, হজ্জ-ওমরাহ ও ভিসা প্রসেসিং

CALL: 718-205-3270, 646-322-1654

37-15, 73rd Street, Bangladesh Plaza, Suite # 203, Jackson Heights, NY 11372

ALAHITAX
IRS ENROLLED AGENT

কুদরাত এলাহী
MBA, EA
IRS ENROLLED AGENT

TAX ♦ IMMIGRATION ♦ NOTARY PUBLIC

646-577-6929 ■ 1134 Liberty Ave, Brooklyn ■ www.alahitax.com

সরকারী অনুদানে বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অত্যাধুনিক হিটিং ও এয়ারকন্ডিশন লাগাতে চান ?

আপনি কি বাড়ীর হিটিং বিল নিয়ে চিন্তিত ?

আমরা বয়লার পরিবর্তনের মাধ্যমে আপনার বাসা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ক্লিন হিট লাগিয়ে থাকি

সরকারী অনুদানে \$ 8000-\$10000 ডলার

বিস্তারিত জানতে কল করুন: 914-222-9477, 914-989-0089

GREE MECHANICAL YONKERS Contact: 1900 Central Park Avenue, Yonkers, New York 10710

তোফায়েল চৌধুরী